PREFACE.

At a time when the popular demonstrations in recognition of the services of the retiring Lieutenant Governor are assuming mighty proportions and the outlying districts are sending their delegates to bid Sir Ashley a long-long farewell with Godspeed, it is idle to suppose that the following sketch will find many readers. But in a few days more when the popular outburst has subsided and gratitude has paid its last, when far off Sir Ashley paces on the deck of his steamer to catch the cool breeze in the dusky twilight, perchance the phoshorescent sea with a life spent in the Tropics will be the means of intensifying his feelings of love and affection for that province whose sceptre he has just laid by. The National heart in Bengal has never heaved a deeper sigh nor has expressed a more thorough and sinscere regret-at-parting with mutual good wishes, than on the present occasion. As an outburst of the same feeling the author of the following pages has tried with strict adherence to truth and integrity to do his best.

To the courtesy of Mr. Henry the Private Secerttary to whom he is indebted for the *photo*, to Mr. Croft, the Director of Public Instruction, to H. H. the Maharaja of Durbangha, H. H. the Maharaja of Burdwan, and last though not least, to that enlightened and liberal-minded lady Maharanee SURNOMOYEE C. I. E. of Cossimbazar, the author is greatly indebted for the liberal support he has received for expediting the work through the Press, and for all and each of whom he offers his best thanks.

CALCUTTA.
22nd, April.
1882.

KALIPROSONNA SEN GOOPTA.

TO ONE, WHOM THE AUTHOR

IS LAID UNDER DEEP OBLIGATIONS

OF NO MEAN AND ORDINARY KIND,

The mighty scion of a mighty family,

Surpassed by none in intelligence, liberality and loyalty

To the British Throne,

TO COWAR INDURCHUNDER SING BAHADUR.

Is by ermission sought and obtained

This little book is dedicated by the

AUTHOR.

বিজ্ঞাপন।

বঙ্গবাসী সাধারণ ব্যক্তি মাত্রেরই বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তার কার্য্য পরম্পরা অবগত হওয়া নিতান্ত কর্ত্তব্য। কিন্তু বর্ত্তমান বঙ্গদেশের শাসনপ্রণালী ইংরাজী ভাষায় লিখিত হওয়াতে সাধারণের তাহা অবগত হইবার সম্ভাবনা নাই দেখিয়াই সেই অভাব দূরীকরণাভিলাষে আমরা বঙ্গভাষায় (প্রতিমূর্ত্তি সহিত) ঐ বিষয় বর্ণন করিলাম। এক্ষণে বঙ্গবাসীগণের ইহা পাঠ করিয়া তাঁহাদিগের জ্ঞাতব্য বিষয়ের যৎসামান্য জ্ঞান জন্মিলে পরিশ্রম সার্থক বিবেচনা করিয়া চরিতার্থ হইব।

বিশেষ কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, বর্ত্তমান বিদ্যাধ্যাপনীর ডাইরেক্টর এ, ডবলিউ, ক্রফ্‌ট এম, এ, মহোদয় তাঁহার অধীনস্থ বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার বিদ্যালয় সমূহের ব্যবহারার্থ এই পুস্তক গ্রহণ করা কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়াছেন। বঙ্গদেশের লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর বাহাদুরের প্রাইভেট সেক্রেটরী হেনেরি সাহেব অনুগ্রহপূর্ব্বক গবর্ণর মহোদয়ের প্রতিমূর্ত্তি অত্র পুস্তকে সংযোজনার্থ প্রেরণ করেন। মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমানাধিপতি, দারভাঙ্গার মহারাজা ও শ্রীশ্রীমতী মহারাণী স্বর্ণময়ী এই গ্রন্থ বিপুল প্রচারের আশা প্রদান করিয়া আমাকে উৎ-

সাহিত করিয়াছেন, তাঁহাদিগের প্রদত্ত উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া আমি বহু ব্যয় স্বীকার করিয়া এই পুস্তক জনসমাজে প্রকাশিত করিতে বাধ্য হইয়াছি।

অবশেষে বক্তব্য এই যে, মহিষাদলের রাণী শ্রীশ্রীমতী নিস্তারিণী দেবী মহোদয়া ও আমার পরম বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজকিশোর চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত বাবু হিরালাল ঢোল মহাশয়েরা মুদ্রাঙ্কন সম্বন্ধে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদিগের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের এই উপযুক্ত অবসর বিবেচনা করিয়া ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

কলিকাতা।
২২এ এপ্রেল ১৮৮২ } শ্রীকালীপ্রসন্ন সেন গুপ্ত।

সার আস্‌লি ইডেনের

ভারতবর্ষ প্রবাস

ও

তৎসাময়িক কার্য্য

বিবরণ।

একণে বঙ্গদেশের লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর সর আস্‌লি ইডেন কে, সি, এস, আই; সি, আই, ই, বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তৃত্বপদ পরিত্যাগ করিয়া বিলাতে ইণ্ডিয়া কৌন্সিলের মেম্বর সার আর্স্কিন্‌ পেরির পদে বাৎসরিক ৩০০০০ সহস্র মুদ্রা বেতনে নিযুক্ত হইয়া গমন করিতেছেন। তিনি অতি দীর্ঘকাল রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া ভারতবর্ষে অবস্থান করেন। তাঁহার অবস্থান সময়ের বৃত্তান্ত বঙ্গবাসী সাধারণের সবিশেষ অবগত হইবার অভিপ্রায় দর্শনে আমরা তাহা বঙ্গভাষায় বিবৃত করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। যদিও তাঁহার কার্য্য বিবরণ ভারতবর্ষের গত ইতিহাস পাঠে অবগত হইতে পারা যায় বটে কিন্তু তাহা ইংরাজী ভাষায় লিখিত। সাধারণ বঙ্গবাসীর ইংরাজীতে ব্যুৎপত্তি নাই, বঙ্গভাষায় প্রায় সমস্ত ব্যক্তিরই অধিকার আছে, তাহাতে কোন বিষয় লিখিত হইলে তাঁহারা সহজেই অভীষ্ট বিষয় অবগত হইতে পারিবেন। এজন্য তাহাদিগের সন্তোষ সম্পাদনার্থ আমরা এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলাম।

সার আস্‌লি ইডেন বঙ্গবাসীমাত্রেরই বিশেষ ভক্তির পাত্র। কোন সময়ে তিনি দুই দলের মধ্যবর্ত্তী হইয়া এক দলের প্রীতি ভাজন ও অপর দলের বিরাগভাজন হন। ইহার এক পক্ষে বঙ্গবাসীগণ তাঁহার গুণ গান করে, অপর পক্ষে আংলো ইণ্ডিয়ান সম্বাদপত্রে তাঁহার ধর্ম্ম কর্ম্ম সমাজশান্তির শত্রুতাসূচক বিবরণ লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইতে থাকে। এই সম্পাদকেরা তাঁহাকে মেকোয়াভিলের মন্ত্র শিষ্য বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। কিন্তু তিনি কাহারও কোন কথায় কর্ণপাত না করিয়া অকুণ্ঠিতচিত্তে স্বীয় কার্য্য সম্পাদন করিতেন। তাঁহাকে নির্ভীক স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে দেখিয়া তৎকালীন ভারত-বর্ষবাসী অন্ততঃ বঙ্গবাসী ইংরাজ সম্প্রদায় তাঁহার প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠেন। এবং তাঁহারা সার আস্‌লি ইডেনের চরিত্রের প্রতি সন্দিগ্ধনেত্র নিঃক্ষেপ করিতে ত্রুটী করেন নাই। আমরা পক্ষপাতশূন্য হইয়া সার আস্‌লি ইডেনের কার্য্যকলাপের সবিশেষ সমালোচন করিব।

১৮৩১ খ্রীঃ অব্দের নবেম্বর মাসের ত্রয়োদশ দিবসে লণ্ডন নগরে সার আস্‌লি ইডেন জন্মগ্রহণ করেন। ইনি ওয়েলসের বিশপ বাথ্‌এর তৃতীয় পুত্র। ভূতপূর্ব্ব ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল লর্ড অকলাণ্ড ইঁহার পিতৃব্য ছিলেন। সার আস্‌লি প্রথমে উইন্‌চেষ্টর নগরের বিদ্যালয়ে যথোপযুক্ত শিক্ষা প্রাপ্ত হন, তৎপরে সিবিল সার্ব্বিস্‌ পরীক্ষা দিবার মানসে হেলিবরির

বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হন এবং ইনি পাঠদ্দশায় স্বীয় বুদ্ধির প্রখরতা ও অসামান্য মানসিক ক্ষিপ্রকারিতা গুণেই সাধারণের নিকট বিশেষ প্রশংসা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পরিচিত ব্যক্তিমাত্রেই ইঁহার সরলতা দেখিয়া মুগ্ধ হইতেন, ইঁহার সেই সরলতা কালক্রমে অকুতোভয়তা, ন্যায়পরতা ও সত্যনিষ্ঠায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। ইনি ১৮৫২ খ্রীঃ অব্দে ভারতবর্ষে আগমন করিয়া প্রথমতঃ রাজসাহীর সহকারী মাজিষ্ট্রেটের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া নাটোরে অবস্থিতি করেন, কিছুকাল তথায় থাকিয়া পরে মুরশিদাবাদের অন্তর্গত আরঙ্গাবাদে গমন করেন। এই সময় তিনি এতদ্দেশীয়গণের প্রিয়পাত্র পদবীতে পদার্পণ করেন এবং যথেচ্ছাচারী মাজিষ্ট্রেটগণের অপ্রিয় হইবার এই তাঁহার প্রথম সূত্রপাত। যে সকল ইংলণ্ডবাসী স্বদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক এদেশের রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া আগমন করেন, তাঁহারা এদেশীয় অধিবাসীগণের আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতির বিষয় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ থাকিয়াও ইহাদিগের সকল বিষয়ের উপর হস্তক্ষেপ করিতে ক্রটী করেন না, কিন্তু ইনি সেরূপ প্রকৃতির লোক ছিলেন না। তিনি সমস্ত দিবস রাজকার্য্য পর্য্যালোচনায় অতিবাহিত করিয়া যে যৎকিঞ্চিৎ অবসর পাইতেন, তাহাতে এদেশীয়দিগের সহিত বিশেষ সম্প্রীতি সহকারে আলাপে অতিবাহিত করিতেন। এমন কি তিনি সাধারণের সাক্ষাৎকার লাভের জন্য সর্ব্বদাই দ্বারমুক্ত রাখিতেন, কোন ব্যক্তিই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন

করিয়া বিমুখ হইয়া আইসেন নাই। সকলেই তাঁহার এই সখ্য ব্যবহার নিমিত্ত তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করিত, ফলতঃ তাঁহার এরূপ অমায়িক ব্যবহার তৎপূর্ব্বের কোন রাজপুরুষের দৃষ্টিগোচর হয় নাই। প্রজাবর্গের সহিত তাঁহার এরূপ সততার জন্য রাজকার্য্যেরও বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল। তিনি সাধারণের প্রিয়পাত্র ছিলেন বলিয়া, সকলেই অকপটহৃদয়ে তাঁহার জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিত। এবং তজ্জন্যই তিনি অল্পকালমধ্যে বঙ্গবাসীগণের আচার, ব্যবহার ও সামাজিক নিয়ম সমস্ত অবগত হইয়াছিলেন। প্রজাবর্গ তাঁহাকে আপনাদিগের আত্মীয় ব্যক্তি বিশেষের ন্যায় সর্ব্বদা দর্শন করিত। তিনিও তাহাদিগের প্রার্থনানুযায়ী তাহাদিগের মঙ্গল বিধানে সর্ব্বদা সযত্ন থাকিতেন। তাঁহার এইরূপ ব্যবহারই যে গবর্ণমেণ্টের কল্যাণকর হইয়া উঠে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

যে সময়ে স্যার আস্লি ইডেন আরজাবাদে উপস্থিত হন, তৎকালে পুলিশকর্ম্মচারীগণের অবিচার ও নৃশংস ব্যবহারে সাঁওতালগণ উত্তেজিত হইয়া উঠে, এবং তাহারা রাজবিদ্রোহিতাচরণে প্রবৃত্ত হয়। "সাঁওতাল ও সাঁওতালীয়" সংবাদ পত্রে লিখিত আছে যে, আরজাবাদের নীলকুঠির কতকগুলি ভৃত্য কুলির উদ্দেশে সাঁওতালগণের বসতিস্থানে গমন করে। এবং তাহাদিগকে উৎপীড়ন করাতে তাহারা ঐ ভৃত্যবর্গকে রুদ্ধ করিয়া রাখিবার চেষ্টা করে; তাহারা অধিকন্তু সাঁওতালগণের

হস্ত হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইয়া নিজ প্রভুর নিকট আরঙ্গাবাদে উপস্থিত হইয়া নিবেদন করে যে, সাঁওতালেরা আপনাদিগের অত্যাচার হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য প্রকাশ্যভাবে আপনাদিগের এবং গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীগণের প্রতি হিংসা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। অর্থাৎ আপনাদিগের ন্যায় যে কোন মহাজন বা পুলিশ কর্ম্মচারী তাহাদিগের সম্মুখে পতিত হইতেছে, তাহারা তাঁহাদিগের তৎক্ষণাৎ প্রাণদণ্ড করিতেছে। এই সম্বাদ সর্ব্বাগ্রে মিষ্টার ইডেনের কর্ণগোচর হওয়ায় নিতান্ত মঙ্গল জনক হইয়াছিল। এই সম্বাদ সম্বন্ধে সাঁওতালীয় পত্রের সম্পাদক মান সাহেব বলেন যে, সর্ব্বাগ্রে ইডেনের ন্যায় রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট এই সম্বাদ পৌঁছাতে গবর্ণমেণ্টের পক্ষে হিতকর এবং তত্রত্য অধিবাসী প্রজাগণের জীবন রক্ষার পক্ষে মঙ্গলকর হইয়াছিল। যদি ইডেন এই সংবাদ বিলম্বে প্রাপ্ত হইতেন তাহা হইলে জাঙ্গিপুর, মুরশিদাবাদ, ও তৎসন্নিহিত প্রদেশ কখনই সাঁওতাল গণের লুণ্ঠন হইতে রক্ষা প্রাপ্ত হইত না। মিষ্টার ইডেন এই সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র অতিসত্বর বহরমপুরের মাজিষ্ট্রেটের নিকট একদল সৈন্য প্রেরণের জন্য লিখিয়া পাঠান। বহরমপুরের মাজিষ্ট্রেট অকস্মাৎ এই বিপদের সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া বিশেষ চিন্তিত হইলেন, এবং উপস্থিত বিপদ হইতে উদ্ধার হইবার জন্য বিশেষ তর্ক বিতর্কের পর একদল বরকন্দাজকে আরঙ্গাবাদে উপস্থিত হইয়া মিষ্টার ইডেনের আজ্ঞানুসারে কর্ম্ম করিতে আদেশ

করিলেন। এদিকে মিষ্টার ইডেন দেখিলেন যে, বহরমপুর হইতে সৈন্য আসিতে বিলম্ব হইবে, বিবেচনা করিয়া তিনি নিকটবর্ত্তী জমীদারগণের নিকট হইতে তাঁহাদিগের যে সকল পশ্চিমপ্রদেশীয় ভৃত্য ছিল, তাহাদিগকে যুদ্ধ সজ্জায় সজ্জিত করিয়া সমভিব্যাহারে করতঃ সাঁওতালগণের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত তাহাদিগের সম্মুখীন হইলেন এবং বিপক্ষগণের গতিরোধ করিলেন। বিদ্রোহী সাঁওতালগণকে শাসন নিমিত্ত এক সভা সংস্থাপিত হইল। মিষ্টার ইডেন এই সভার সভাপতি হইলেন, এবং তাঁহার বুদ্ধির প্রাখর্য্যতা প্রভাবে সাঁওতালগণের বিদ্রোহ শান্তি হইয়াছিল। এই উপলক্ষে তিনি স্বকীয় কার্য্যদক্ষতা ও বলবীর্য্যের বিলক্ষণ পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। এই উষ্ণকটিবন্ধের মার্ত্তণ্ড কিরণে অবিশ্রান্ত ভ্রমণ করিয়া তিনি আপনাকে কখনই শ্রান্ত বিবেচনা করেন নাই। ফলে তাঁহার অবিচলিত চিত্তের কার্য্য পরম্পরা দ্বারা অনতিকাল মধ্যেই সাঁওতালগণের বিদ্রোহানল নির্ব্বাপিত হয়।

সাঁওতাল বিদ্রোহোপলক্ষে কার্য্যদক্ষতার পুরস্কার স্বরূপ মিষ্টার ইডেন সাঁওতাল পরগণার ডেপুটী কমিশনরের পদ প্রাপ্ত হন। সৌভাগ্যক্রমে ঈদৃশ ব্যক্তির হস্তে উক্ত প্রদেশের কার্য্যভার সমর্পিত হইয়াছিল। তৎকালীন যে সকল ইংরাজ কর্ম্মচারী ইডেনের সমপদস্থ ছিলেন তাঁহাদিগের কাহারও প্রতি ঐ কার্য্যভার সমর্পিত হইলে তাহা কতদূর সফল ও কার্য্যকর

হইত তাহা বলা যায় না। সাঁওতালগণের এই ভীষণ অভ্যুত্থানের কারণ তৎকালীয় রাজপুরুষগণ সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলে যে যে কারণে এই কৃষাণ জনোচিত সরল প্রকৃতি, নিরীহ আদিম জাতির শত্রুতা উত্তেজিত হয়, এবং তাহাদিগকে রণমদমত্ত করে, সেই সমস্ত কারণ দূরীভূত করিবার জন্য মিষ্টার ইডেন বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম করিতে লাগিলেন এবং যতদূর ইহার কারণ অবগত হইতে পারিয়াছিলেন, তাহাতে কেবল পুলিশ কর্ম্মচারীগণের দ্বারাই যে এই বিষম অনিষ্ট সংঘটিত হইয়াছে, ইহা তাঁহার বিলক্ষণ হৃদ্বোধ হইল এবং তিনি গবর্ণমেণ্টে এবিষয়ে এই রিপোর্ট পাঠাইলেন যে, সাঁওতাল প্রদেশের শাসন প্রণালী পরিবর্ত্তন না করিলে কখনই উত্তরকালে শুভাবহ হইবে না। তাঁহার এই আবেদন সাঁওতালগনের ভবিষ্যৎ অভ্যুদয়ের এবং বর্ত্তমান স্বাধীনাবস্থার প্রথম সোপান বলিলেও বলাযায়। সার আস্লি ইডেন সাঁওতাল প্রদেশের শাসন সম্বন্ধে বিশেষ বিশেষ নিয়মাবলী লিপিবদ্ধ করেন। ইতিপূর্ব্বে অনর্থপাত ও অন্যায়াচরণ দ্বারা সাঁওতালগণের যে প্রীতি হরণ করিয়াছিল, তাহাতে তাহা একেবারে দূরীভূত হইল। সাঁওতালেরা বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্তও এজন্য তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করিতেছে। তাঁহার প্রণীত নিয়মাবলী ইয়ুল সাহেবের কর্ত্তৃক প্রথমে সংশোধিত হয় বলিয়া তিনি তাহার প্রণেতা বলিয়া বিখ্যাত। কিন্তু ইয়ুল তাহার রূপান্তর ভিন্ন কিছুই করেন নাই। এই নিয়মাবলী দ্বারা

পুলিশের উৎপীড়ন, অন্যায় বলপ্রয়োগ ও অপরাপর অত্যাচার সাঁওতাল প্রদেশ হইতে একেবারে অন্তর্হিত হয় এবং গ্রামের শান্তি রক্ষা, দণ্ডার্হব্যক্তিকে যথাযোগ্য দণ্ড বিধান, সমস্ত কার্য্যকারী বিভাগের কার্য্যভার গ্রামস্থ লোকের উপর ন্যস্ত হইল। আদালত সমূহের অন্তর্দ্ধান হইল, তৎসঙ্গে সঙ্গে দুষ্ট প্রবঞ্চক আমলাগণের দুষ্টতা এবং উকীল মোক্তার ও অপরাপর আইন ব্যবসায়ীদিগের কুচক্রিতা একেবারে দূরীভূত হইল। কেবল সাঁওতাল প্রদেশের কার্য্যপ্রণালী ও শাসন প্রণালী পরিদর্শনার্থ কতিপয় ইয়োরোপীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সহকারী কমিশনর পদাভিষিক্ত হইলেন, তাঁহাদিগের শরীর রক্ষার্থ নিয়মিত কতিপয় রক্ষক নিযুক্ত হইল এবং তাঁহাদিগের কার্য্য পরিচালনার নিমিত্ত একটী সরল ব্যবস্থা প্রস্তুত হইল, তাঁহারা তদনুসারে কার্য্য করিতে লাগিলেন।

এতদ্দেশে যে প্রথাকে বিধিচ্যুত বলা যায় তাহার আদর্শমত উপরে লিখিত হইল। ভারতবর্ষের অনেক স্থানে এই প্রথা প্রচলিত আছে; কিন্তু জাতি ও অবস্থা ভেদে ইহা ভিন্ন ভিন্ন রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই প্রথা প্রচলিত থাকাতে অসভ্য জাতীদিগের বিংশতিবর্ষ পর্য্যন্ত যে কতদূর হিত সাধিত হইয়া আসিতেছে তাহা সাধারণ মনুষ্যগণ অনুমান করিতেছেন। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ের লোকের অভিপ্রায় এই যে, অসভ্য জাতিদিগকে বিধিবদ্ধ নিয়মাবলীর অধীনে আনয়ন করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। ফলতঃ সাঁওতাল পরগণার প্রধান প্রধান

ভূম্যাধিকারীগণের বিশ্বাস এই যে, নির্দ্ধারিত নিয়মাবলী প্রচলিত না হইলে সমাজের কার্য্য সুশৃঙ্খলরূপে চলিতে পারে না। বিধিবদ্ধ নিয়মাবলী প্রচলিত হইলে প্রজাবৃন্দের দুঃখ দূর হইয়া অধিকতর সুখ জন্মিবার সম্ভাবনা। বর্ত্তমান সময়ে কৃতবিদ্য সমাজে এই বিষয় লইয়া বিশেষ তর্ক বিতর্ক চলিতেছে। বিধিবদ্ধ ও বিধিচ্যুত এই দুই প্রথার প্রধান প্রধান অঙ্গ লইয়া তুলনা করিলে দৃষ্ট হইবে যে, একটীর সহিত আর একটীর কোনক্রমেই ঐক্য হয় না, অর্থাৎ উভয়ের কার্য্য প্রণালী স্বতন্ত্র। বিধিবদ্ধ প্রদেশের নিয়মাবলী যেমন অপরিবর্ত্তনীয়, বিধিচ্যুত প্রদেশের নিয়মাবলী তেমন অপরিবর্ত্তনীয় নহে। বিধিবদ্ধ নিয়মাবলীর লিখিত প্রকৃতি কখনই পরিবর্ত্তিত হইবার নহে, উহা সর্ব্বদাই সমভাবে কার্য্যকারী হয়। কিন্তু বিধিচ্যুত প্রদেশের নিয়মাবলী আবশ্যকমত পরিবর্ত্তিত হইয়া ব্যবহৃত হইতে পারে। প্রথমোক্ত প্রথানুসারে বিচারপতি অর্থি ও প্রত্যার্থির স্ব স্ব অবস্থা বিশেষ রূপ অবগত হইয়া অখণ্ডনীয় রাজাজ্ঞা প্রতিপালন দ্বারা মকদ্দমার নিষ্পত্তি করিয়া থাকেন, তাঁহার নিজের কোনরূপ নূতন মতানুসারে কার্য্য করিবার অধিকার নাই। ব্যবস্থাগ্রন্থে যাহা লিখিত আছে তাহার অতিরিক্ত কিছু করিবার তাঁহার অধিকার নাই। ব্যবস্থাপকগণ যে সমস্ত নিয়ম করিয়া দিয়াছেন, তাঁহাকে সেই গুলির প্রতি অক্ষরের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য সম্পন্ন করিতে

হইবে। কিন্তু ভারতবর্ষের যে যে প্রদেশ বিধিচ্যুত বলিয়া বিখ্যাত, তথাকার বিচারপতি আইন অক্ষরে অক্ষরে প্রয়োগ না করিয়া তাহার প্রকৃত তাৎপর্য্য গ্রহণ করত ন্যায়ের সুবর্ণদণ্ড পরিচালন করেন। বিধিবদ্ধ প্রদেশের আইন যেমন দুর্ব্বোধ, জটিল, বিধিচ্যুত প্রদেশের কার্য্যবিধি আইন তদ্রূপ জটিল ও দুর্ব্বোধ নহে। তাহা অতি সহজে বোধগম্য হয় এবং যে যে প্রদেশে উহা প্রচলিত সেই সেই প্রদেশের প্রজাবর্গ উহার সবিশেষ মর্ম্ম সমস্ত অবগত আছে।

বিধিবদ্ধ প্রদেশের অধীনস্থ রাজকর্ম্মচারীগণ এবং প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট কালেক্টরেরাও গবর্ণমেণ্টে শাসন যন্ত্রের অংশমাত্র। তাঁহারা নিয়মের একান্ত বশবর্ত্তী। কিন্তু বিধিচ্যুত প্রদেশের ডেপুটি ও আসিষ্টাণ্ট কমিসনারগণ অপেক্ষাকৃত নিরপেক্ষ ও প্রজাদিগের ইষ্ট বা অনিষ্ট সাধনে অধিকতর ক্ষমতাশীল। বিধিবদ্ধ প্রদেশের শাসনকর্ত্তারা সামান্য বিদ্যা বুদ্ধি সম্পন্ন এবং মন্দ প্রকৃতির লোক হইলেও তাঁহাদিগের দ্বারা প্রজাগণের বিশেষ অনিষ্ট ঘটিবার আশঙ্কা অতীব অল্প। তাঁহারা গুণহীন, স্থূলবুদ্ধি সম্পন্ন হইলেও তাঁহাদিগের অযোগ্যতা বা অসদ্ব্যবহার শীঘ্র প্রকাশ হয় না। কিন্তু বিধিচ্যুত প্রদেশের বিচারক যদ্যপি সদাচারী ও বিশেষ বিদ্যা বুদ্ধি সম্পন্ন না হন, অথবা বিধিবদ্ধ প্রদেশের শাসনকর্ত্তার ন্যায় সামান্য বিদ্যা বুদ্ধি সম্পন্ন হন, তাহা হইলে তাঁহা দ্বারা অনেক প্রকার অনিষ্টোৎপত্তি হইয়া বিশেষ

বিশৃঙ্খলতা ঘটিবার সম্ভাবনা, এমন কি তিনি অমানুষ হইলে সমাজের বিশৃঙ্খলতার আর পরিসীমা থাকে না এবং তাঁহা দ্বারা না হয় এমন অনিষ্টই নাই। এমত অবস্থায় কর্তৃপক্ষীয় মহাত্মাগণ তাঁহাকে স্থানান্তরিত ভিন্ন আর গত্যন্তর দেখিতে পান না, সুতরাং তাঁহাকে স্থানান্তরিত করিয়া এই অনিষ্টাপাতের হস্ত হইতে প্রজাগণকে রক্ষা করেন। কিন্তু এই সকল ব্যক্তির কুৎসিত কার্য্য পরম্পরা কর্তৃপক্ষীয় ব্যক্তিগণের গোচর হইবার পূর্ব্বে ইহাঁরা যেরূপ অত্যাচার করিয়া প্রজাবর্গের নিকট স্বীয় কুৎসিত চরিত্রের পরিচয় প্রদানে দেশকে পাপাচারে প্লাবিত করিয়া আত্মতৃপ্তি সাধন করিতে থাকেন। বিধিচ্যুত প্রদেশের বিচারক অন্যায় পরায়ণ হইলে তিনি যেমন বিধিবদ্ধ প্রদেশের বিচারক অপেক্ষা অধিকতর বিপ্রবিপত্তির কারণ হইয়া উঠেন, অপর দিকে তেমন যদ্যপি তিনি বিজ্ঞ, কার্য্যদক্ষ, মনস্বী ও ধীশক্তি সম্পন্ন হন ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া কার্য্য নির্ব্বাহ করেন, সমাজের সুখ ইহাতে যত পরিমাণে বর্দ্ধিত হইবার সম্ভাবনা, তত দূর বিধিবদ্ধ প্রদেশের বিচারক কর্ত্তৃক হইতে পারে না। ইহার কারণ এই যে, বিধিচ্যুত প্রদেশের বিচারক অনেক পরিমাণে নিরপেক্ষ হইয়া স্বাধীন ভাবে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারেন। বিধিবদ্ধ প্রদেশের বিচারপতির সে প্রকার ক্ষমতা নাই। তাঁহার ক্ষমতা সসীম। সাঁওতাল প্রদেশের বর্ত্তমান অবস্থা যেরূপ,

তাহাতে ঐ প্রদেশের কার্যপ্রণালী বিধিবদ্ধ হইয়া, বিধিবদ্ধ প্রদেশের ব্যবস্থাবলীর ন্যায় প্রচলিত হইতে পারে।

সাঁওতালগণের বিদ্রোহাচরণ নিবৃত্তির নিমিত্ত সার আসলি ইডেন এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশের সূর্য্যোত্তাপ সহ্য করিয়া যে অপরিসীম শারিরীক ও মানসিক পরিশ্রম করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার স্বাস্থ্য বিকৃতভাব ধারণ করে, এবং তাহা প্রকৃতিস্থ করিবার জন্য তিনি বিশেষ ব্যগ্র হইয়া অবকাশ গ্রহণ পূর্ব্বক বায়ুসেবনার্থ মরিসস দ্বীপে গমন করেন। কিন্তু তথায় গমন করিয়াও তিনি পরিশ্রমের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হন নাই। তিনি উদারচেতা, তাঁহার মন ধর্ম্মভেদে বা বর্ণভেদের পক্ষপাতবিশিষ্ট ছিল না, তিনি সর্ব্ব প্রকার প্রজাকেই সমভাবে দর্শন করিতেন, তিনি বিদেশীয় কি স্বদেশীয়, কি বিধর্ম্মী, কি স্বধর্ম্মী যে ব্যক্তিই হউক না কেন তাহার দুঃখ দেখিয়া কখনই তিনি স্থির থাকিতে পারিতেন না। মরিসসের ক্রীয়োল প্লান্টারেরা ভারতবর্ষ হইতে কুলী আনয়ন করিয়া তাহাদিগের প্রতি যেরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহার করিতেন ইহাদিগের বিষয় উপস্থিত কর্তৃপক্ষীয় ব্যক্তিরা জানিয়াও যেন জানেন না এরূপ ভাবে কার্য্য করিতেন অর্থাৎ ইহাদিগের দুঃখ দূর করিতে তাঁহারা কোনরূপ কৃপাদৃষ্টিপাত করেন নাই। এই সাধু জন বিগর্হিত নৃশংস ব্যবহারের হস্ত হইতে দরিদ্র কুলিগণের মুক্তির নিমিত্ত সার আসলি ইডেন বিশেষ চেষ্টিত হইয়াছিলেন। নিঃসহায়, হতভাগ্য কুলিদিগের পক্ষ সমর্থনার্থ তিনি বদ্ধ পরিকর

হইলেন। "পাইওনিয়র" * নামক (ইংরাজগণের আদরণীয় এমন কি গবর্ণমেণ্টের মুখস্বরূপ) প্রসিদ্ধ সংবাদপত্রের সম্পাদক উক্ত পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন যে, মুরাট দ্বীপে "কোয়রানটাইন্" আচ্ছাদনে ভারতবর্ষীয় কুলিদিগের মধ্যে যে ভয়ানক হত্যাকাণ্ড সম্পন্ন হয়, এই সংবাদ মিষ্টার ইডেনের কর্ণগোচর হইবামাত্র তিনি প্রজ্জলিত হুতাশনের ন্যায় ক্রোধিত হইয়া উঠেন এবং "দ্বীপোম্ খাণ্টারদিগের" বিপক্ষে স্বকীয় সংবাদপত্রে লেখনী পরিচালন দ্বারা তাহাদিগকে বিপন্ন প্রায় করিয়া তুলেন। এবং তিনি কলিকাতায় আগমন করিয়া সুপ্রসিদ্ধ মনঃস্বী গবর্ণর জেনারেল লর্ড ক্যানিংএর নিকট এই নৃশংস ব্যাপার নিবারণ জন্য এক আবেদনপত্র প্রদান করিয়া উক্ত মহাত্মার নিকট হইতে এই আদেশ বাহির করিলেন যে, যে পর্য্যন্ত না "কলোনিয়াল" গবর্ণমেণ্ট এই নির্দ্দয় কার্য্য পুনরুত্থাপিত না হইবার কোন প্রকৃত প্রতিভূ প্রদান না করেন, সে পর্য্যন্ত মরিসস দ্বীপে কুলি প্রেরণ কার্য্য একেবারে রহিত থাকিবে।

১৮৫৬ খ্রীঃ অব্দে মিষ্টার ইডেন মরিসস দ্বীপ হইতে কলিকাতায় আগমন করিয়া বারাসতের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের

* এলাহাবাদ হইতে প্রকাশিত। এ, পি সিনেট ইহার বর্ত্তমান সম্পাদক।

পদে নিযুক্ত হইয়া তথায় গমন করেন। এবং তথায় ১৮৫৯ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত অবস্থিতি করেন, তৎপরে রেভিনিউ বোর্ডের (রাজস্ব বিভাগের) জুনিয়ার (কনিষ্ঠ) সেক্রেটরির পদে নিযুক্ত হন। তৎপরে ১৮৬০ খ্রীঃ কটকের মাজিষ্ট্রেটও কালেক্টরের পদে অভিষিক্ত হইয়া উড়িষ্যা গমন করেন। তাঁহাকে উড়িষ্যায় প্রেরণ করাতে তদানীন্তন অত্যাচারী, কৃষকগণের রক্তশোষক নীলকরগণের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করা হইয়াছিল। কারণ তিনি তৎকালে এ প্রদেশে থাকিলে দরিদ্র প্রজাগণ তাঁহাকে মনোবেদনা জ্ঞাপন করিয়া মনঃপীড়া দিতে ত্রুটি করিত না। তিনিও তাহাদিগের প্রদত্ত পীড়াতে পীড়িত হইয়া তাহার প্রতিকার বিধানার্থ তাঁহার অব্যর্থ লেখনী অবশ্য ধারণ করিতেন তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু নীলকরদিগকে লইয়া পরে যে ভয়ানক গোলযোগ উপস্থিত হয়, তৎসম্বন্ধে মিষ্টার ইডেনের কার্য্যকলাপ যে তৎসাময়িক লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর সার জে, পি, গ্রাণ্ট সাহেবের নিকট বিশেষ আদরের সহিত পরিগৃহীত হইয়াছিল তাহা আপামর সাধারণ কাহারও অবিদিত নাই।

মিষ্টার ইডেন যে যে প্রদেশের শাসনকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন তিনি সেই সেই প্রদেশের আমূল সমস্ত অবস্থা অবগত হইবার জন্য যে একান্ত মনে চেষ্টা করিতেন তাহা ইতিপূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। এই মহাত্মার জীবনী সবিশেষ মনোযোগের

সহিত পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, ইঁহার অন্তঃকরণ দুইটি প্রধান উদারতা গুণে বিশেষ অলঙ্কৃত ছিল। তাহার একটী এই—এতদ্দেশীয় সামাজিক দলে মিশ্রিত হইয়া তাহাদিগের আশা, প্রত্যাশা ও মনোগত ভাব সকল জ্ঞাত হওয়া। অপরটী—নিঃস্বার্থ প্রকৃতি ও পক্ষপাত শূন্য হইয়া সাধারণ প্রজাগণের প্রতি সমভাব প্রদর্শন। এইরূপে মিষ্টার ইডেনের ন্যায় শ্বেতকায় রাজকর্ম্মচারী অতি অল্প আছেন। তিনি শ্বেত ও কৃষ্ণ বর্ণের প্রভেদ বিস্মৃত হইয়া এক রাজার প্রজা বলিয়া সকলকেই সমভাবে গ্রহণ ও আদর করিতেন।

বর্ত্তমান সময়ে যদ্যপি এদেশীয় কোন ভদ্রলোক কোন সিভিলিয়নের সহিত সাক্ষাৎ করিতে অভিলাষী হইয়া তাঁহার দ্বারস্থ হন, তাহা হইলে তিনি সাহেবের ভ্রুকুটি ভিন্ন অন্য কোন অনুগ্রহের প্রত্যাশা করিতে পারেন না। সাহেব বাহাদুরের দৃঢ় সংস্কার আছে যে সাক্ষাৎ লাভার্থী কোন স্বার্থ সাধনোদ্দেশেই আমার দ্বারে উপস্থিত হইয়াছে। কখন কখন তাঁহার মনে এমনও অনুমিত হয়, এদেশীয়দিগকে নিকটে আসিতে দিলে তাঁহার ব্রিটিশ সম্ভ্রম ও গৌরবের খর্ব্বতা অথবা অবমাননা হইবে। এজন্য তিনি স্বীয় মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তর্জ্জনগর্জ্জনকারী অত্যুগ্র সংস্কারের বশীভূত হইয়া আগন্তুক ব্যক্তিকে দূর করিয়া দিয়া থাকেন।

মহারাণীর প্রজাবর্গের দুই সম্প্রদায় মধ্যে ইংরাজদিগের স্বাতন্ত্র্য ও পার্থক্য প্রিয়তাই যে উভয়ের বিচ্ছিন্নভাবের কারণ তাহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। আর কস্মিন্‌কালে যে ইহাদিগের উভয়ের আত্যন্তিক সদ্ভাব হইবে তাহার আশাও করা যাইতে পারে না। কারণ উভয়ের সম্বন্ধ এতদূর অন্তরীত যে উহাতে পরস্পর মিল হইতে পারে না। এক ব্যক্তি জেতা, অপর ব্যক্তি জিত, উভয়ের পরস্পর রাজা ও প্রজা সম্বন্ধ। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কোন রাজার অধিকারে কোন দেশ এক শত বৎসরের অধিক কাল থাকিলে সেই দেশের অধিবাসীদিগের রীতি, নীতি, আচার, ব্যবহার, ধর্ম্ম ও ভাষা রাজার ব্যবহৃত রীতি, নীতি, আচার, ব্যবহার, ধর্ম্ম ও ভাষায় পরিণত হয়। ইংরাজেরা এই ভারতবর্ষ ১২২ বৎসর গত হইতে চলিল অধিকার করিয়াছেন। যদিও অনেককে বাহ্যিক অনুকরণ প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া চলিতে দেখিতে পাওয়া যায় বটে; কিন্তু তত্রাপি যে এই দীর্ঘকালের মধ্যে ইহার আভ্যন্তরিক অবস্থার কিছুই পরিবর্ত্ত হয় নাই বলাও অসঙ্গত হয় না। মিষ্টার ইডেন শ্বেত কৃষ্ণবর্ণের প্রভেদ জ্ঞান না করিয়া এদেশীয়দিগের সহিত সদালাপ ও সদ্ব্যবহারদ্বারা ইহাদিগের প্রীতিভাজন হইয়া প্রাতঃস্মরণীয় হইয়াছেন। বিচক্ষণ ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন যে এদেশীয়গণ নিতান্ত রাজানুরক্ত, যদ্যপি রাজা বা রাজপ্রতিনিধি বা বিশেষ

ক্ষমতাপন্ন কোন শ্রদ্ধাস্পদ রাজকর্মচারী কোনরূপে ইহাদিগের প্রতি সদ্ব্যবহার করেন, অবিলম্বে তিনি তাহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞতা রূপ উপহার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সিপাহিবিদ্রোহের পর হইতে ব্রিটিশ প্রজাগণের সহিত সখ্য সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য মিষ্টার ইডেনই প্রধান উদ্‌যোগী। মহাত্মা ইডেন বঙ্গদেশের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন এই সংবাদ প্রজাগণের কর্ণগোচর হওয়াতে তাহারা আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইয়া একমনে ঈশ্বরের নিকট তাঁহার দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করিতে ক্রটী করে নাই।

মিষ্টার ইডেন যখন বারাসতে অবস্থান করেন তখন নীলকর দিগকে লইয়া বিশেষ হুলস্থুল পড়িয়া যায়। এই সময়ে তিনি তাঁহার অপক্ষপাতি ব্যবহার ও সত্যনিষ্ঠার জাজ্বল্যমান পরিচয় দেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সভ্যতা অভিমানী ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের আশ্রয়ে থাকিয়া বঙ্গদেশ যেরূপ ভয়ঙ্কর ঘটনাবলীর বিলাসভূমি হইয়াছিল, সেই ভূতপূর্ব্ব ঘটনাবলীর বিষয় বিবৃত করিয়া পাঠকগণের অন্তঃকরণে ভয় সঞ্চারিত করিতে আমাদিগের অভিলাষ নাই। অনেকে এ বিষয়ে কথঞ্চিৎ অবগত থাকিলেও থাকিতে পারেন। নীলকরগণের অত্যাচার এবং গবর্ণমেণ্টের অমনোযোগ হেতু বঙ্গবাসী প্রজাবর্গ যে কি শোচনীয় অবস্থায় অবস্থিত হইয়াছিল তাহা ব্যক্ত করা অনাবশ্যক বোধে আমরা ক্ষান্ত হইলাম।

এই সময়ে কতকগুলি সংবাদপত্রের সম্পাদক নীলকরগণের মুখস্বরূপ হইয়া তাঁহাদিগের অভিপ্রায় স্ব স্ব কাগজে লিপিবদ্ধ করিয়া বিলক্ষণ বাগ্‌বিতণ্ডায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সরল কথায় ইঁহাদিগের অভিপ্রায় এই যে, গবর্ণমেণ্ট নীলকরদিগের নিকট নানা বিষয়ে উপকৃত এজন্য তাঁহাদিগের অত্যাচার নিবারণের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীগণের চেষ্টা করা নিতান্ত অন্যায় ও অকৃতজ্ঞতার কার্য্য বলিয়া পরিগণিত করা যায়। এবং উক্ত সম্পাদকেরা বলেন যে, নীলকর মহাজনেরা বঙ্গদেশের ভূমির উর্ব্বরা শক্তি বৃদ্ধি করিয়াছেন, বঙ্গবাসী বালকগণের শিক্ষার নিমিত্ত স্থানে স্থানে পাঠশালা স্থাপন করিয়া দিয়াছেন, অকালে অচিকিৎসায় বঙ্গবাসী প্রজাগণ মৃত্যুমুখে পতিত না হয় এ নিমিত্ত স্থানে স্থানে দাতব্য ঔষধালয় সংস্থাপন করিয়া দিয়াছেন, এরূপ বঙ্গের হিতকারীগণ যদ্যপি আপনাদিগের কার্য্যোদ্ধারের নিমিত্ত কখন কখন প্রজাগণকে উৎপীড়ন এবং অবরুদ্ধ করিয়া যন্ত্রণা প্রদান পূর্ব্বক আপনাদিগের অভীষ্ট কার্য্য সম্পাদন করেন, তাহাতে গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীগণের দৃষ্টিপাত করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য কার্য্য। এইরূপ বিপত্তির সময় কোন কোন প্রজা নীলকরগণের অনুচিত অত্যাচার হইতে অব্যাহতি পাইবার উদ্দেশে কথঞ্চিৎ সাহসবান চেষ্টিত হওয়াতে উক্ত সম্পাদকগণের কর্ণে এই সমাচার পৌঁছিবামাত্র তাঁহারা

এক তানে বলিয়া উঠেন ইহারা রাজবিদ্রোহী তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। এরূপ ব্যক্তিগণকে রাজদ্বারে দণ্ডিত করিবার নিমিত্ত কতপ্রকার যুক্তিপূর্ণ উপদেশ সহ গবর্ণমেণ্টকে পরামর্শ দিয়া আপনাদিগের মত সমর্থনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। অনেক বিচারক এই সময়ে নীলকরগণের পক্ষ সমর্থন করিয়া দুঃখিত প্রজাগণকে পীড়ন করিতে ক্রটী করেন নাই। কোন প্রজা কোন নীলকুঠি হইতে টাকা কর্জ্জ লইলে তাহার সেই টাকা আদায়ের পরিবর্ত্তে নীলকরেরা তাহার ভূমিতে বলপ্রয়োগ করিয়া নীলবপন করিত। এ বিষয় প্রজাগণ রাজকর্ম্মচারীগণের নিকট রীতিমত অভিযোগ করিলে তাঁহারাও তাহাদিগের প্রতি কৃপাদৃষ্টি না করিয়া বা যথার্থ বিষয় না দেখিয়া নীলকরগণের সুবিধার্থ যাহা আদেশ করা কর্ত্তব্য তদনুরূপ আদেশ প্রদান করিতেন। যদ্যপি কোন নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারী এই অন্যায় নিয়মের বিরুদ্ধে লেখনী পরিচালনা পূর্ব্বক ইহার প্রতিবাদ করিতেন, উর্দ্ধতন পদাভিষিক্ত মহাত্মাগণ তাঁহাকে তাঁহার বিচারের জন্য রোদন করিয়া তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিতে আদেশ দিতেন। এমন কি বিচারপতিগণ স্বজাতি অনুরাগের বশবর্ত্তী হইয়া তৎকালে ন্যায্যের অবমাননা করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। আমরা ইতি-পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে আমরা এই সকল দুর্ঘটনার বিষয় সাধারণের গোচর করিয়া তাঁহাদিগকে ভীত ও বিষণ্ণ করিতে

ইচ্ছুক নহি। কিন্তু আমরা কেবল এইমাত্র বলিতে প্রস্তুত আছি যে, যখন সাধারণের মতের এরূপ দুর্গতি ও দেশের কর্তৃপক্ষীয় ব্যক্তিগণের এইরূপ মনোগত ভাব তাহাতে নিম্নপদস্থ কর্মচারী গণের স্ব স্ব মনোগত ভাব প্রকাশ করা কতদূর দুরূহ তাহা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি মাত্রেই সহজে অনুমান করিতে পারেন। এরূপ সময়ে সত্যের অনুগামী হইয়া নীলকরগণের বিপক্ষে বাক্য ব্যয় করিতে গেলে যে কতদূর বাক্পটুতা, দূরদর্শিতা ও সাবধানতার আবশ্যক তাহা সকলেই অনুমান করিতে পারেন।

যাঁহারা স্বাধীনভাবে রাজনীতিসম্বন্ধীয় প্রস্তাবাবলীর মীমাংসা করিতে সক্ষম ছিলেন, যাঁহাদের হৃদয় সাধারণের মতের এবং গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষে আপন আপন স্বাধীন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে কুণ্ঠিত হইতনা, যাঁহাদের নাম সাধারণের হিতের সহিত আত্ম-স্বার্থ-জ্ঞান সম্পূর্ণ বিভিন্ন দৃষ্ট হইত, যাঁহারা অবগত ছিলেন যে সাধারণের মতের পোষকতা ও সত্যের অনুগামী হইয়া কার্য্য করিলে নিজের অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা এরূপ প্রকৃতির ইংলণ্ডীয় রাজপুরুষগণেরও নিতান্ত অভাব ছিল না। যে সমস্ত লোকের অবাঙ্মুখী চেষ্টা, যত্ন ও অধ্যবসায়ের গুণে বঙ্গবাসী প্রজাগণ নীলকরগণের উৎপীড়ন হইতে নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হয়, সার আস্লি ইডেন তাঁহাদিগের মধ্যে সর্ব্বাগ্রগণ্য।

যে সকল ব্যক্তি নীলকরগণের অত্যাচার ও চাতুর্য্য দর্শনে স্থিরভাব অবলম্বন পূর্ব্বক তাঁহাদিগের কোন বিষয়ের পোষক না করিতেন না, যাঁহারা উচ্চপদারূঢ় রাজকর্ম্মচারীগণের অন্যায় বিচার দর্শন করিলে তাঁহাদিগের বিচারের প্রতিবাদ করিতে নিপক্ষ ভাবে দণ্ডায়মান হইতে ভীত হইতেন না, এরূপ অপক্ষ পাতী হিতৈষী সুহৃদগণের মধ্যে মিষ্টার ইডেন সর্ব্বপ্রধান; এই সকল গুণের নিমিত্ত বঙ্গবাসীগণের হৃদয়ে তাঁহার নাম চিরাঙ্কিত থাকিবে। অসাধারণ বীশক্তির সহিত তিনি প্রজাগণের পক্ষসমর্থন করিতে যেরূপ চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা দর্শনে তাঁহার বিপক্ষ প্রজাপীড়ক নীলকরেরাও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিল।

ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে যে, কোন প্রজা কোন নীলকুঠি হইতে টাকা ঋণগ্রহণ করিলে তাহার ভূমির উপর ঐ নীলকরেরা বলপ্রকাশ পূর্ব্বক নীল বপন করিত। এ বিষয় তৎকালীন অনেক প্রধান প্রধান রাজপুরুষগণের অনুমোদিত একটী বিধি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মিষ্টার ইডেন, সর্ব্বপ্রথমে এই ন্যায়-বিগর্হিত অসঙ্গত প্রথার প্রতিবাদ করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তাঁহার মতের সহিত কতিপয় [illegible] ঐক্য হয় নাই, তিনি মিষ্টার ইডেনের লিখিত প্রার্থনা নামঞ্জুর করেন। ইহাতে

তিনি কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ না হইয়া একখানি রূপকারী বাহির করিলেন। এই রূপকারীর মর্ম্ম এই ছিল যে, প্রজার নীলকুঠি হইতে অগ্রিম টাকা গ্রহণ করা বা নাকরা তাহাদিগের ইচ্ছার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। তাহারাই তাহাদিগের শ্রমের কর্ত্তা ও টাকার অধিকারী। যদি কোন প্রজা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া নীল চাষ করিবার জন্য নীলকুঠি হইতে টাকা লয়, আর সেই প্রতিজ্ঞানুযায়ী নীলচাষ না করে, তবে তাহার নিকট হইতে নীলকুঠির অধ্যক্ষ অন্য কোন রূপে ঐ টাকা আদায় করিতে পারিবেন না। তাঁহাকে দেওয়ানী আদালতে ঐ টাকার জন্য অভিযোগ করিয়া আদায় করিতে হইবে। ফৌজদারী আদালতের সহিত ইহার কোন প্রকার সংস্রবই নাই। যদ্যপি কোন নীলকর মহাজন প্রজাগণের নিকট হইতে ঐ টাকা আদায় করিবার জন্য বল প্রয়োগ করেন, তবে তিনি শান্তিরক্ষক পুলিসের নিকট দণ্ডনীয় হইবেন। নীলকরেরা যখন এই সমস্ত সমাচার প্রাপ্ত হইলেন, তখন তাহাদিগের রাগের আর ইয়ত্তা রহিল না। তাঁহারা একেবারে মিষ্টার ইডেনের উপর খড়্গহস্ত হইয়া উঠিলেন এবং তাঁহারা ইহাও বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, যদি মিষ্টার ইডেনের প্রণীত নিয়ম গবর্ণমেণ্টের অনুমোদিত হইয়া প্রচলিত হয়, তবে প্রজাদিগের জন্যও আর নীলচাষ স্থায়ী হইবে না। রূপকারীও বলবৎ করণে গবর্ণমেণ্টের

নিকট প্রদত্ত হইল। ইহা দেখিয়া নীলকরেরা ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া নদীয়ার কমিসনরের নিকট ঐ রূপকারী যাহাতে কার্য্যকর না হয় তজ্জন্য আবেদন করিলেন, এদিকে তাঁহাদের মুখস্বরূপ কতিপয় সংবাদ পত্রের সম্পাদক মিষ্টার ইডেনের রূপকারী যাহাতে কার্য্যে পরিণত না হয়, তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টিত হইয়া আপন আপন সংবাদ পত্রে আপন আপন অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অলসপ্রকৃতি নদীয়ার কমিসনার নীলকরদিগের পক্ষ সমর্থন করিয়া মিষ্টার ইডেনকে উক্ত রূপকারীর আদেশ রহিত করিতে অনুরোধ করিলেন। মিষ্টার ইডেন দেখিলেন, যদ্যপি তিনি নদীয়ার কমিসনারের অনুরোধ রক্ষা করেন, তবে সাধারণ প্রজাগণের মনে এই দৃঢ় সংস্কার জন্মিবে যে, ইংরাজেরা অনায়াসে নীচকার্য্যে লিপ্ত হইতে পারেন। এ নিমিত্ত তিনি যাহাতে নীলকরেরা জয়লাভ করিতে না পারেন, তজ্জন্য বিশেষ সচেষ্ট হইয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট এই জটিল প্রশ্নের মীমাংসার জন্য প্রস্তাব করিলেন। ১৮৫৯ খ্রীঃ অব্দে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ইহার প্রকৃত ন্যায়ানুযায়ী নিষ্পত্তি হয়। গবর্ণমেণ্ট যে মীমাংসা করিলেন, তাহা মিষ্টার ইডেনের মতের সম্পূর্ণ পরিপোষক। তিনি এই মীমাংসা সম্পাদনের পরেই তাঁহার নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারীগণকে গবর্ণমেণ্টের নিষ্পত্তি সম্বলিত একখানি পত্র লিখিয়া পাঠান, তাহা পাঠ করিয়া তাঁহার নিম্নস্থ জনৈক কর্ম্মচারী

পুলিষের কর্ম্মচারিগণের গোচরার্থ গবর্ণমেণ্টের ঐ নামাংশানুসারে এক (পরওয়ানা) বিজ্ঞাপনী প্রেরণ করেন। এই পরওয়ানার এইরূপ লিখিত হইয়াছিল—এতদ্দ্বারা সাধারণ প্রজাগণকে লিখিত হইতেছে যে, নদীয়ার কমিসনারের নিকট বাঙ্গলা দেশের লেপ্টনাণ্ট গবর্ণরের সেক্রেটরী ১৮৫৯ খ্রীঃ অব্দে ২১এ জুলাই তারিখে যে পত্র লিখিয়াছেন ঐ পত্রের মর্ম্ম অবগত হইয়া তিনি বারাসতের আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেটকে ১৮৫৯ খ্রীঃ অব্দের ১৭ই আগষ্ট যে পত্র লিখেন তাহার মর্ম্ম সাধারণের গোচরার্থ নিম্নে লিখিত হইল।—

"প্রজারা আপন আপন ভূমিতে শস্য রোপণ করিতে পারিবে, যদ্যপি তাহাদিগকে এ সম্বন্ধে কোন ব্যক্তি বা নীলকরগণ বাধা প্রদান করে, তবে পুলিশ তাহার তত্ত্বাবধান করিবেন। প্রজা নীল বপন করিতে অস্বীকার করিয়াছে বলিয়া তাহার অনীতে নীলকরগণ নীল বপন করিতে পারিবেন না। যদি কোন প্রজা নীল বপনের অঙ্গীকার পত্র স্বাক্ষর করিয়া তাহা ভঙ্গ করিয়া থাকে, তবে তাহার নামে নীলকর দাওয়ানী আদালতে অভিযোগ করিয়া তাহার ক্ষতি পুরণ করিয়া লইতে পারিবেন। ফৌজদারী আদালতের এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার নাই। কারণ প্রজাগণ নীল চাষের সপক্ষে ও বিপক্ষে অনেক আপত্তি উত্থাপন করিতে পারে।" এই বিজ্ঞাপনী সাধারণ জনগণের গোচর করিয়া প্রেরণ হইল।

নীল চাষ অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত 'ইণ্ডিগো কমিসন' নামে এক সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৬০ খ্রীঃ অব্দে এই সভার সভ্যেরা মিষ্টার ইডেনের নিকট নীলকরগণের আমূল বৃত্তান্ত অবগত হওয়ার জন্য তাঁহাকে আহ্বান করেন। তিনি উপস্থিত হইয়া সত্যনিষ্ঠার পরতন্ত্র হওত তাঁহাদিগের জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন সমূহের যে সদুত্তর প্রদান করেন, তাহাতে তাঁহার সত্যনিষ্ঠার বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। উক্ত সভাগণ কর্তৃক তাঁহাকে প্রথমে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়াছিল— প্রজারা স্ব স্ব ইচ্ছায় নীল চাষ করিয়া থাকে কি না, এ বিষয়ে তাঁহার অভিপ্রায় কি? তিনি মুক্তকণ্ঠে এই প্রশ্নের উত্তর দেন যে, যে সকল নীলকুঠির অধীনে চষ ভূমি আছে, তাহা ব্যতীত নীল কুঠির প্রজারা বল প্রেরিত হইয়াসূগ্রভূমিতে নীল বপন করিতে প্রবৃত্ত হয়। ফলতঃ নীল বপন তাহাদিগের মতের সম্পূর্ণ বিরোধী। কারণ নীল চাষ দ্বারা প্রজাগণের কিছুমাত্র লাভ হয় না। অতএব স্ব ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া কেহ আপনার ক্ষতি করিতে অগ্রসর হয় না। ইহা তাঁহার স্থির বিশ্বাস ছিল। যদ্যপি স্বেচ্ছা প্রবৃত্ত হইয়াই নীল চাষ করিতে যাইত, তাহা হইলে নীলকরগণের ব্যবসায় উত্তমরূপে চলিত, তাহারা কেনই বা প্রজার উপর [illegible] প্রকার অত্যাচরণ করিবে। নীলকরগণ ইহাও [illegible] করিয়াছেন যে, প্রজাগণ স্বেচ্ছা প্রবৃত্ত হইয়া যদ্যপি [illegible], তবে তাহারা কেনই বা

তাহাদিগের প্রতি কঠিন ব্যবহার করিবেন। প্রজারা তাঁহাদিগের নিকট হইতে নীল বপন করিয়া দিব এই প্রতিজ্ঞা করিয়া অগ্রিম টাকা গ্রহণ করে এবং যথাসময়ে কার্য্য সম্পন্ন করিয়া লইবার জন্য নীলকরগণ তাহাদিগকে উৎপীড়ন করিবার জন্য নানা প্রকার ভীষণ উপায় অবলম্বন করিয়া থাকেন। তাঁহারা প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া ভূমি ক্রয় করত তাহা প্রজাগণকে বসতি করিবার জন্য প্রদান করিয়াছিলেন, ইহাতে প্রজাগণ তাঁহাদিগের নিকট বিশেষ বাধ্য থাকিবে এবং প্রজা বলিয়া সাক্ষাৎ কিছু কিছু বলিতে পারিবে না ও তাহাদিগের দ্বারা নীলকরগণের অভীষ্টানুযায়ী কার্য্য হইবে ইহা তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য ছিল। তৎকালীন ঐ সকল প্রজারাও সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিল, তাহারা মনে করিত যে নীল বপন করিয়া দেওয়া তাহাদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্মের মধ্যে একটী। এইজন্য অজ্ঞতাবশতঃ তাহারা নীলকরগণের অত্যাচার সহ্য করিত। কিন্তু যখন তাহারা অবগত হইল যে, আইন অনুসারে তাহারা স্বেচ্ছাধীন, তখনই তাহারা নীল বপন করিতে নিরস্ত হইল।

"ইণ্ডিগো কমিশন" সভার পাঁচ জন সভ্যের মধ্যে মিষ্টার ফারগুসন্ নীলকরগণের পরম বন্ধু ও সপক্ষ ছিলেন। তিনি মিষ্টার ইডেনের প্রদত্ত উত্তরগুলি স্বীয় মতের বিপরীত ও অপ্রীতিকর বিবেচনা করিয়া, নানা প্রকার জটিল প্রশ্ন প্রয়োগ

হারা উত্তরের পরস্পর বিসম্বাদিতা প্রদর্শন নিমিত্ত তাঁহাকে উত্তরোত্তর পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। মিষ্টার ধীরওসনে, এই প্রশ্ন করিবার ফল, তাঁহাকে পরিণামে বিশেষ মনোবেদনা প্রদান করিয়াছিল। মিষ্টার ইডেনের উত্তর অসংলগ্ন হওয়া দূরে থাকুক বরং নীলকরদিগের জঘন্য ব্যবহার সকল আরও দৃঢ়রূপে প্রামাণিকৃত হইয়া গেল। যৎকালে মিষ্টার ইডেন ঐ সকল জটিল প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন, তখন তিনি কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হন নাই। কোন ব্যক্তির কোন বিষয়ে যাথার্থ্য জ্ঞান থাকিলে ঐ জ্ঞানবানকে বিশ্বাসচ্যুত করিয়া সেই বিষয়ের অসত্যতা প্রমাণ করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। মিষ্টার ধীরওসন এই অবস্থায় পতিত হইয়া ছিলেন।

মিষ্টার ইডেন সামাজিক কুসংস্কারের বশীভূত ছিলেন না। তিনি সামাজিক কুসংস্কার হইতে সর্ব্বদা স্বতন্ত্র থাকিতেন এবং কুসংস্কার অপনয়নার্থ স্বীয় অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে ত্রুটি করিতেন না। মফস্বল আদালত ও তাহার বিচারপতিগণের তৎকালে যেরূপ অবস্থা ছিল, তাহা সাধারণে সহজে অনুমান করিতে পারেন। এক সময়ে এই বিচারপতিগণের বিচার সম্বন্ধে একটী প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, তাহা এই—সকল বিচারপতির নিকট তাঁহাদিগের কোন স্বদেশীয় লোকের বিচার হইতে পারে কি, না? এই প্রশ্নের উত্তরে মিষ্টার ইডেন বলেন যে, সকল

প্রজাই রাজ সন্নিধানে সমতুল্য। ঐ আদালতে যাহাতে এদেশের প্রজাগণের বিচার হয় তাহাতে অবশ্যই ইউরোপীয় প্রজাগণেরও বিচার হইবে। তিনি বলেন যে কৃষ্ণবর্ণ ব্যক্তিগণের জন্য এক আদালত ও শ্বেতবর্ণের জন্য অপর এক আদালত থাকিবার আবশ্যকতা কি তাহা তিনি বুঝিতে পারেন না। গবর্ণমেন্টের কর্ম্মচারীগণের মধ্যে মিষ্টার ইডেন যেমন অসম সাহসিকতা সহকারে আপনার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতেন দুঃসময়ে কর্ত্তব্যানুরোধের বশবর্ত্তী হইয়া কোন ব্যক্তি পুরুষকেই এইরূপ দুঃসাহসিক উত্তর দান করিতে দেখা যায় নাই। অধিক কি বর্ণনা করিব উক্ত মহোদয়ের গুণগরিমার বিষয় বঙ্গদেশীয় কবিগণ সঙ্গীতচ্ছন্দে যাহা বর্ণনা করিয়াছেন তাহা বঙ্গ মহিলাগণ এক মনে গান করিয়া থাকেন।

১৮৬০ খ্রীঃ অব্দের শেষ ভাগে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের সহিত সিকিম গবর্ণমেন্টের কিঞ্চিৎ মনোবাদ লক্ষিত হয়, এই মনোবাদের কারণ এই যে, অনেক দিবস হইতে ব্রিটিশভূমির শেষসীমার প্রজাগণের ও পথিকগণের প্রতি অর্থলুণ্ঠন, প্রহার ও নানা প্রকার অত্যাচার হইয়া আসিতেছিল। এবং এই উপলক্ষে কতকগুলি ব্রিটিশ প্রজা সিকিমরাজকর্ত্তৃক ধৃত হইয়া দাসরূপে বিক্রীত বা বদ্ধ হয়। এই সংবাদ ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের গোচর হইবামাত্র তাঁহার ক্রোধ হুতাশনবৎ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল এবং সিকিম

পূর্ব্বোক্ত যে সকল ব্যক্তি কর্ত্তৃক এইরূপ বিগর্হিত কার্য্যানুষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহাদিগকে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট উপস্থিত করিয়া দিবার জন্য ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট সিকিম রাজ্যের কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের একটি অনুরোধ করিয়া পাঠান। এই সময়ে সিকিম রাজ্যের শাসন ভার নামগে নামক একজন কদাচারী, দুষ্ক্রিয়াশক্ত রাজমন্ত্রীর হস্তে ন্যস্ত ছিল। কারণ সিকিমরাজ ৮০ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া জীবনের অবশিষ্টাংশ সুখে অতিবাহিত করিবার জন্য রাজত্ব পরিত্যাগ করিয়া চম্বি নগরে বাস করিতেছিলেন। সুতরাং তৎকালে তাহার দুষ্টমতি, কুচক্রী, প্রজাদ্রোহী মন্ত্রী নামগে প্রকৃত রাজা হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি উদ্ধত স্বভাব প্রযুক্ত অনেক দিবস হইতে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতি অবজ্ঞাসূচক ব্যবহার করিয়া আসিতেছিলেন, আর তিনিই গবর্ণর জেনারেলের দারজিলিংস্থিত এজেণ্ট ক্যাম্বেল সাহেবকে ও ডাক্তার হুকার সাহেবকে ধৃত করাতে তাঁহার নাম সভ্যসমাজে বিলক্ষণ প্রকাশিত হইয়া পড়ে। তৎকৃত এই অত্যাচারের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক সিকিমের কিয়দংশ অধিকৃত হইয়া ব্রিটিশ রাজ্যভুক্ত হইল। আর অনেক দিবস পর্য্যন্ত ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে সিকিমরাজ যে বার্ষিক বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছিলেন, তাহা সেই অবধি একেবারে বন্ধ হইয়া গেল।

ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ১৮৬১ খ্রীঃ অব্দে সিকিমরাজ্যের প্রধান প্রধান অত্যাচারকারীগণকে দণ্ডপ্রদানার্থ সিকিমরাজকে অনুরোধ করেন, অত্যাচারকারীগণের মধ্যে সিকিম রাজমন্ত্রীর জামাতা সর্ব্ব প্রধান শ্রেণীভুক্ত ছিলেন, আর যে সকল ব্যক্তি ব্রিটিশ রাজ্যের সীমা হইতে অর্থ লুণ্ঠন করিয়া ও ব্রিটিশ প্রজাগণকে অবরুদ্ধ করিয়া লইয়া যায়, তাহারা উক্ত রাজমন্ত্রীর আবাস স্থানের নিকটেই বাস করিত। উক্ত মন্ত্রী ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের আদেশ প্রাপ্ত হইয়া দোষিদিগকে শাস্তি প্রদান অথবা অবরুদ্ধ ব্যক্তি-গণকে অব্যাহতি দিবার জন্য কোন চেষ্টাই করিলেন না।

১৮৬১ খ্রীঃ অব্দের ১ লা নবেম্বর বাঙ্গলার লেপ্টেনাণ্ট গব-র্ণরের আদেশানুসারে ডাক্তার ক্যাম্বেল ১৫০ জন এত-দ্দেশীয় ও কতকগুলি ইউরোপীয় সৈন্য সমভি-ব্যাহারে সিকিম জয় করিতে যাত্রা করেন এবং অনতিকাল মধ্যে তথায় উপস্থিত হয়েন। ব্রিটিশ সৈন্যগণ সিকিম রাজ্যে প্রবেশ করিবার সময়ে সিকিমবাসীগণ তাহাদিগের প্রতি কোনরূপ অসদ্ব্যবহার করে নাই, বরং তাহারা ইহা-দিগের প্রতি বিশেষ সদ্ভাব প্রদর্শন করিয়াছিল। সুতরাং সহ-জেই ক্যাম্বেল সাহেব কর্তৃক সিকিম রাজ্য অধিকৃত হইল। ক্যাম্বেল সাহেব যে এত অল্পসংখ্যক সৈন্য সমভিব্যাহারে সিকিম অধিকার করিতে গমন করিয়াছিলেন সেই সাহসের জন্য বিখ্যাত

ছিল না। তিনি জানিতেন ক্যাম্বেল সাহেবের সহিত বিস্তর সেনা আছে; কিন্তু যখন তিনি বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইলেন যে ক্যাম্বেল সাহেব-সমভিব্যাহারী সৈন্যের সংখ্যা নিতান্ত অল্প। তখন তিনি কতকগুলি ভুট সৈন্য সংগ্রহ করিয়া ক্যাম্বেল সাহেবের শিবির আক্রমণ করিলেন। কিন্তু ক্যাম্বেলের সৈন্য কর্তৃক অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তাহারা তাড়িত হইল। পর দিবসও নামগে পুনর্ব্বার ইংরাজ সৈন্যগণকে আক্রমণ করেন এবং পুনর্ব্বার তাড়িত হইয়া অবশেষে ৩০ এ নবেম্বর যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করেন। ক্যাম্বেল জয়লাভ করিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন বটে কিন্তু যুদ্ধের উপকরণ সামগ্রীর অভাব প্রযুক্ত জয়ের সম্পূর্ণ ফল ভোগ করিতে সক্ষম হন নাই। তিনি বিবেচনা করিলেন যদ্যপি বিপক্ষগণ পুনর্ব্বার আক্রমণ করে, তবে তাহাদিগকে প্রতিরোধ করিবার যথেষ্ট সামগ্রী উপস্থিত নাই। এই নিমিত্ত প্রত্যাগমন করা শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিয়া শিবির হইতে যাত্রা করিলেন। এই সময়ে সিকিমবাসীরা তাঁহার অনুসরণের নিমিত্ত কোন চেষ্টাই করে নাই, ক্যাম্বেলের সিকিম হইতে প্রস্থান সংবাদ রাজার নিকট পৌঁছিলে তিনি ইংরাজদিগের বিনাশ ও তাহাদিগকে দারজিলিং হইতে দূরীভূত করিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। সমস্ত সিকিমবাসী যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত হইয়া ব্রিটিশ সীমা

অতিক্রম পূর্ব্বক ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টাধিকৃত স্থানে নানা প্রকার দুঃসাহসিকতা সহকারে নিষ্ঠুরাচরণ করিতে লাগিল। যে সময় এই সমস্ত দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়, তৎকালে ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনারেল লর্ড ক্যানিং বায়ু সেবনোদ্দেশে উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে গমন করিয়াছিলেন; তিনি যখন শুনিলেন যে ক্যাম্বেল সিকিম হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন এবং লামাদের অত্যাচারে ব্রিটিশ অন্তঃসীমাস্থ প্রজাগণ উৎপীড়িত হইতেছে তখন তিনি স্থির করিলেন যে, সিকিম গবর্ণমেণ্টকে ন্যায় পথাবলম্বী করিতে হইলে ইংরাজশক্তির অভ্রান্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য। ইহা স্থির করিয়া কর্ণেল গরওয়ালাকে ২৬০০ সৈন্য সমভিব্যাহারে দারজিলিং হইতে সিকিম ও সম্ভবমত উহার রাজধানী পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে আজ্ঞা প্রদান করিলেন। আর এই সকল ব্যাপারের রাজনৈতিক কার্য্য সম্পাদনার্থে মান্যবর আসুলি ইডেন স্পেসিয়াল এজেণ্ট (দূত) নিযুক্ত হইলেন। এজেণ্টের কার্য্যকরণার্থ পশ্চাল্লিখিত কয়েকটী উপদেশ প্রদত্ত হইল। ১ম—সিকিম গবর্ণমেণ্টের কৃত পূর্ব্ব অত্যাচারের প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিতে হইবে। ২য়—ডাক্তার ক্যাম্বেলের সিকিম পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থানজন্য যে ইংরাজের বিপুল যশে কলঙ্করেখা অঙ্কিত হইয়াছে তাহা অপনীত করিতে হইবে। ৩য়—সিকিম রাজ্যের কর্ত্তৃপক্ষগণকে ইংরাজদিগের

পরাক্রম প্রদর্শন করিতে হইবে। ৪র্থ—রাজমন্ত্রী নামগেকে ইংরাজগণের হস্তে সমর্পণ করিতে হইবে অথবা তাহাকে পদচ্যুত করিয়া সিকিম প্রদেশ হইতে নির্বাসিত করিয়া দিতে হইবে। এই সকল কার্য্য পরম্পরার সহিত সিকিম রাজকে জানাইয়া দেওয়া হইবে যে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের কোন স্থলে দেশাধিকারের ইচ্ছা নাই।

১লা ফেব্রুয়ারি কর্ণেল গরওয়াল, মিষ্টার ইডেনের সমভিব্যাহারে সসৈন্যে দারজিলিং হইতে যাত্রা করিয়া মার্চ মাসের প্রথম দিনে সিকিমের রাজধানী তামলুঙে উপস্থিত হইলেন। পথিমধ্যে গমন সময়ে তাঁহারা যথেষ্ট কষ্ট প্রাপ্ত হন. তাঁহারা কখন নিবিড় অরণ্যময় বর্ব্বর জাতির বাস স্থান দিয়া কখন উন্নত কখন বা নিম্ন পর্ব্বত ও ভূমি অতিক্রম করিয়া, কখন বা সেতু বিহীন নদ নদীতে সন্তরণ প্রদান করত গমন করিয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বে সিকিমবাসীগণের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, তাহাদিগের দেশে বিদেশীগণের আগমন নিতান্ত কষ্টকর। এজন্য তাহাদিগের দেশ দুরাক্রম্য বলিয়া তাহারা মনে করিত। কিন্তু ইংরাজ সৈন্যের আগমন বার্ত্তা শ্রবণে তাহা অপনীত হইল। এবং কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া তাহারা কিয়ৎকাল স্থিরভাবে অবস্থিত রহিল ও অভ্যাগত ইংরাজসৈন্যগণের প্রতি কোন রূপ বিপক্ষাচরণ করিতে সাহসী হইল না। ১২ই মার্চ

ইংরাজসৈন্য ডামলুঙে প্রবেশ করিল। ১৩ই মার্চ মিষ্টার ইডেনের সহিত সিকিমাধিপতির সাক্ষাৎ হয়। এই উপলক্ষে তত্রত্য প্রধান প্রধান লামা, কাজী ও বহুসংখ্য লোক সমস্ত উপস্থিত ছিলেন। সিকিমাধিপতির সহিত ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের, যে সন্ধির প্রস্তাব হইয়াছিল, রাজমন্ত্রী নামগে স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করাতে তাহার বিশেষ সুবিধা হয়। মিষ্টার ইডেনের সহিত বৃদ্ধ সিকিমরাজের যে গোপনে সাক্ষাৎ হয়, তাহাতে রাজা মিষ্টার ইডেনের প্রস্তাবিত সমস্ত মতেই স্বীয় সম্মতি প্রদান করেন। অর্থাৎ ইংরাজদিগের সমস্ত দাবী দাওয়া তিনি পূরণ করিবেন ইহা স্থির হইল। ২৩এ মার্চ রাজভবনের সন্নিধানে সৈন্যগণের সমক্ষে এক সন্ধিপত্র পঠিত হয়, উহা ইংরাজ সৈন্যগণের বোধসৌকর্য্যার্থ ইংরাজীতে সিকিমবাসীগণের অবগতির জন্য ভুটভাষার পাঠ করিয়া শুনান হইল। ঐ সন্ধিপত্রের নকল সন্নিহিত নরপতিগণের গোচরার্থে প্রেরিত হইল এবং দেশীয় প্রধান প্রধান ব্যক্তি ও লামাগণকে এক একখানি ঐ সন্ধিপত্রের নকল প্রদত্ত হয়। এই সন্ধিপত্রের উদ্দেশ্য এই যে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত সিকিমাধিপতির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সংস্থাপিত করা, তাঁহাদের কৃত অতীত ক্রিয়া সমূহের প্রতিবিধান করা, ভবিষ্যতে সিকিমাধিপতির বন্ধুতা, নিজেদের প্রতি দৃঢ় মনোযোগ থাকা, এই সন্ধিপত্রের প্রধান উদ্দেশ্য

হইল। আর যে সমস্ত ব্রিটিস প্রজা সিকিমবাসীগণ কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ ছিল, তাহাদিগকে মুক্তি প্রদান করা, আর যাহাদিগের ধন সম্পত্তি বিলুণ্ঠিত হইয়াছিল, তাহাদিগের ক্ষতিপূরণ জন্য অংশদানের প্রস্তাব হইল। ক্যাম্বেলের প্রস্থান জনিত যে ক্ষতি হইয়াছিল, তাহা পূরণ করিবার বিষয় স্থির হইল। এই সন্ধি পত্রের মর্ম্মানুসারে বৈদেশীক বাণিজ্যব্যবসায়ীগণের সিকিম প্রবেশ দ্বার অবারিত করিয়া দেওয়া হইল। পথিক ও বণিকগণের যাতায়াতের পক্ষে যে যে বাধা ছিল তাহা দূরীকৃত হইল। ব্রিটিস সাম্রাজ্য এবং তিব্বত দেশের মধ্যে বাণিজ্য দ্রব্যাদি গতায়াতের নিমিত্ত যে কর সংগৃহীত হইত, তাহার পরিমাণ বর্দ্ধিত হইল। রাস্তা নির্ম্মাণ করিয়া সাধারণের নিরাপদে যাতায়াতের সদুপায় অনুষ্ঠিত হইল। সিকিম রাজমন্ত্রী নামগে নির্ব্বাসিত হওয়াতে বৃদ্ধ সিকিমরাজ তদীয় পুত্রকে রাজকার্য্যের ভার প্রদান করিয়া আপনি সুখে জীবনাতিবাহিত করিবার জন্য অবসর গ্রহণ করিলেন।

মিষ্টার ইডেন সিকিমাধিপতির সহিত এই সমস্ত বন্দোবস্ত করিতে গমন করিয়া, তাঁহার কার্য্যদক্ষতা, নম্রতা ও বিচক্ষণতার পরিচয়, তাঁহার উপরিতন কর্ম্মচারীগণের অভিপ্রায়ানুযায়ী যথেষ্ট পরিমাণে প্রদত্ত হইয়াছিল। গবর্ণর জেনেরল লর্ড ক্যানিং সিকিম অধিকার করিতে নিতান্ত অনিচ্ছুক ছিলেন, কারণ

সিকিম অধিকার করিলে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে চীনরাজার প্রা[illegible]শের দুর্দান্ত অধিবাসীগণের সংস্রবে থাকিতে হয়। এজন্যই তিনি এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন।

মিষ্টার ইডেন তাঁহার এই দৌত্যকার্য্যের ফলাফলের [illegible] রিপোর্ট গবর্ণমেণ্টে প্রেরণ করেন, তাহার মর্ম্ম এই “আমি যে সকল কার্য্য সম্পাদন করিবার নিমিত্ত আদিষ্ট হইয়াছিলাম, তাহার প্রত্যেকটীর প্রতিপালনের স্বীকৃতি আনি সিকিম অধিকার করিবার আমাদিগের আবশ্যক নাই, ইহা জ্ঞাপন করিলাম। আমার এই আশ্বাস বাক্য শ্রবণ করিয়াই সিকিমের পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশস্থ নরপতিগণ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করিতে বিরত ছিলেন। নেপাল, চীনরাজ্যের করদ প্রদেশ; তিব্বতও তদনুরূপ। সিকিম ও ভূটান এই রাজ্যদ্বয় তিব্বতের করদাশ্রিত সুতরাং চীন রাজ্যের করদ। যদ্যপি ঐ সমস্ত প্রদেশের রাজাগণ জানিতে পারিতেন যে আমরা সিকিম অধিকার করিব, তাহা হইলে তাঁহারা দলবদ্ধ হইয়া ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করিতেন তাহাতে সন্দেহ ছিল না।” এক্ষণে ইহাতে যে কি পরিণামে অনিষ্টপাত সংঘটিত হইত তাহা বর্ণনাতীত।

মিষ্টার ইডেনের সিকিমের দৌত্যকার্য্য শেষ হইল। তিনি পুনর্ব্বার বোর্ড অব রেভিনিউ অর্থাৎ রাজস্বপরিষদের সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত হইলেন, তাহার পর ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি

বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত হইলেন। ১৮৬৯ খ্রীঃ অব্দ হইতে ১৮৭১ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত এই কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া ব্রিটিশ ব্রহ্মদেশের প্রধান কমিসনরের পদে অভিষিক্ত ... বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত থাকিয়া তিনি ... দক্ষতার সহিত কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন, তদনুরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান পূর্ব্বক কার্য্য করিতে ইতিপূর্ব্বের কোন সেক্রেটারীকেই দেখা যায় নাই। তিনি স্বীয় ক্ষমতা বলেই সর ... সিসিল, বিডনের এবং তৎপরবর্ত্তী লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের বিশ্বাস পাত্র হইয়াছিলেন। কিন্তু সেই সময়কার লেপ্টানেণ্ট গবর্ণরগণের কার্য্য বিবরণ জন্য আমরা মিষ্টার ইডেনকে প্রশংসা অথবা দোষি বলিতে পারি না। আমরা এই মাত্র বলিতে পারি যে, তাঁহার তীক্ষ্ন ধীশক্তি গবর্ণমেণ্টের কার্য্যের পক্ষে হিত সাধন করিতে ত্রুটী করে নাই।

১৮৬৩ খ্রীঃ অব্দে মিষ্টার ইডেন স্পেশিয়াল এনভয় হইয়া ভুটান প্রদেশের দৌত্যকার্য্য সম্পাদনার্থ যাত্রা করেন। তাঁহার এই দৌত্যকার্য্য ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের পক্ষে বিশেষ হিতকর না হওয়াতে তাঁহাকে সকলে চতুর্দ্দিক হইতে আক্রমণ করে। তন্মধ্যে শ্রীরামপুরের সম্পাদক তাঁহাকে সর্ব্বাপেক্ষা নিষ্ঠুরতা সহকারে আক্রমণ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, মিষ্টার ইডেন সামাজিক প্রথার বিপক্ষে নির্ভীকতাকরণে স্বাধীন-

ভাবে নিজ অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে কখনই কুণ্ঠিত হন নাই এবং তিনি এই নিমিত্তই স্বদেশীয় অনেক ব্যক্তির বিরাগ ভাজন হন। উঁহারা ইতিপূর্ব্বে হইতেই তাঁহার প্রতি নিতান্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন, এমন কি তাঁহারা অনেকেই মিষ্টার ইডেনকে বিষনেত্রে দর্শন করিতেন। তাঁহারা তাঁহাকে নির্য্যাতন করিবার এই উপযুক্ত অবসর বিবেচনা করিয়া কটু বাক্য ব্যবহার করিতে ত্রুটী করেন নাই, এমন কি অনেকে তাঁহার চরিত্রের উপর দোষারোপ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। ১৮৬৫ খ্রীঃ অব্দে ভূটানের দৌত্যকার্য্য সম্বন্ধে যে বহু বুক প্রচারিত হইয়াছিল, তদ্দ্বারা সাধারণের আরোপিত কলঙ্কের হস্ত হইতে তিনি পরিত্রাণ প্রাপ্ত হন।

নিম্নলিখিত কয়েকটী কারণ বশতঃ ভূটানের দৌত্য কার্য্যের নিষ্ফলতা প্রতিপন্ন হইবে। ১ম—মিষ্টার ইডেন যে পরিমাণে সার জন লরেন্সের নিকট ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন আশা করিয়াছিলেন কার্য্যকালে সেই ক্ষমতা তত পরিমাণে প্রাপ্ত হন নাই। প্রকৃত পক্ষে বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহা উপলব্ধি হইবে যে ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের আন্তরিক অনুমোদনের অভাব ও ফরেন বিভাগের ভ্রান্তি হেতু ভূটানের কাগজ পত্রের চুম্বক করণ এবং স্বীয় ভুল ভূটানের দৌত্য কার্য্যের বিফলতা সম্বন্ধে আংশিক কারণ তাহাতে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই। লর্ড এলগিন মিষ্টার

ভূটানের সিকিমের দৌত্য কার্য্যতার সন্তোষ জনক ফল দর্শনেই তাঁহাকে ভুটানের দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া প্রেরণ করেন। কিন্তু যথার্থ পক্ষে বিচার করিতে গেলে তৎকালে গিবির ইডেন ব্যতীত এমত কোন উপযুক্ত পাত্র ছিলেন না যে তাঁহাকে ভুটানের দৌত্য কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার নিমিত্ত প্রেরণ করা যায়। দুঃখের বিষয় এই যে, তিনি যে গুরুতর উদ্দেশ্য সাধনোদ্দেশে আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে গেলে, রাজনৈতিক বুদ্ধি বিদ্যার ও কৌশলের যত প্রয়োজন হউক বা না হউক সৈনিকবলের অত্যন্ত আবশ্যকতা ছিল। ইতিপূর্ব্বে সিকিমের দৌত্যকার্য্যে যে সকল কৌশল অবলম্বিত হইয়াছিল তন্মধ্যে ব্রিটিশ সৈন্যগণের বন্দুক প্রদর্শনই উক্ত অভীষ্ট সাধনের প্রধান সহায় হয়। এতদ্ভিন্ন সিকিম প্রবেশ প্রণালী বদ্ধ থাকাতে ঐ প্রদেশীয়গণেরই সন্ধি স্থাপনের প্রবৃত্তি অধিক প্রবল ছিল, কিন্তু ভুটানের দৌত্যকার্য্য সম্বন্ধে ইহার বিপরীত লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল। ভুটানে ব্রিটিশসৈন্য প্রেরিত হয় নাই সুতরাং তথাকার অধিবাসীগণ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বল বীর্য্যের বিষয় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ থাকাতেই ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের আশানুরূপ ফল লাভ হয় নাই। এই সময় ভুটান রাজ্যে শাসনকার্য্য কতিপয় অজ্ঞ, অর্থলোলুপ, তস্করগণ দ্বারা সংসাধিত হইয়া আসিতেছিল, তাহারা রাজনীতি কাহাকে বলে স্বপ্নেও জানিত

না। অর্থ লুণ্ঠন ও বলাৎকার যাহাদিগের ব্যবস্থা ও ঔদার্য্যে পায় স্বদেশের হিত সাধন সম্বন্ধে যাহারা আস্থাশূন্য, প্রবঞ্চনা যাহাদিগের পৌরুষের স্থল, এরূপ ভূটানবাসীগণের নিকট ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট কি সম্মান প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করেন? এই প্রকৃতির লোকের সহিত মৈত্র ভাবে দৌত্যকার্য্য করিলে তাহাতে কি ফল লাভ হইবে, ইহা অতি সহজেই সকলে অনুমান করিতে পারিবেন।

১৭৭২ খ্রীঃ অব্দ হইতে ১৮৩৭ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত যতবার ভূটানে দূত প্রেরিত হইয়াছিল, তাহার কোন বারেই আশানুরূপ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই, ইহা অবগত থাকা সত্বেও পুনর্ব্বার যে তথায় দূত প্রেরিত হইয়াছিল ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। যে কার্য্যে বারম্বার অকৃতকার্য্য হওয়া যায়, তাহা হইতে মনুষ্যমাত্রেই বিরক্ত হইয়া থাকে। কিন্তু কি অভিপ্রায়ের বশবর্ত্তী হইয়াই যে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট এই মানহানিকর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে বিরত হন নাই তাহা আমরা সবিশেষ বুঝিতে পারিলাম না। তবে আমাদিগের সামান্য বুদ্ধিতে এই মাত্র উপলব্ধি হয় যে, অভীষ্ট সিদ্ধির নিমিত্ত বারম্বার চেষ্টা করিয়া বিফল হইলেও তাহার আশা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে।

মিষ্টার ইডেন যে সময় ভূটানের এজেন্সের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া গমন করিয়াছিলেন সেই প্রকারে তাহার প্রতিপালনার্থ

গবর্ণমেণ্ট হইতে নিম্ন লিখিত কয়েকটী উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছিল।

প্রথমতঃ। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টাধিকৃত ভূমিতে এবং সিকিম ও কুচবিহারের মধ্যবর্ত্তী স্থান সমূহে কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত ভুট জাতি কর্ত্তৃক যে অত্যাচার হইয়া আসিতেছে, তাহা হইতে প্রজাগণকে মুক্ত করিবার নিমিত্ত ব্রিটিশ ও ভুটান গবর্ণমেন্টের বিশেষ মনোযোগ করা কর্ত্তব্য। আর ইহাও বিবেচনা করা উচিত যে ভুটান গবর্ণমেন্টের সহিত ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের যেরূপ সম্বন্ধ, তাহাতে ভুটান গবর্ণমেণ্ট ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত মিলিত হইয়া ভুটগণের দৌরাত্ম্য হইতে ব্রিটিশ প্রজাগণকে রক্ষা করিলে তাঁহাদিগের সম্বন্ধ পূর্ব্বাপেক্ষা বর্দ্ধিত হইবে এবং পরস্পরের এইরূপে সম্বন্ধ বর্দ্ধিত করা কর্ত্তব্য। আপনাকে এই সকল অভিপ্রায় সম্পাদনার্থ মান্যবর গবর্ণর জেনারল বাহাদুর আগামী শীতকালে ভুটান রাজদরবারে দূত স্বরূপ প্রেরণ করিতে মনস্থ করিয়া এ সম্বন্ধে মহাশয়কেই মনোনীত করিয়াছেন। যখন এই সকল কার্য্য বর্দ্ধিত হইবে তখন দেব ও ধর্ম্মরাজকে পত্র লেখা যাইবে। ভুটান রাজ্যে গমন সম্বন্ধীয় আদেশ পত্রের অবিকল নকল বঙ্গদেশের লেপ্টেনান্ট গবর্ণর বাহাদুরের নিকট হইতে আপনি প্রাপ্ত হইবেন। সেই সময় সমভিব্যাহারে ভুট রাজ্যে গমন করিলে তত্রত্য রাজাগণকে আর আপনার অপর পরিচয় প্রদান

করিতে হইবে না। ভুটান দেশ সম্বন্ধে অপর যদি কিছু জ্ঞাত হইবার ইচ্ছা হয় তবে আপনি বঙ্গদেশের লেপ্টনান্ট গবর্ণর বাহাদুরকে আপনার জ্ঞাতব্য বিষয় সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবা মাত্র তিনি আপনাকে তাহার সন্তোষজনক উত্তর প্রদান করিবেন। দৌত্যকার্য্যের উদ্দেশ্য সাধনার্থ আপনাকে নিম্নলিখিত কয়েক পংক্তির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে হইবে। আর ইহা ব্যতীত অপরাপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে আপনার বুদ্ধি অনুসারে যাহা করা কর্ত্তব্য তাহা করিবেন।

দ্বিতীয়তঃ। ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের বর্ত্তমানাধিকৃত আম্বারি ফালাকোটা অধিকার করিবার কারণও তাহার রাজস্ব অনাদায় থাকিবার হেতু, ভুটানরাজকে সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে বুঝাইয়া দেওয়া আপনার সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। আপনি ইহাও ভুটানাধিপতিকে বলিবেন যে, ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের দাবি দাওয়া পূরণ না করাতেই উক্ত দেশ ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত হইয়াছে। উক্ত দাবী দাওয়া পূরণ করিলে ঐ দেশ ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের অধিকারভুক্ত রাখিতে অভিলাষ নাই। আর যে সকল ব্যক্তির সর্ব্বস্ব ইতিপূর্ব্বে ভুট জাতি কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছে তাহা তাহাদিগকে প্রতি প্রদান করা এবং যে সকল ব্যক্তিকে ভুটিয়া বন্দীর ন্যায় অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, তাহাদিগকে মুক্তি দান করা প্রভৃতির বিষয় আপনি ভুটান রাজের নিকট প্রার্থনা

করিবেন। বঙ্গদেশের লেপ্টনান্ট গবর্ণরের অবগতির জন্য ঐ অপহৃত দ্রব্য সমূহের মূল্য সংখ্যা ও বন্দীগণের নামের তালিকা প্রেরণ করিবেন।

তৃতীয়তঃ। যদ্যপি ভূটানরাজ ঐ ক্ষতিপূরণ ও বন্দীগণের মুক্তিপ্রদান বিষয়ে অস্বীকার করেন, তবে তাঁহাকে আম্বারি ফালাকোটার আশা পরিত্যাগ করিতে হইবে; উহা ব্রিটিস গবর্ণমেন্ট কখনই পরিত্যাগ করিবেন না। যদ্যপি ভূটান গবর্ণমেন্টের প্রজাগণ ব্রিটিস অধিকারে প্রবেশ করিয়া কোন রূপ অনিষ্ট করে তবে ভূটান গবর্ণমেন্ট তাহার প্রকৃত দণ্ড বিধান ও সেই ক্ষতি পূরণ করিলে, যত দিন ব্রিটিস গবর্ণমেন্ট আম্বারি ও ফালাকোটার কর্তৃত্ব করিবেন তত দিন বাৎসরিক ২০০০ টাকা অথবা উক্ত প্রদেশোৎপন্ন রাজস্বের এক তৃতীয়াংশ ভূটান গবর্ণমেন্টকে প্রদান করিবেন।

চতুর্থতঃ। আপনি ভূটান রাজার অসন্তোষের কারণ অনুসন্ধান করিলে অবগত হইবেন যে, ব্রিটিস প্রজা ও কুচবিহারনিবাসীগণানুষ্ঠিত অত্যাচার ব্যতীত তাঁহার অসন্তোষের অন্যবিধ কোন হেতু নাই, এ সম্বন্ধে আপনি বঙ্গদেশের লেপ্টনান্ট গবর্ণরের যে সমস্ত পত্র প্রাপ্ত হইবেন, তাহা পাঠে সবিশেষ জ্ঞাত হইতে পারিবেন। আর দেব ও ধর্ম্মরাজকে এই অনুরোধ করিবেন যে, তাঁহারা ঐ সমস্ত অত্যাচারের বিষয়

বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া তাহার বিবরণ লিখিয়া ব্রিটিস গবর্ণমেন্টের নিকট প্রেরণ করেন এবং যদ্যপি ভুটান গবর্ণমেন্ট স্বয়ং তাহার প্রতিবিধান করিতে পারেন তবে তাহা করিবেন।

পঞ্চমতঃ। আপনি অবগত আছেন যে ভুটান রাজের সহিত ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের বিশেষ সদ্ভাব কখন হইতে পারে না, উভয়ের ব্যবস্থা প্রণালী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র; ব্রিটিস শাসন প্রণালী নিয়মবদ্ধ আর ভুটান শাসন প্রণালী যথেচ্ছ, এরূপ অবস্থায় ব্রিটিস প্রজা ভুটান রাজ্যে বা ভুটান প্রজা ব্রিটিস রাজ্যে কোন অপরাধে অপরাধি হইলে আপনি বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক দোষিকে ভুটান রাজের নিকট বিচারার্থ সমর্পণ বা স্বয়ং তাহার বিচার কার্য্য প্রভৃতি বিশেষ সতর্কতার সহিত সম্পন্ন করিবেন। আর ইহাও আপনি জ্ঞাত আছেন যে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের দণ্ড বিধি আইন ১৮৫৪ খ্রীঃ অব্দের সাত আইনে সংকীর্ণাবস্থায় অবস্থিত হইয়াছে। আর ভুটান রাজের দণ্ড বিধান ব্যবস্থা কোন রূপ সীমাবদ্ধ নহে ইহা স্মরণ রাখিয়া কার্য্য করিবেন।

ষষ্ঠতঃ। যে সমস্ত অপরাধে অপরাধী হইলে দোষিকে সমর্পণ করা কর্ত্তব্য তাহার বিষয় ১৮৫৪ খ্রীঃঅব্দের ৭ আইনে নির্দ্দেশ করা গিয়াছে; আপনি তদনুসারে কার্য্য করিবেন। কোন ব্রিটিস প্রজা বিশেষ গুরুতর অপরাধ

করিয়া পলায়ন পূর্ব্বক ভুটানরাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলে, যদ্যপি ভুটরাজ তাহাকে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রদান করেন তবে ভুট দেশীয় যে সকল দোষিপ্রজা ব্রিটিস রাজ্যে আশ্রয় লইয়াছে তাহাদিগকে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট ভুটরাজকে প্রদান করিতে প্রস্তুত আছেন। আর ঐ আইন প্রচলিত হইবার পরে যদ্যপি কোন ভুট প্রজা ব্রিটিস রাজ্যে বাস করতঃ কোন দোষে দোষি বলিয়া সাব্যস্ত হয়, তবে তাহাকে ব্রিটিস বিচারালয়ে উপস্থিত করা সম্বন্ধীয় আদেশ ভুটরাজের অনুমোদিত করিয়া লইতে পারিলে বড় উত্তম হয়। অপক্ষপাতী ব্রিটিস শাসন প্রণালীর বিষয় ভুট রাজের গোচর করিয়া পূর্ব্বোক্ত বিষয় তাঁহার দ্বারা অনুমোদিত করাইতে পারিলে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট আপনার প্রতি যথেষ্ট সন্তুষ্ট হইবেন।

১৮৬১ খ্রীঃঅব্দের সন্ধিপত্রের লিখিত সপ্তদশ ধারানুসারে সিকিমপতি তাঁহার রাজত্বের পার্শ্ববর্ত্তী রাজাগণের প্রতি কোন রূপ অত্যাচার করিবেন না ইহা স্বীকার করিয়াছেন, আর ঐ সমস্ত রাজার সহিত কোন কারণে বিবাদ উপস্থিত হইলে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট মধ্যস্থ হইয়া তাহার মীমাংসা করিয়া দিবেন ইহাও তিনি প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। কুচবিহারের অধিপতি তাঁহার প্রতিজ্ঞানুসারে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের

অধীন, তিনি ব্রিটিস গবর্ণমেন্টের সম্মতি ব্যতীত বিবাদ বিসম্বাদে কখনই প্রবৃত্ত হইতে শক্ত নহেন। ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের আশ্রিত সিকিম ও কুচবিহার ভুটান গবর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক আক্রমিত হইলে নিতান্ত ব্রিটিস গবর্ণমেন্টের অমিত্রের কার্য্য করা হয়, ইহা আপনি ভুটান রাজকে বুঝাইয়া দিবেন। যদ্যপি সিকিম ও কুচবিহারের রাজাদ্বয়ের সহিত ভুটান গবর্ণমেন্টের কোন বিবাদের কারণ থাকে তাহা ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের গোচর করিবামাত্র তিনি তাহার যথার্থ মীমাংসা করিয়া দিবেন। আপনি এই দৌত্য কার্য্যের ফলাফল সন্ধিপত্রের অবয়বে নির্দ্দেশ করিতে চেষ্টিত হইবেন। আপনাকে গবর্ণর জেনেরেল বাহাদুর যেরূপ নিয়মে সন্ধিস্থাপনের প্রস্তাব করিতে আদেশ করিয়াছেন, তাহার পাণ্ডুলিপি এই পত্র সহ প্রেরিত হইল। আপনি এই পত্রের মর্ম্মানুসারে প্রধান প্রধান কার্য্য গুলি সম্পন্ন করিবেন, আর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্য আপনার বুদ্ধি বিচক্ষণতানুসারে ব্রিটিস গবর্ণমেন্টের স্বার্থ রক্ষা করিয়া সম্পন্ন করিবেন।

এই রূপে মিষ্টার ইডেনের কার্য্য প্রণালী সংকীর্ণ সীমায় নির্দ্দিষ্ট হইল। তিনি যে কার্য্য সম্পন্ন করিবার ভার গ্রহণ করিলেন তাহাতে যদ্যপি কৃত কার্য্য হইতে না পারেন, তবে ব্রিটিস গবর্ণমেন্টের নিকট অবিলম্বে তাঁহাকে যে পরিমাণে

সম্মানের সহিত গ্রহণ করা হইবে না ব্রিটিস গবর্ণমেন্ট কর্তৃক অসন্তোষের চিহ্ন প্রদর্শিত হইবে তাহা সমস্তই উক্ত পত্রে স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। তিনি ইহাও জানিতেন যে তাঁহাকে যে সময়ে আদেশানুসারে কার্য্য করিতে ব্রিটিস গবর্ণমেন্ট আদেশ করিয়াছেন তাহার কোন অংশের অন্যথা করিয়া কার্য্য করিবার ক্ষমতা তাহার নাই ইহা তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। উল্লেখিত আদেশ সমূহ কতদূর সঙ্গত ও কতদূর অসঙ্গত তাহা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিমাত্রেই অনুমান করিতে সক্ষম হইবেন। কিন্তু ব্রিটিস গবর্ণমেন্ট যদ্যপি সংকীর্ণ নিয়মাবলীর অধীন না করিয়া কেবল দৌত্যকার্য্য করিবার জন্য মিষ্টার ইডেনকে প্রেরণ করিতেন, তাহা হইলে তিনি স্বীয় বিচক্ষণতাবলে অবশ্যই এই অকৃত কার্য্য কারিতা রূপ কলঙ্কের হস্ত হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইতেন তাহাতে সন্দেহ নাই। যখন তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন যে ভুটান রাজের নিকট তিনি সম্মানের সহিত পরিগৃহীত হইবেন না তখন তাঁহার পুনাখা পর্য্যন্ত গমন করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য হইয়াছিল এবং এই নিমিত্তই ব্রিটিস গবর্ণমেন্ট তাঁহার প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করেন। ব্রিটিস গবর্ণমেন্টে মিষ্টার ইডেনের উপর অসন্তুষ্ট হইয়াছেন এই সংবাদ তাঁহার শত্রুগণ অবগত হইবা মাত্র চতুর্দ্দিক্ হইতে তাঁহার দোষোদ্ঘাটনে

প্রবৃত্ত হইলো। মিষ্টার ইডেন যেরূপ নিয়মের সন্ধিপত্র স্বাক্ষর নিমিত্ত ভুটানে প্রেরিত হইয়াছিলেন সেইরূপ সন্ধিপত্রে বিশেষ হীন বীর্য্য ও শত্রু কর্তৃক পরাজিত ব্যক্তি ভিন্ন অপর কেহ স্বাক্ষর করিতে সম্মত হইতে পারে না। ভুটান রাজ এরূপ হীনবল ছিলেন না যে, তিনি ব্রিটিস গবর্ণমেন্টের বল, বিক্রম দর্শনে ভীত হইয়া তাঁহাদিগের প্রস্তাবিত মতানুসারে সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিবেন। কি বিচক্ষণতা সহকারে রাজনীতির পর্য্যালোচনার জন্যই যে এই দৌত্য কার্য্যের বিষয় অনুষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা বলা যায় না। কিন্তু এই দৌত্য কার্য্য করিতে গিয়া মিষ্টার ইডেনকে যে যে বিপত্তির হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইয়াছে তাহা সবিশেষ লিখিত হইতেছে।

[illegible] খ্রীঃ অব্দের নবেম্বর মাসের প্রথম ভাগে মিষ্টার ইডেন দার্জিলিং উপস্থিত হইয়া দৌত্যকার্য্যোপযুক্ত দ্রব্যাদি সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়া তাহার আয়োজন করিতে লাগিলেন। ইতিপূর্ব্বে ধর্ম্মরাজের নিকট ব্রিটিস গবর্ণমেন্ট এক পত্র লিখিয়া ছিলেন, তাহার কোন উত্তর প্রাপ্ত না হওয়াতে মিষ্টার ইডেন পুনর্ব্বার ঐ পত্রের মর্ম্মানুসারে ধর্ম্মরাজকে এক খানি পত্র লিখিলেন। তাহাতে দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া তিনি ভুটানে গমন করিবার নিমিত্ত দার্জিলিং

আসিয়া উপনীত হইয়াছেন এ বিষয় ভুটান রাজ্যের কর্তৃ-
পক্ষীয়গণের গোচরার্থ লিখিয়া পাঠাইলেন। তিনি ইহাও
লিখিয়া পাঠান যে, তাঁহার সহিত কর্তৃপক্ষীয়েরা সীমান্ত
প্রদেশে সাক্ষাৎ পূর্ব্বক তাঁহার সমভিব্যাহারী শিবির প্রভৃতি
সামগ্রী লইয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত থাকেন। এই পত্র
প্রেরণ করিবার অব্যবহিত কাল পরেই তিনি জানিতে
পারিলেন যে, ভুটান রাজ্য সর্ব্ববাদী সম্মত কোন শাসন
প্রণালীর বা যথেচ্ছাচার প্রণালীর নিয়মানুসারে চালিত
হয় না। আবার তাহাতে এই সময়ে কতকগুলি প্রজা এক
মত হইয়া পুরাতন রাজাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া নূতন
এক ব্যক্তিকে রাজপদাভিষিক্ত করিয়াছে। আর কতগুলি
প্রজা পূর্ব্বতন রাজার পক্ষ অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে সিংহা-
সনারূঢ় করিতে সচেষ্ট হইয়াছে। ফলতঃ এই ঘটনাদ্
দ্বারা ভুটান রাজ্যে তৎকালীন বিলক্ষণ গোলযোগ উপস্থিত
হইয়াছিল। এমন সময়ে দৌত্যকার্য্য সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত
তথায় গমন করিলে যে ফল উৎপন্ন হইবে তাহা পূর্ব্বেই
অনুমিত হইয়াছে। মিষ্টার ইডেন এই সমস্ত ঘটনা গবর্ণ-
মেণ্টের গোচরার্থ লিখিয়া পাঠাইলেন। গবর্ণমেণ্টের নিকট
হইতে অবিলম্বেই মিষ্টার ইডেনের প্রত্যুত্তর আসিল, তাহাতে
এইরূপ লিখিত ছিল; "দৌত্যকার্য্যের এই উপযুক্ত অব-

পর। যে নূতন রাজা সিংহাসনে উপবেশন করিয়াছেন, তিনি ইংরাজ গবর্ণমেন্টের সহিত সখ্য ব্যবহারে সংশ্লিষ্ট হইতে কুণ্ঠিত হইবেন না বোধ হয়, কারণ তাহা হইলে তাঁহার পক্ষ অপর পক্ষ হইতে বলবান্ হইবে; তিনি এরূপ অনুমান করিয়া সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিতে সম্মত হইতে পারেন।" মিষ্টার ইডেন এই আদেশ প্রাপ্তি মাত্র ভুটান অভিমুখে যাত্রা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার সমভিব্যাহারী দ্রব্যাদি বহন নিমিত্ত কুলির আবশ্যক হওয়াতে তিনি দার্জিলিং কোর্টের সুপ্রা-কে তীস্তা নদীতীরের লোক পাঠাইতে লিখিলেন।

তৎকালে ভুট জাতীয় নিষ্ঠুর ব্যবহার ও বিশ্বাসঘাতকতা এরূপ প্রবল ছিল যে কোন ক্রমেই কুলিরা ভুটানে যাইতে সম্মত হইল না। বিশেষতঃ যে সুবার প্রতি কুলি সংগ্রহের আজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছিল, সে ভুট জাতীয় তাহার বাসস্থান সিকিম সীমার অন্তর্গত ছিল। সুতরাং তাহার প্রস্তাবনায় কোন কুলিই সম্মত হইল না। ইডেন সিকিম হইতে ভুটানাভিমুখে গমন করিবেন ইহা অবগত হইয়া সিকিমাধিপতির চিবুলামা নামক একজন দেওয়ান তাঁহার সমভিব্যাহারে ভুটানে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন। উক্ত দেওয়ান কর্ত্তৃক কতকগুলি কুলি সংগৃহীত হইয়া দ্রব্যাদি অগ্রে তীস্তা নদীতীরে প্রেরিত হইল। মিষ্টার ইডেন এবং আনুষঙ্গি

দারজিলিং পরিত্যাগ করিয়া সহচরগণ সমভিব্যাহারে তীস্তা নদীতীরে উপস্থিত হইলেন। দারজিলিং হইতে এই তীস্তা নদী ৩০ মাইল অন্তরে প্রবাহিত হইতেছে। এই স্থান হইতেই মিষ্টার ইডেনের ও সঙ্গীগণের কষ্টের সূত্রপাত হয়। লেপ্চা বাহক কুলিরা তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া দলে দলে গমন করিতে লাগিল। ভুটান গবর্ণমেন্ট এই সুগভীর বেগবতী নদী উত্তরণ সুবিধার জন্য কোনরূপ বন্দোবস্ত না করাতে মিষ্টার ইডেন অতি কষ্টে ও বিলম্বে পর পারে উত্তীর্ণ হইয়া কালীম পুনাকগ্রামে উপস্থিত হইলেন।

ইতিপূর্ব্বে কুলিগণ দ্রব্যাদি পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করাতে ঐ সকল দ্রব্য বিশৃঙ্খলাবস্থায় পতিত থাকে, তাহা সংগ্রহ ও কুলি সংগ্রহ করিতে এক দিবস অতিবাহিত হইল। তথা হইতে পার্ব্বত্য পথ অবলম্বন করিয়া ও পথিমধ্যে ভুটান রাজের অনুচর কর্ম্মচারীগণের প্রদত্ত বিবিধ বাধা অতিক্রম করিয়া তিনি অতিকষ্টে ডালিংকোটে উপস্থিত হইলেন। ডালিং কোটের সুবেদার, জমাদার ও সুব্বা প্রভৃতির লোক ছিলেন, তিনি কোথায় মিষ্টার ইডেনের আতিথ্য সৎকার করিবেন না তিনি, তাহার সমভিব্যাহারী ব্যক্তিগণের প্রতি যাহাতে দুর্ব্যবহার হয় তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

[illegible] মিষ্টার ইডেন একাকী ডালিংকোটে অবস্থান করেন এবং

কালে দেবরাজের নিকট হইতে একখানি পত্র প্রাপ্ত হন। ঐ পত্রে এইরূপ লিখিত ছিল—"তাঁহার আগমনের উদ্দেশ্য জংপেনকে জানাইলে জংপেন দেবরাজের সহিত সাক্ষাৎ করিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন।" মিষ্টার ইডেন এই পত্রের সার মর্ম্ম অবগত হইয়া বলিয়াছিলেন, "ভুটান গবর্ণমেণ্ট যদ্যপি আমাকে গ্রহণ করিতে অসম্মত হন, আর ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতি তাঁহার যে যে কারণে অসন্তোষ জন্মে তাহা মীমাংসা করিয়া না লন, তাহা হইলে আমি তাঁহাদের অনিচ্ছার বিষয় অবিলম্বে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের গোচর করিব। তাহা হইলে এই দৌত্যকার্য্যের অভীষ্ট অন্য উপায়ে সাধিত হইবে। জংপেনের এই দৌত্য কার্য্যে বাধা প্রদান করিতে ইচ্ছা ছিল না, কারণ তাঁহাকে ভুটানাধিপতি এই সম্বন্ধে কোন আদেশই করেন নাই যে, তিনি মিষ্টার ইডেনের বিপক্ষে কোনরূপ কার্য্য করিবেন, বিশেষতঃ এই দৌত্যকার্য্য সফল হইলে তাঁহার লাভ ভিন্ন ক্ষতির সম্ভাবনা ছিল না, [illegible] তিনি ইহার উন্নতির চেষ্টা করিলে সাহেব [illegible] গবর্ণমেণ্টের প্রীতি-ভাজন হন এই জন্য তাঁহার মনে আকাঙ্ক্ষা ছিল। এই সময় মিষ্টার ইডেন এরূপ অনুমান করিয়াছিলেন যে, জংপেনের সাহায্য ব্যতীত তথা হইতে [illegible] হইতে পারিবেন না, [illegible] ভুটিয়া ওমরাহদিগের [illegible] জংপেনের

সাহায্য ব্যতীত প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা ছিলনা। কিন্তু ইডেন তাঁহার নিকট কিছুমাত্র সাহায্য প্রাপ্ত হইবেন না ইহা পূর্ব্ব হইতেই অবগত ছিলেন, এজন্য সে চেষ্টায় বিরত হইয়া কতিপয় লোকের সহিত সমভিব্যাহারী দ্রব্যাদি রাখিয়া কেবল ৪০ জন শিক সৈন্য ও কতিপয় সেবক সমভিব্যাহারে সেই অস্বাস্থ্যকর দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া সিপচু নামক গ্রামে উপস্থিত হইলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া বাসস্থান অনুসন্ধান করিতে লোক প্রেরণ করিলেন। অনেক অনুসন্ধানের পর তাহারা দুইখানি পর্ণকুটীর ও চারিখানি গোশালা প্রাপ্ত হইল। ইতিপূর্ব্বে জংপেন এই নির্জ্জন স্থানকে লোকপূর্ণ বলিয়া মিষ্টার ইডেনের নিকট বর্ণন করিয়াছিল। মিষ্টার ইডেন সিপচু গ্রামের শাসনকর্ত্তাকে কুলি সংগ্রহ করিয়া দিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিলেন। কিন্তু তিনি স্বদেশীয় গবর্ণমেণ্টের কোন আদেশ প্রাপ্ত হন নাই বলিয়া উপরোক্ত অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলেন না; আর তিনি মিষ্টার ইডেনকে বলিলেন যে ভুটান হইতে অবিলম্বেই কোন হুকুম তাঁহার নিকট আসিবার বিশেষ সম্ভাবনা আছে। অতএব কিছুকাল অপেক্ষা করিলে ভাল হয়, কিন্তু মিষ্টার ইডেন তাঁহার এই স্তোকবাক্যের প্রতি বিশ্বাস না করিয়াই ঐ স্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক গমন করিতে বাধ্য হইলেন। ২রা ফেব্রুয়ারি তাঁহার সঙ্গীগণকে পরিত্যাগ করিয়া ৫০ টী শিক সেনা সম-

টিপ্যাহারে ভুবুলাপাশের নিম্নস্থ পাগনগ গ্রামের অনাচ্ছাদিত ক্ষেত্রাভিমুখে গমন করিলেন। পর দিবস প্রত্যূষে অনবরত বরফ পতিত হইতে আরম্ভ হয়, সমস্ত দিবস এই বরফগুলির মধ্য দিয়া গমন করিয়া রাত্রিতে কুপারময় এবং অবনত স্থানে আশ্রয় লইলেন। তাঁহার সহভিব্যাহারীগণ শীতে এরূপ পীড়িত হইয়াছিল যে তৎকালে বরফপতন রূপ বিপদে পতিত হইবার আশঙ্কা না থাকিলে তাহারা তাঁহাকে একাকী পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইত। মিষ্টার ইডেন অবিচলিত চিত্তে এই সমস্ত বিঘ্নকে বিঘ্ন জ্ঞান না করিয়া বিশ্রামের জন্য তথায় এক দিন থাকিয়া পর দিন সায়ধি দুর্গাভিমুখে যাত্রা করিলেন। সায়ধির জংপেন তাঁহাকে তথায় উপস্থিত দেখিয়া তাঁহার নিকট নিবেদন করিলেন যে, এই দৌত্যকার্য্যের সহায়তা বা বিরুদ্ধাচরণ করিবার জন্য তিনি ভুটান গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে কোনরূপ আজ্ঞা প্রাপ্ত হন নাই। যাহাতে ভুটান গবর্ণমেণ্ট ব্রিটিশ দূতকে গ্রহণ করিতে অসম্মত হইয়াছেন, তাহাতে তিনি ব্রিটিশ দূতের সম্বর্দ্ধনা করিলে বিপদগ্রস্ত হইবেন এই আশঙ্কায় মিষ্টার ইডেনকে কোনরূপ অভ্যর্থনাই করেন নাই। মিষ্টার ইডেন যে সকল ব্যক্তিকে শিপচুতে রাখিয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে দারজিলিং প্রত্যাগমন করিতে আজ্ঞা দিয়া স্বয়ং নানা প্রকারবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া সায়ধিতে উপস্থিত হইলেন।

এই স্থানে তাঁহার সহিত ভুটান রাজদরবারের নিয়স্থ কর্মচারি-গণের সাক্ষাৎ হয়। মিষ্টার ইডেন তাঁহাদিগকে ভদ্র প্রদর্শন করাতে তাঁহারা জংপেনের শিরোনামাঙ্কিত ভুটানরাজের স্বাক্ষরিত দুই খানি পত্র তাঁহাকে প্রদান করিলেন। তাহার একখানিতে তাঁহার বিরাগের চিহ্নজ্ঞাপক কয়েক পংক্তি ও অপর খানিতে জংপেনের প্রতি এই আদেশ করিয়াছিলেন যে, তিনি ব্রিটিস দূতকে প্রত্যা-বৃত্ত করিতে সাধ্যমত চেষ্টা করিবেন, ব্রিটিস দূত যদ্যপি প্রত্যা-গমন করিতে নিতান্ত অনিচ্ছা প্রকাশ করেন তবে তাঁহাকে পথাস্থির দিয়া পাঠাইয়া দিবেন। কিন্তু ভুটান রাজের এই আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা ব্রিটিস দূতের প্রতি কোন রূপ প্রতিবন্ধকতাচরণ করেন নাই। মিষ্টার ইডেন ১০ই ফেব্রু-য়ারি সারসি পরিত্যাগ পূর্ব্বক বেলা ১২ টার সময় বোখারে উপস্থিত হইলেন। তৎপর দিবস তাঁহাকে টেগুমলাপাশ অতিক্রম করিতে হইয়াছিল, তিনি এই পাশ অতিক্রম সময়ে কিঞ্চিৎ মাত্র অগ্রসর হইয়া আমচি পথে গমন করিয়া এক মন্দ জংপেনের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। জংপেনগণের মধ্যে ইনি সরল প্রকৃত ও নীরিহ ছিলেন। মিষ্টার ইডেন তাঁহার আবাসে উপস্থিত হইয়া মাত্র তিনি তাঁহার যথেষ্ট সম্বর্দ্ধনা করিয়া আহারীয় দ্রব্যাদি প্রদান করিলেন। এবং তাঁহার অনুরোধে মিষ্টার ইডেনকে তথায় এক দিবস থাকিতে

হইল ; এই সময় তিনি সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন যে, ভুটান রাজ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া কতিপয় লোক তাঁহাকে দরবারে উপস্থিত করিবার নিমিত্ত প্রতিরোধ করিতে আসিতেছে। এই সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র মিষ্টার ইডেন তৎসমভিব্যাহারিগণের সহিত অবিশ্রান্ত ১৫ ঘণ্টা চলিয়া একটী ক্ষুদ্র পল্লিতে উপস্থিত হইলেন। দরবার হইতে যাঁহারা তাঁহার প্রতিরোধ করিতে আসিয়াছিল এই স্থানে তাহাদিগের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। এবং তাহারা দেবরাজের একখানি পত্রিকা তাঁহাকে দেখাইল, ঐ পত্রিকার মর্ম্ম এই—ব্রিটিস দূত সিকিম ও ভুটানের অন্তঃসীমা নির্দ্ধারণ বিষয়ক সমস্ত বন্দোবস্ত সম্পন্ন করিবেন। যদ্যপি সহজে বন্দোবস্ত সংঘটিত না হয়, তবে দেবরাজের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। মিষ্টার ইডেন এই পত্র পাঠ করিয়া পত্রবাহকগণকে বলিলেন যে, তিনি নিম্ন পদস্থ কোন রাজকর্ম্মচারীর সহিত সন্ধি করিতে প্রস্তুত নহেন। হয় তিনি পুনাখা যাইয়া দেবরাজের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন; না হয় দারজিলিং প্রত্যাগমন করিয়া ভুটানরাজ যে তাঁহাকে গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক, তাহা তিনি ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের গোচর করিবেন। মিষ্টার ইডেন এইরূপ অসন্তোষ ভাব প্রকাশ করাতে তাহারা তাঁহাকে পুনাখা যাইতে অনুরোধ করিল, এবং বলিল যে তিনি পুনাখা পৌঁছিলে দেবরাজ তাঁহাকে

বিশেষ কাপ্তেনের সহিত প্রেরণ করিবেন। তাঁহারা এই সন্ধির সমস্ত ভার লইতে স্বীকৃত হইল। তৎপরে মিষ্টার ইডেন দার্জিলিঙে যাইয়া উপস্থিত হইলেন; এই স্থানে তিনি .. দিবস অবস্থান করেন, এই দীর্ঘকাল মধ্যে ভুটান দরবার হইতে কোন সমাচার তাঁহার নিকট আইসে নাই। পারোর পেনলোপের নিকট আত্মীয় ভাষা ও মৌখিক সদ্ভাবের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া তিনি ১০ই মার্চ ভুটান রাজধানীর অভিমুখে যাত্রা করিয়া ১৫ই মার্চ তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি তথায় পৌঁছিয়া যে সমস্ত কার্য্য করিলেন, তাহাতে তাঁহার নিপুণ অভিসন্ধি ছিল। কিন্তু তিনি যে অভিপ্রায়ে দৌত্য কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া প্রেরিত হইয়াছিলেন, তাহার কিছু মাত্র সফল হয় নাই। তিনি তথা হইতে প্রত্যাগমন করিয়া বঙ্গীয় গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারীর কার্য্য করিতে লাগিলেন।

যে সমস্ত গুণ থাকিলে মনুষ্য কৃতকার্য্য হইতে সক্ষম হয়, মিষ্টার ইডেনের সে সমস্ত গুণের অভাব ছিল না। তিনি ভুটানে দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া গমন করিয়া কেন যে এই গুরুতর কার্য্যে অকৃতকার্য্য হইলেন, তাহা কেহ বলিতে পারেন না। এই ঘটনা ১৮৬৪ খ্রীঃ অব্দে শেষ হইয়াছিল। মিষ্টার ইডেন এই ঘটনা সম্বন্ধে তাঁহার যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা এই—"ভুটানে বিজ্ঞভাবে দূত প্রেরণ করা

নিতান্ত অকর্ত্তব্য, আমি যতদূর তত্প্রদেশীয় গবর্ণমেন্টের অবস্থা অবগত হইয়াছি তাহাতে আমার এই প্রতীতি জন্মিয়াছে যে, ভবিষ্যতে যত প্রকার অমঙ্গল সংঘটিত হইবে, ইহা তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রধান বলিয়া পরিগণিত হইবে তাহার সন্দেহ নাই। ভুট জাতীগণ কর্ত্তৃক ব্রিটিস সাম্রাজ্যে যত প্রকার অহিতাচার অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা এত দিন পর্য্যন্ত আমরা সহিষ্ণুতার বশবর্ত্তী হইয়া সহ্য করিয়া আসিতে ছিলাম; তাহারা আমাদিগের বিক্রমের প্রতি অবজ্ঞা করিতে অভ্যাস করিয়াছিল। আমরা যত দূর অবগত হইতে পারিয়াছি; তাহাতে জানিয়াছি যে, ঐ প্রদেশে কোন প্রকার শাসনতন্ত্র প্রণালী প্রচলিত নাই। তাহাদিগের দেশে এমন কোন রাজা, আমাদিগের অধীনে সংস্থাপিত হইতে পারে না যে, যে স্থানে বাস করিয়া আমরা প্রতিবেশীর ন্যায় উঁহাদিগকে উপদেশ প্রদান করিতে পারি। ভুটানের কর্ত্তৃপক্ষীয় ব্যক্তিগণ ভুটানবাসীগণের পূর্ব্বকৃত অত্যাচারে লিপ্ত ছিলেন কি না, আমাদিগের এই সন্দেহ হওয়াতে আমরা তাঁহাদিগের কৃত অত্যাচারের প্রতিশোধ প্রদানে বিরত ছিলাম। কিন্তু এইক্ষণে আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, আমাদের সীমা প্রদেশে যে যে অবৈধ নৃশংস কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তাঁহারা ইহার ভিত্তি স্বরূপ ও উদ্দীপক। যে সকল ব্রিটিস

প্রজা ঐ গর্হিত কার্য্য পরম্পরা উপলক্ষে ধৃত হইয়াছিল তাহারা একণে উহাদের দুর্গে ও আবাস গৃহে দাসরূপে রহিয়াছে।"

ষ্টেট সেক্রেটরীর নিকট ভারতবর্ষীয় গবর্ণর জেনেরল সর জন লরেন্স ঐ সম্বন্ধে যে রিপোর্ট প্রেরণ করেন, তাহাতে এইরূপ লিখিত হইয়াছিল—"মিষ্টার ইডেনকে গ্রহণ সম্বন্ধে ভুটানাধিপতির অনিচ্ছা ছিল তাহা আমরা প্রথম হইতেই জানিতে পারিয়াছিলাম, তোঙ্গাপেন প্রথম হইতেই তাঁহার অগ্রসর হইবার পথে প্রতিবন্ধকতা করিতে চেষ্টিত ছিল।" মিষ্টার ইডেন ঐ কার্য্য সম্পন্নার্থ যে অপরিসীম পরিশ্রম ও কষ্ট সহ্য করিয়াছিলেন, তাহার পুরস্কার স্বরূপ তিনি সাধারণের বিরাগ ভাজনের লক্ষ্য স্থল হইয়া উঠিলেন। তিনি আরোপিত দোষের উত্তরে লিখিয়াছেন—"যাঁহারা ১৮৩৭ খৃঃ অব্দের দৌত্যকার্য্য সম্পাদনার্থ নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারাও আমার ন্যায় অসভ্যরূপে পরিগৃহীত হইয়াছিলেন। তথাপি তাঁহারা ভুটান দরবার পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে ত্রুটী করেন নাই। যদিও তাঁহারা অকৃতকার্য্য হইয়া প্রত্যাগত হইয়াছিলেন, কিন্তু তৎকালে তাঁহাদিগের বিপক্ষে কেহ কিছু বলেন নাই। আমি মনে করিয়াছিলাম, যদ্যপি অর্দ্ধপথ হইতে প্রত্যাগমন করি, তাহা হইলে এই সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া ভুটান গবর্ণমেন্ট পুনর্ব্বার আমাকে

গ্রহণ নিমিত্ত সমস্ত আয়োজন করিয়াছিলেন; এমন কি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের দাবী দাওয়া বিস্তারে পর্য্যালোচনা করিতেও প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু আমার প্রত্যাগমন বশতঃ তাঁহাদের সেই সমস্ত অভিপ্রায় নিষ্ফল হইয়া গেল। ইহা ব্যতীত, পুনরাগমন করিলে, সামান্য বা বিশেষ বিপত্তি অতিক্রমে আমি যে হতাশ ও নিরুৎসাহ হইয়া পড়িয়াছিলাম, পাছে এই অপরাধে অপরাধী হই, তাহাও আমার মনে ছিল। বিশেষতঃ ভুটিয়াদিগের আয়োজনের অনুসারে সীমা প্রদেশ উল্লঙ্ঘন করিলে আমার যে কালাতিপাত হইয়াছিল, তাহার হেতু যখন গবর্ণমেণ্টকে প্রদর্শন করিতে পারি নাই; এরূপ অবস্থায় ভুটানবাসীরা আমার প্রতি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে শত্রুভাব প্রদর্শন না করিলে, আমার প্রত্যাগমন ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের নিকট যে অনুমোদিত হইবে তাহা আমার বোধগম্য হয় নাই। এই সমস্ত চিন্তা করিয়া আমি স্থির করিয়াছিলাম, যে যদিও আমি ভুটান গবর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক বিশেষ সমাদরের সহিত পরিগৃহীত হই নাই, তথাপি তাহারা আমার প্রতি এমত কোন ব্যবহার করে নাই যাহাতে আমাকে প্রত্যাগমন না করিলে চলিতে পারে না। আমি ইহাও অবগত ছিলাম যে আমি প্রত্যাগমন করিলে আমাদিগের স্বত্ব দাবি দাওয়া মীমাংসা করিয়া লইবার জন্য উপায়সকল অবলম্বিত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

তাহারা আমার প্রতি যে অনাদর প্রদর্শন করিয়াছিল, তাহা তাহাদিগের অসভ্যতা ও বিশৃঙ্খলতার দ্যোতক বলিয়া আমি অনুমান করিয়াছিলাম। তৎকালে তত্রত্য যে যে ভুট রাজপুরুষের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল তাহারা সকলেই আমাকে এরূপ বলিয়াছিল। তাহারা আরও বলিয়াছিল যে আমি দরবারে আহূত হইলে মৈত্রভাবে বিশেষ আদরের সহিত পরিগৃহীত হইব। আমার আগমন নিমিত্ত ভুটান বাসীগণ সর্ব্বদা আমার প্রতি সন্দেহ করিত, কিন্তু আমাকে একাকী উপস্থিত হইতে দেখিয়া তাহাদিগের সেই সন্দেহ কথঞ্চিৎ দূরীভূত হইয়াছিল।” মিষ্টার ইডেনের কার্য্যকলাপের প্রতি দোষারোপ করিয়াই তাঁহার শত্রুরা ক্ষান্ত হয় নাই। তাহারা তাঁহাকে অবিমৃষ্যকারী বলিয়া নির্দেশ করিয়াছিল। আর তাহারা বলিয়াছিল যে, তিনি স্বেচ্ছা প্রবৃত্ত হইয়াই পুনাখা গমন করিয়াছিলেন। কিন্তু কিছুকাল পরে যখন প্রকাশিত হইয়া পড়িল যে ভুটান সমভোগলকে তিনি পদবিক্ষেপ করিয়াছিলেন তাহা বাঙ্গলার লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের সম্মতি অনুসারে সম্পাদিত হইয়াছিল। ১৮৬৪ খ্রীঃ অব্দের ২০ এ সেপ্টেম্বর সর সিসিল বিডন এই সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন “পারো পেনলো মিষ্টার ইডেনের যে সহায়তা করিবেন, তাহা তাঁহাকে দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করিবার জন্য পূর্ব্বে সংবাদ দেয়। আর ভুটানের দরবারে

তাঁহাকে গ্রহণ করিতে তাহারা অঙ্গীকৃত ছিল বটে, কিন্তু তাঁহার পেশোয়াগমনে তাহাদিগের সম্মতি ছিল না। কারণ তাহারা এই পেশোয়াগমনে সম্মতি দান করিয়া দোষী হইতে নিতান্ত অনিচ্ছুক ছিল। আমার মতে এরূপ অবস্থায় মিষ্টার ইডেনের পারো পর্য্যন্ত গমন করা অসঙ্গত হয় নাই। যদি গবর্ণমেণ্ট ইঁহার অপরাপর কার্য্যে অনুমোদন করিয়া থাকেন, তবে তিনি এ সম্বন্ধে তাঁহার মত সমর্থনে বিশেষ সক্ষম হইবেন ইহা আমার বিশ্বাস হয়।" মিষ্টার ইডেনের কার্য্য সম্বন্ধে এরূপ প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও তাঁহার প্রতি দোষারোপ করিতে কেহ ক্রটী করেন নাই। তিনি যে দৃঢ়তা সহকারে ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক গবর্ণমেন্টের আদেশ প্রতিপালন করিয়াছিলেন, তজ্জন্য গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে প্রশংসা প্রাপ্তিবিষয়ে বঞ্চিত করেন নাই। দোষোৎঘোষকেরা বলেন তিনি স্বেচ্ছা প্রবৃত্ত হইয়াই তাহাদিগের অজ্ঞাতসারে স্বয়ং দায়িত্বভার গ্রহণ করিয়া পুনাখা পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন। এইরূপ উক্তির অসারবত্তা প্রমাণ করিবার প্রথমে "ইংলিসম্যান" সম্পাদক লেখনী পরিচালনা করেন। "ওয়েষ্ট মিনিষ্টর রিভিউ" নামক সংবাদপত্রের সম্পাদক তাঁহার প্রতিবাদ করিয়া বলেন যে কেবল বিজাতের কাপট্যাচরণই ইহার মূল। কেহ কেহ অনুমান করেন যে এই প্রতিবাদ মিষ্টার ইডেন কর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছিল। কিন্তু ১৮৬৫ খ্রীঃ অব্দের ২৫এ সেপ্টেম্বর তাঁর

সিসিল বিডন গবর্ণর জেনারেলকে যে পত্র লেখেন, তাহাতে উপ... প্রবন্ধ যে মিষ্টার ইডেনের লিখিত নহে ইহা সপ্রমাণীকৃত হইয়াছে। লর্ড লরেন্স সেক্রেটারী অবষ্টেটের নিকট যে রিপোর্ট প্রেরণ করেন তাহাতে তিনি এইরূপ লিখিয়াছেন—"ভুটান প্রদেশে প্রবেশ হইতে গিয়া বিশেষতঃ পারো গ্রামে উপস্থিত হই মিষ্টার ইডেন যে প্রকার শোচনীয় অবস্থায় অবস্থিত হইয়া ছিলেন, তাহাতে দৌত্যকার্য্য হইতে বিরত হওয়া অথবা পারোতে অবস্থিতি পূর্ব্বক কি করা কর্ত্তব্য তদ্বিষয় গবর্ণমেণ্টের আদেশ প্রার্থনা করা তাঁহার পক্ষে বিজ্ঞতার কার্য্য হইত। কিন্তু অবশেষে প্রকাশ হয়, মিষ্টার ইডেন পুনাখা যাওয়াতে তাঁহাকে লোকে দোষী বলিয়া অকারণ যে কলঙ্ক প্রদান করে, তাহা তাহাদিগের স্বভাবসিদ্ধ দ্বেষ প্রকাশের পরিপোষক ব্যতীত আর কিছু নহে। কারণ তিনি বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশ-ব্যতীত তথা এক পদও গমন করেন নাই। বিশেষতঃ তিনি বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমন সময়ে পথিমধ্যে যে সকল ঘটনা হইত তাহাও তাঁহার গোচর করিতে ত্রুটী করেন নাই, এরূপ অবস্থায় অকারণ তাঁহাকে সাধারণে স্বেচ্ছাচারী বলিয়া যে দোষারোপ করিয়াছেন তাহা তাঁহাদিগের ভ্রান্তির কার্য্য হইয়াছে সন্দেহ নাই।

মিষ্টার ইডেন এই দৌত্যকার্য্য হইতে প্রত্যাগমন করিয়া পুনর্ব্বার বঙ্গদেশের লেপ্টনাণ্ট গবর্ণরের সেক্রেটরীর কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন এবং ৯বৎসর অবিচলিত উৎসাহের সহিত এই কার্য্য সম্পন্ন করেন। এই দীর্ঘকালের মধ্যে তিনি ১৮৬০খ্রীঃঅব্দে ভুটানে যাত্রা করেন এবং ১৮৬৬ খ্রীঃ অব্দে অবসর (ফারলো) লইয়া স্বদেশে যাত্রা করেন। এই দুইবার মাত্র তাঁহাকে এই কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরিত হইতে দেখা গিয়াছে।

১৮৭১ খ্রীঃ অব্দে স্যর আস্‌লি ইডেন ব্রিটিশ ব্রহ্মের প্রধান-পদ কমিশনারের পদে নিযুক্ত হন। এই প্রদেশে তাঁহার শাসন সময়ের প্রসিদ্ধ ঘটনাবলীর বিষয় আমরা নিম্নে বিবৃত করিলাম। মিষ্টার ইডেনের ব্রহ্মরাজ্যের কার্য্য বিবরণ মধ্যে ব্রহ্মরাজ্যের রাজধানী, আভার দরবার তৎপার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশের সহিত ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের ঘনিষ্ঠতা সংস্থাপন, পাশ্চাত্য চীনে বাণিজ্য সুবিধার নিমিত্ত পথোন্মোচন এই কয়েকটী বিশেষ বর্ণনীয়।

মিষ্টার ইডেনের রাজনৈতিক বুদ্ধির বাহ্যিক আড়ম্বর বা চাকচিক্য ছিল না। তিনি যে সকল কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতেন বিনা আড়ম্বরে গুপ্তভাবে তাহা সম্পাদিত হইত। মনো-যোগের সহিত তাঁহার কার্য্য দর্শন করিলে তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারা যায় না। তাঁহার ঐক-

দেশ শাসনের প্রথম বর্ষে তিনি দেখেন যে ব্রহ্মাধিপতির অমনোযোগ হেতু বাণিজ্যের নিতান্ত শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে। ব্রহ্মরাজের অনবধানতার কারণ এই তিনি মনে করিয়াছিলেন বিদেশীয় বাণিজ্য ব্যবসায়ের সহিত সম্বন্ধ রাখিলে স্বাধীনভাবে স্বদেশীয় বাণিজ্যের উন্নতি করিবেন এবং তজ্জন্য তিনি ইউরোপীয় বণিকগণকে এই অঙ্গীকারাবদ্ধ করেন যে, তাহারা তাঁহাদিগের দেশোৎপন্ন বস্ত্রাদি সমস্ত দ্রব্য তাঁহাকে ভিন্ন অন্য কাহাকেও বিক্রয় করিতে পারিবেন না। ব্রহ্মরাজের নিকট হইতে চীন ও অন্যান্য প্রদেশীয় ব্যবসায়ীগণ ঐ সমস্ত দ্রব্য ক্রয় করিবেন প্রতিশ্রুত হইলেন। এই কার্যানুষ্ঠানে পরিণামে এই ফল উৎপন্ন হইল—প্রথমতঃ বস্ত্রাদি অপর্যাপ্ত পরিমাণে বিক্রীত হইতে লাগিল। ব্রহ্মরাজ উত্তরোত্তর অধিক পরিমাণে এই সকল দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিতে লাগিলেন, আবশ্যকতার অতিরিক্ত ঐ সকল দ্রব্য সংগৃহীত হওয়াতে ক্রমশঃ বাজার দর মন্দীভূত হইয়া আসিতে লাগিল। যেরূপ সত্বরতার সহিত তিনি এই সকল দ্রব্য ক্রয় করিতে লাগিলেন সেরূপ সত্বরতার সহিত তাহা বিক্রীত না হওয়াতে উত্তরোত্তর ঐ সমস্ত দ্রব্যাদি যথেষ্ট পরিমাণে আমদানী হওয়াতে গুদাম পরিপূর্ণ হইতে লাগিল। ইহা দর্শনে ব্রহ্মরাজ আপনার কর্ম্মচারীগণের বেতনের টাকার পরিবর্ত্তে ঐ সমস্ত দ্রব্য প্রদান করিতে আদেশ করিলেন।

রাজকর্ম্মচারীরা বেতনের টাকার বিনিময়ে যে সমস্ত দ্রব্য প্রাপ্ত হইতে লাগিল তাহা বাজারে অতি সুলভ মূল্যে বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিল। বাজারের ব্যবসায়ীরা দেখিলেন যে এইরূপে বাণিজ্যের কার্য্য চলিলে তাঁহাদিগের সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইবে ইহা বিবেচনা করিয়া তাঁহারা রাজাধিপতির বিপক্ষে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের তত্রত্য পলিটিক্যাল এজেণ্টের নিকট এই মর্ম্মে এক আবেদন পত্র প্রেরণ করিলেন যে, রাজাধিপতির সহিত ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের ১৮৬১ খ্রীঃ অব্দের লিখিত সন্ধিপত্রে যে সমস্ত নিয়ম লিখিত হয় তাহা ভঙ্গ করিয়া তিনি একচেটিয়া বাণিজ্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। মিষ্টার ইডেনের নিকট এই আবেদন পৌঁছিলে তিনি অনুসন্ধান করিয়া

ধর্ম্মরাজের একান্ত বাণিজ্যাসক্তির সহিত ঐ বাণিজ্য একচেটিয়া করিবার কোন সম্বন্ধ নাই। ইহা দেখিয়া তিনি তৎকালে ঐ ব্যবসায়ীগণকে কোনরূপ আশ্বাস প্রদান করিতে সক্ষম হইলেন না। কারণ এই বিক্রয় সম্বন্ধে অন্যের যেরূপ অধিকার আছে ধর্ম্মরাজেরও তদ্রূপ। এইরূপ অবস্থাতে কি করা কর্ত্তব্য বিবেচনা করিবার নিমিত্ত মিষ্টার ইডেন কিছুকালের জন্য নীরব হইয়া রহিলেন। তিনি জানিতেন যে মনুষ্য প্রকৃতির সাধারণ ধর্ম্ম এই যে, যতদিন তাহাদিগের ধনলিপ্সা, স্বেচ্ছা মতে জাগরূক থাকে ততদিন তাহারা নিতান্ত বাধ্যতার সহিত তাহার সংস্রবে প্রবৃত্ত

হয়। এই সময়ে তাহাকে উহা হইতে বিরত করা সহজ সাধ্য নহে, আপনা হইতে প্রতিনিবৃত্ত না হইলে কাহার সাধ্য যে তাহাকে উহা হইতে নিবারণ করে। কিছুকাল পরে ব্রহ্মরাজের স্বাধীন ব্যবসায়ের ইচ্ছা পরিস্ফুট হইয়া আসিল। তিনি বাণিজ্যের উন্নতির নিমিত্ত যে চেষ্টা করিয়াছেন তাহাতে তাহার সম্পূর্ণ ভ্রম হইয়াছে ইহা তিনি বুঝিতে পারিলেন। এই সময় উপযুক্ত অবসর বিবেচনা করিয়া মিষ্টার ইডেন ব্রহ্মরাজকে বাণিজ্য ব্যবসা পরিত্যাগ করিতে পরামর্শ দিলেন। তিনিও তাঁহার পরামর্শানুসারে একেবারে উহা পরিত্যাগ করিলেন। ইতিপূর্ব্বে ব্রহ্মদেশে যে পদ্ধতিতে বাণিজ্য চলিতেছিল সেই নিয়মে চলিতে আরম্ভ হইল। মিষ্টার ইডেন ব্রহ্মরাজের বাণিজ্য নিবারণ সম্বন্ধে যেরূপ সহিষ্ণুতার সহিত কার্য্য করিয়াছিলেন অন্য কোন রাজকর্ম্মচারী দ্বারা এরূপ ভাবে উহা সম্পন্ন হইতনা, এই বাণিজ্য নিবারণ নিমিত্ত তাঁহাকে সন্ধিস্থাপন [illegible] সকল হইতে দেখা যাইত কি না তাহাও সন্দেহ।

১৮৭২ খ্রীঃঅব্দের আরম্ভে আভা রাজদরবার ইংলণ্ডে দূত প্রেরণ করেন। এই উপলক্ষে মিষ্টার ইডেনের বিপক্ষেরা বলিয়া উঠেন, তাঁহাদ্বারায় উৎপীড়িত হইয়া, ব্রহ্মরাজ ইংলণ্ডেশ্বরীর শরণাপন্ন হইতে বাধ্য হইয়াছেন। কি নিমিত্ত ব্রহ্মরাজ কর্ত্তৃক এই দূত প্রেরিত হইয়াছিল

তাহা অবগত হইতে হইলে ব্রহ্ম দেশের গত ইতিবৃত্ত পাঠ করা কর্ত্তব্য তাহা হইলে তৎসম্বন্ধে জ্ঞান জন্মিবার সম্ভাবনা।

ব্রিটিস ব্রহ্মদেশ তিন ভাগে বিভক্ত আরাকান, পেগু ও তিনাসরিম। তন্মধ্যে পেগু সমস্ত ব্রিটিস রাজ্যের এক তৃতীয়াংশ। ১৮৫২ খৃীঃ অব্দে যখন এই দেশ ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের অধিকার ভুক্ত হয়। সেই অবধি আভাপতি উহা পুনঃ প্রাপ্তির নিমিত্ত চেষ্টা করিতেছিলেন। ১৮৫৪ খৃীঃ অব্দে আভা দরবার হইতে দূত আসিয়া লর্ড ডেলহাউসীর নিকট ইহা পুনঃ প্রাপ্তির ভিক্ষা করেন, তদুত্তরে উক্ত মহাত্মা বলিয়া ছিলেন—"যত দিন সূর্য্যদেব আকাশে উদীত হইবেন ততদিন ব্রিটিস পতাকা পেগু প্রদেশের উপর উড্ডীন হইবে।" এই রূপ কঠোরোক্তি রাজ নীতিজ্ঞ রাজ পুরুষ জনোচিত হয় নাই। রাজ নীতি বিশারদ লর্ড ডেলহাউসী যে কি নিমিত্ত এরূপ বলিলেন তাহা তিনিই জানেন। আমরা ইহার প্রকৃত কারণ নির্দ্দেশ করিব না।

যে সময়ে মুসলমানগণ কর্ত্তৃক বঙ্গদেশ অধিকৃত হয় তখন উহার উত্তর ও দক্ষিণে কতিপয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্য ছিল। তন্মধ্যে কুচবিহার, আসাম, আমরূপ, ত্রিপুরা ও আরাকান প্রধান। এতদ্ভিন্ন অনাবিষ্কৃত জঙ্গল ও দুর্গম পর্ব্বতমালার মধ্যে যে সকল অসভ্য জাতির বাসস্থান ছিল তাহা

আবাস ছিল, তাহাদিগের নামোল্লেখ করা অকর্ত্তব্য ও অনাবশ্যক বোধে আমরা তাহার উল্লেখ করিলাম না। ভারতবর্ষের ন্যায় চীন উপদ্বীপ অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রদেশ মালায় বিভক্ত। ত্রিপুরার উত্তরে ব্রহ্মদেশ (মগদিগের বাসস্থান) আসাম ইহার পূর্ব্ব ও দক্ষিণ পূর্ব্ব সীমায় অবস্থিত। আরাকানের সংস্পৃষ্ট পার্শ্বে পেগু রাজ্য; আবুল ফজল লিখিত আইন আকবরি নামক গ্রন্থে কুচবিহার প্রদেশের যে অভিপ্রায় সূচক নামোল্লেখ আছে, তাহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এককালে ঐদেশ বিশেষ প্রতিষ্ঠার সহিত উন্নতি লাভ করিয়াছিল। বহু দিবস গত হইল আসাম বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ছিল, ইহার সমৃদ্ধি সৌরভে আকৃষ্ট হইয়া বঙ্গবিজেতা মুসলমানগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া ও আপনার স্বাধীনতা সম্ভোগ করিত। ত্রিপুরাদেশ ব্রহ্ম পুত্র ও মেঘনা নদ দ্বারা ভারত সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন। ইহা এক সময়ে চট্টগ্রাম হইতে শ্রীহট্ট ও রাঙ্গামাটি পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ইতিপূর্ব্বে আরাকান মনুষ্য ভক্ষকগণের বাসস্থান বলিয়া হিন্দুগণের বিশ্বাস ছিল। কথিত আছে আরাকান বাসীরা বঙ্গদেশের দক্ষিণ সীমা পর্য্যন্ত আপনাদিগের রাজ্যেভুক্ত করিয়া লইয়া ছিল। এবং যদি ও সময়ে সময়ে মুসলমানদিগের দ্বারা তাহাদিগের গর্ব্ব খর্ব্ব হইয়াছিল, তথাপি

তাহারা বঙ্গদেশের মধ্যস্থান মুরশিদাবাদ পর্য্যন্ত সমরাগ্নি প্রজ্জলিত করাতে মুসলমানেরা তাহাদিগের রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরিত হইতে বাধ্য হয়। মুসলমানদিগের বঙ্গাধিকার সময়ে পেগু পরাক্রমশালী হইয়া উঠে। এবং এক সময়ে সমস্ত পার্শ্বস্থ প্রদেশের উপর আধিপত্য বিস্তার করে। কিন্তু যে পেগু রাজ্য এক সময়ে আরাকান, তঙ্গ, প্রোম, শ্যাম, মার্টাবান, আভা প্রভৃতি প্রদেশের অধিবাসীগণকে দাসবৎ ব্যবহার করিত; যে রাজ্য এককালে ব্রহ্মদেশ কোচিন ও চীন রাজ্যের মধ্যবর্ত্তী পর্ব্বত শ্রেণীর নিম্ন হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, সেই পেগু রাজ্য শেষে ইয়ুরোপীয় রাজনীতির কুট কৌশলে জড়িত হইয়া এবং পর্টুগিজগণের কুমন্ত্রণায় গৃহবিচ্ছেদে দুর্ব্বল হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হইয়া পড়ে, এই উপযুক্ত অবসর প্রাপ্ত হইয়াই পর্টুগিজেরা ইহার স্বাধীনতা হরণ করে। ইয়ুরোপীয়গণের কুমন্ত্রণা জন্য দেশীয় লোকেরা পতিত হইয়াছে তাহাদিগেরই পরিণামে এই অবস্থা ঘটিয়াছে। কিছু কাল পরে পেগু ও আরাকান দেশীয়গণের অধীনতা শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মরাজের শাসনাধীন হয়। ব্রহ্মদেশ ইংরাজগণের অধিকার ভুক্ত হইবার পূর্ব্বে ব্রহ্মরাজ ত্রিকটবর্ত্তী যে সকল রাজারা নিকটে মস্তক অবনত করিয়া থাকিতেন, একণে ক্রমে ক্রমে সেই সকল

সাজায়, রাজত্ব ব্রহ্মরাজের রাজত্বসীমা বর্দ্ধিত করিতে লাগিল। পেগু হইতে পর্টুগিজগণকে দূরীভূত করিয়া এবং আরাকান বাসীগণকে পরাজিত করিয়া ও অপরাপর কয়েকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজত্ব আত্মসাৎ করিয়া ব্রহ্মরাজ উৎসাহে মাতিয়া উঠিলেন। অধিক কি ইণ্ডো-চীন প্রদেশের মধ্যে ত্রিপুরা ব্যতীত সমস্ত দেশই ব্রহ্ম রাজের অধিকার ভুক্ত হইল। এই ঘোর বিপদের সময় বঙ্গের ভাবী মঙ্গল, ত্রিপুরার অধিবাসীগণের অধ্যবসায় ও যত্নের উপর নির্ভর করিয়াছিল।

এই সময় একদিকে ইংরাজ শক্তির সংঘর্ষে বিরোধ বিতণ্ডা অনৈক্য-জীর্ণ মোগল-শক্তি চূর্ণীকৃত হয়। কিন্তু তখনও ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র ইংরাজ শাসন বদ্ধমূল হয় নাই। অপর দিকে মগধরাজ সমস্ত ইণ্ডো-চীন রাজ্যের ভগ্ন রাশির উপর এক বৃহৎ সাম্রাজ্য সংস্থাপিত করিলেন। ব্রহ্মবাসীদিগের অদৃষ্টচক্র নিরন্তর আবর্ত্তন করিয়া তাহাদিগের ভাবি উন্নতির জন্যই যেন মুখ উপরে দৃষ্ট হইতে লাগিল। বিপক্ষ কাহাকে বলে ব্রহ্মবাসীরা এক প্রকার তাহা বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিল। এই সময়ে গঙ্গাতীরবর্ত্তী প্রদেশ সমূহের দিকে তাহাদিগের দৃষ্টি পতিত হইল। যে প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া তাহারা ব[illegible] আরাকান হস্তগত করিতে সক্ষম হইয়াছিল, সেই দুর্দ্দমনীয় সর্ব্বগ্রাসকারী প্রবৃত্তিই গঙ্গাতীরস্থ প্রদেশ সমূহ

কবলিত করিতে প্রস্তুত হয়। মোগল রাজ্যের ধ্বংস হইবার অব্যবহিত পরে বঙ্গদেশের হৃদয় যে শক্তিকল্প পতিত হইয়া রাষ্ট্র বিপ্লব উপস্থিত করে, সেই বিপ্লবে আধুনিক পরিপুষ্ট ও উৎকর্ষ প্রাপ্ত ইংরাজ পরাক্রমের উৎপত্তি। সেই বিপত্তির সময়ে সীমান্তঃবর্ত্তী সমস্ত প্রদেশের মধ্যে সমাজ গৃহ বিচ্ছেদ সত্ত্বেও একা ত্রিপুরারাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত শাসন প্রণালীর চিরন্তন রঙ্গভূমি ছিল। এই সময়ে নওয়াজ পারির নায়ক একজন মনস্বী ব্যক্তির নিজ ভুজবলে মণিপুর রাজ্য পুনর্জীবিত হয়। তিনি স্বদেশের অধিকার বিস্তৃতির নিমিত্ত ব্রহ্ম দেশাক্রমণে কৃতসঙ্কল্প হন। তিনি এই একাধিক অভিযান ব্যাপার দ্বারা ব্রহ্মবাসীগণকে পরাজয় করিয়া ব্রহ্মদেশের রাজধানী আক্রমণ করেন। অনতিকাল মধ্যে এই মহাপুরুষ আত্ম হত্যা দ্বারা অমর অদ্ভুত জীবনের শেষ করেন। ইহার সহিত মণিপুরীগণের অভ্যুদয় স্বপ্ন অন্তর্হিত হয়।

এই সময়ে মণিপুরীগণের অত্যাচার ব্রহ্মবাসীগণের স্মৃতিপথে পতিত হওয়াতে তাহারা বৈরনির্য্যাতন উদ্দেশে মণিপুর আক্রমণার্থ সজ্জিত হইতে লাগিল। মণিপুরীগণের নিকট এই সংবাদ পৌঁছিবামাত্র তাহারা ব্রহ্মবাসীগণের আক্রমণ ভয়ে একান্ত অভিভূত হইয়া পড়িল। এই ঘোর

বিপক্ষ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার উপায়ান্তর নাই দেখিয়া অগত্যা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের শরণাপন্ন হইল। আক্রা ব্রিটিশ সৈন্যগণ কি নৈপুণ্যের সহিতই সীমান্তবর্তী ব্যক্তি বর্গের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, ইহার নিমিত্ত আবার তাঁহারা যশস্বী হইলেন, তাঁহাদিগের এই যশ চতুর্দ্দিকে ক্রমে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। এই সময়ে মিষ্টার তেরেল্ কলিকাতায় গবর্ণমেণ্টের অধিনায়ক ছিলেন। তাঁহার আদে শানুসারে মণিপুরবাসীগণের সহিত সন্ধি হইল। আর মণি পুরবাসীগণকে বিপক্ষের হস্ত হইতে পরিত্রাণ করিবার নিমিত্ত তিনি চেষ্টিত হইলেন। তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন যে, যেরূপ সহজে বঙ্গদেশ তাঁহাদিগের অধিকারভুক্ত হয়, সেরূপ অনায়াসে ব্রহ্মদেশ তাঁহাদিগের আয়ত্তাধীনে আসিবে। তাঁহার আদেশানুসারে চট্টগ্রাম হইতে একদল সৈন্য ব্রহ্ম দেশোদ্ধারার্থ প্রেরিত হইল, তাঁহারা ব্রহ্মরাজ্যে পৌঁছিবা মাত্র তত্রত্য সৈন্যগণ তাহাদিগকে পরাজিত ও দূরীভূত করিয়া দেন। ইতিপূর্ব্বে ইংরাজেরা মনে করিয়াছিলেন যে, অনায়াসে ব্রহ্মদেশ তাঁহাদিগের হস্তগত হইবে। কিন্তু হঠাৎ পরা জয় তাঁহারা নিতান্ত হতাশ হইয়া পড়িলেন, কলিকাতা গবর্ণমেণ্টের সীমান্তবর্তী প্রদেশের সংশ্রবের আশা, তাঁহাদিগের অন্তঃকরণে বাস করা কষ্টকর বোধে প্রস্থান করিল।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্তৃপক্ষীয় ব্যক্তিগণ বাণিজ্যো-পলক্ষে ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহারা স্বার্থ সাধন ব্যতীত অন্য কোন রূপ কার্য্যই বুঝিতেন না, তাঁহারা যদ্যপি কার্য্যকুণ্ঠ, বিশ্বাসশূন্য না হইয়া প্রথম অপমানের পর অধিক পরিমাণে নির্ভীকতা ও তেজস্বিতার সহিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন, তাহা হইলে উত্তর কালে তাহাদিগকে আর কষ্ট পাইতে হইত না। কিন্তু তাহা না করিয়া জড় পদার্থবৎ মৌন হইয়া রহিলেন, তাঁহাদিগের কৃত প্রত্যেক কার্য্যেই ভীরুতার পরিচয় প্রদান করিতে লাগিল। যে রাজনীতি অনুকরণ করিয়া তাঁহারা ভারতবর্ষে কার্য্য করিয়া আসিতেছিলেন, এক্ষণে তাহার সম্পূর্ণ বৈপরীত্য ভাব লক্ষিত হইল। পূর্ব্ব ও উত্তরপূর্ব্বাঞ্চলাভিমুখে রাজ্য বিস্তারে বিস্তর প্রয়োজন থাকাতেও তাঁহারা তাহাতে অগ্রসর হইলেন না। এমন কি ব্রহ্মবাসীগণ কর্ত্তৃক যে অপমানিত হইয়াছিলেন তাহাও তাঁহাদিগের নিকট তৎকালে উপেক্ষিত হইল। ব্রহ্মরাজ দেখিলেন যে ইংরাজেরা ভীরুতার অবলম্বন করিয়া আছেন, তাঁহাদিগের বলবীর্য্য যত দূর তাহাও জানিতে পারিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি বিশেষ গর্ব্বের ও পরাক্রমের সহিত বীরদর্পে দর্পিত হইয়া সন্নিহিত আসাম, কাচার, মণিপুর প্রভৃতি দেশে প্রবে-

করিয়া কত শত নৃপতিকে সিংহাসনচ্যুত করিল। ১৮২২ খ্রীঃ অব্দে একদল ব্রহ্মসেনা কাছারাভিমুখে যাত্রা করাতে প্রাণভয়ে শ্রীহট্টবাসীগণ ব্রিটিস রাজ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল, ব্রহ্মরাজের ভয়ে পূর্ব্বাঞ্চলবাসী সকলেই ভীত হইল। ১৮২২ খ্রীঃ অব্দে ব্রহ্মরাজের সহিত ইংরাজেরা যে সমরাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করেন তাহাতে তাঁহার দর্প খর্ব্ব হইয়া যায়; অগত্যা তাহাকে ইংরাজদিগের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইতে হইল। এই যুদ্ধের দ্বারা ইংরাজেরা ব্রহ্মরাজ্যের কিয়দংশ আত্মসাৎ করেন। এই যুদ্ধ দ্বারা ব্রহ্মবাসীগণ যে শিক্ষা প্রাপ্ত হয় তাহা লিখিত হইতেছে—ইতিপূর্ব্বে যাহারা যাহাদিগকে অকর্ম্মণ্য ও তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছিল, কালের বিচিত্র গতিতে আবার তাহাদিগকে সেই অশ্রদ্ধেয় ব্যক্তিগণের পদানত হইতে হইল। তাহাদিগের ন্যায় ক্ষুদ্র রাজ্যের শক্তি পক্ষে ব্রিটিশ পরাক্রম অদম্য ও অনিবারিত ইহা তাহারা ইতিপূর্ব্বে বুঝিতে পারে নাই। ব্রহ্মদেশের যে অংশ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অধিকারভুক্ত তাহা জঙ্গলময় ও পর্ব্বতাকীর্ণ; এই প্রদেশ অধিকারে তাহাদিগের এই উপকার হইল যে ব্রহ্মরাজ আর অতঃপর এইরূপ আক্রমণ করত তাঁহাদিগকে বিরক্ত করিতে সাহসী হইবেন না।

উইলসন সাহেব তাঁহার ঐতিহাসিক-চুম্বক নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন যে "সীমান্তঃবর্ত্তী প্রদেশ সমূহ নিরন্তর

অন্তর্বিরোধ ও গৃহ বিচ্ছেদে জীর্ণ হইয়া পড়াতে এবং ইংরাজ সৈন্য ও লুণ্ঠনপ্রিয় দস্যুগণ কর্তৃক বারম্বার আক্রান্ত হওয়াতে অস্বাস্থ্যকর জঙ্গলে পরিণত হইয়াছিল। বর্তমান সময়ে ঐ সকল স্থান দর্শন করিলে নয়নের তৃপ্তি জন্মে। এইরূপে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট ব্রহ্মদেশের কিয়দংশ গ্রহণ করিয়া আপনাদিগের রাজনৈতিক ও বুদ্ধি কৌশলের পরিচয় দিলেন। আরাকান ও তিনাসেরিম ব্রিটিশ শাসনভুক্ত হইল বটে কিন্তু যতদিন না পেগু হস্তগত হইবে ততদিন তাহাদিগের মন নিতান্ত অস্থির ছিল। কারণ ব্রহ্মদেশের সাগর কুলোবর্ত্তী সমস্ত প্রদেশ পেগুরাজের অধীন, এজন্য তাঁহারা পেগু রাজ্য আত্মসাৎ করিবার জন্য যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হন এই উপলক্ষে ইংরাজদিগের সহিত ব্রহ্মরাজের দ্বিতীয়বার যুদ্ধ হয়, এই যুদ্ধে ইংরাজেরা পেগু প্রাপ্ত হন। যশ ও প্রতিষ্ঠায় পেগু ব্রহ্মাধীশগণের চক্ষে যেরূপ আদরণীয় ছিল, তাহাতে তাহা স্বরাজ্য হইতে বিচ্যুত হইয়া ভিন্ন রাজ্যের অধিকারভুক্ত হওয়াতে তিনি মনে মনে বিশেষ দুঃখিত ও ক্ষু হইয়াছিলেন। বাহুবলে পেগু প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই ইহা তাঁহার স্থির বিশ্বাস ছিল। তবে রাজনৈতিক কৌশলে উহা পুনঃ প্রাপ্তির আশা তাঁহার অন্তঃকরণ হইতে বিদূরীভূত হয় নাই কোন সময়ে জেতাগণের নিকট হইতে উহা কৌশল বিশেষ দ্বারা পুনর্বার প্রাপ্ত হইবেন, এই ভরসা প্রদানে মনকে প্রবোধি

করিয়া রাখিয়াছিলেন। এতন্নিবন্ধন তিনি অনবরত দৌত্যকার্য্য করিতে আরম্ভ করিলেন। কার্য্যতঃ তাহাতে কোন ফল দর্শিল না। ভারতবর্ষের তদানীন্তন গবর্ণর জেনারল লর্ড ডেল-হৌসী বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, পেগু ব্রহ্মরাজার অধীনস্থ হইলে, তাঁহার ইণ্ড-চীন প্রদেশের মধ্যে রাজনৈতিক বল অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইবে। ইহা অবগত থাকিয়া তিনি কি প্রকারে উক্ত পুরাতন শত্রুর বল বৃদ্ধি করিয়া দিতে পারেন? পেগু [illegible] না হইলে ব্রহ্মরাজার ভবিষ্যৎ অভ্যুদয়ের আশা তিরোহিত হয়, ইহা বিবেচনা করিয়া তিনি পেগু প্রদান সম্বন্ধে ব্রহ্মরাজকে একেবারে নৈরাশ করণাশয়ে তাঁহার প্রস্তাবিত বিষয়ে এত কঠোর উক্তি করিয়াছিলেন যে, তাহাতে ব্রহ্মরাজার ভবিষ্যতের উন্নতির আশা হইতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাঁহাকে বঞ্চিত হইতে হইল। কিন্তু তাহাতেও তিনি পেগুর বিষয় চিন্তা করিতে ক্ষান্ত হইলেন না। তিনি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে নৈরাশ হইয়া বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণের নিকট পেগু প্রাপ্তির নিমিত্ত আপিল করিলেন এবং অন্যান্য ইয়ুরোপীয় রাজাগণের নিকট তাহার জন্য অনুরোধ, ভিক্ষা করিতে লাগি-লেন। আমেরিকার প্রেসিডেণ্টের (সভাপতি) সহানুভূতি আকর্ষণ করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ফরাসি সম্রাট নেপোলিয়নের নিকট একজন লোককে দূতস্বরূপ প্রেরণ

করিলেন। ইষ্টাণ্ডিয় কর্তৃপক্ষীয়গণের অনুগ্রহ প্রাপ্তি আশয়ে, উপায়ন্তর অবলম্বন করিতে ত্রুটী করিলেন না। স্বদেশ উদ্ধার বিদেশীয় রাজাগণের তোষামোদের বিনিময়ে অবমাননা ও উপেক্ষা তাঁহার লাভ হইল। ১৮৭২ খ্রীঃ অব্দে রেঙ্গুনে একটী সাধারণ সভাতে লর্ড নর্থব্রুক লর্ড ডেলহউসীর পূর্ব্বকথিত বাক্যের পোষকতায় বলিয়াছিলেন যে, "আরাকান, পেগু, তেনাসিরিম বর্ত্তমান সময়ে ব্রিটিস অধীনে আছে; বংশ পরম্পরায় ব্রিটিস অধীনতা হইতে কখনই তাহার বিচ্যুতি ঘটিবে না।" লর্ড নর্থব্রুকের স্বমুখাৎ বারম্বার এবম্প্রকারে নৈরাশ্যসূচক বাক্য শ্রবণ করিয়াও তিনি পেগু প্রাপ্তির বিষয় চিন্তা করিতে বিরত হন নাই। ১৮৭২ খ্রীঃ অব্দে মিষ্টার ইডেনের শাসন সময়ে ইংলণ্ডে শ্বরীর নিকট যে দৌত্যকার্য্য সাধিত হয়, তাহার নিগূঢ় অভিপ্রায় ছিল, রাজনীতি বশত পেগু উদ্ধারই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য। অনেকে অনুমান করিয়াছিলেন যে, এই দৌত্যকার্য্য, ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের স্থানীয় কর্ম্মচারীগণের উৎপীড়ন সংক্রান্ত সকলেই অনুমান করিয়াছিলেন, সুতরাং স্থানীয় ব্রিটিস কর্ম্মচারীর দ্বারা উৎপীড়িত হইয়াই এই দৌত্যকার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

বহুকাল হইতে ইংরাজ বণিকেরা সালবীন নদীর উপরে বাহাদুরী কাষ্ঠের ব্যবসা করিয়া আসিতেছিল; কিন্তু মিন্দো

ও পূর্ব্ব-কোরাণী এই দুই দেশের মধ্যে পরস্পর বিবাদ উপস্থিত হয়, এই বিবাদ উপলক্ষে উক্ত বাহাদুরী কাষ্ঠের ব্যবসা এক বারে বন্ধ হইবার উপক্রম হইল।

বহুসংখ্যক দস্যুদল সালুইন নদীর উপকূলে সর্ব্বদা যাতায়াত করাতে বণিকগণ সর্ব্বদা জীবন ভয়ে সশঙ্কিত থাকিত, এবং যত দিন সাধারণের হিতের জন্য কোন সুনিয়ম প্রতিষ্ঠিত না হয়, তত দিন তাহাদের ধন সম্পত্তি ও প্রাণ সুরক্ষিত বলিয়া তাহারা মনে করিতে পারে নাই। অতএব ১৮৭১ খ্রীঃ অব্দে জিমম্মাই প্রদেশকে দস্যুভীতি হইতে বন্ধ করিবার অভিলাষে, বাণিজ্যকগণকে নিরাপদ করিবার উদ্দেশে কাপ্তেন লাউণ্ডিস একটী দৌত্যকার্য্য অনুষ্ঠানে সঙ্কল্প করেন। কিন্তু তাহা সফল হয় নাই। জিমম্মার শাসনকর্ত্তা তাঁহার সহিত বিশেষ ভদ্রতার সহিত সদ্ব্যবহার প্রদর্শন পূর্ব্বক পূর্ব্ব কোরাণীর অধিপতির সহিত আপনার বিবাদ মীমাংসা করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলেন বটে, কিন্তু তাহার নিজের অত্যাচারের ও ভাবিকর্ত্তব্যের বিষয়ে সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য অবলম্বন করিলেন। এরূপ অবস্থায় ব্যাংককের ব্রিটিশ কন্সালের নিকট আবেদন প্রেরিত হইল। এবং শ্যাম দেশীয় গবর্ণমেন্ট ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের যে সমস্ত দাবিদাওয়া ছিল তাহা নিষ্পত্তি করিয়া দিতে প্রস্তুত হইলেন। ভবিষ্যতে কোন প্রকার বিবাদ উপস্থিত না হয় এই অভিপ্রায়ে উভয় গবর্ণ-

মেন্টের মধ্যে এই একটী সন্ধি সংস্থাপিত হইল। চৌর্য্য, দস্যুতা, অর্থ লুণ্ঠন প্রভৃতি অত্যাচার নিবারণ ও অপরাধি ব্যক্তি সকলে উপযুক্ত দণ্ড বিধানের সম্যক উপায় নিশ্চিত হইল। সন্ধি, পত্রের লিখিত মতানুসারে একটী আদালত স্থাপনের প্রস্তাব হইল। শ্যাম গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত ব্যক্তিগণ ঐ আদালতের সমস্ত কার্য্য করিবেন। আর ব্রিটিস প্রজাগণের বিবাদ ভঞ্জনার্থ একজন ব্রিটিস কর্ম্মচারী উল্লেখিত আদালতের তত্ত্বাবধান করিবেন। দুঃখের বিষয় এই যে ঐ সন্ধিপত্র যেমন লিখিত হইয়াছিল তেমনই রহিল, উহার মতানুসারে কোন কার্য্যই হইল না। আসিয়া খণ্ডের প্রজাগণ যথার্থ পক্ষে তাঁহাদের দেশাধিপতির বিরুদ্ধে বিচার নিষ্পত্তি করিবার উপযুক্ত অধিকারী নহেন। "রাজা অসদনুষ্ঠানে সতত অক্ষম" এই মহৎ বাক্য যেমন ইংলণ্ডবাসীগণের হৃদয়ে অবস্থিতি করে, সেই বিশুদ্ধ, পবিত্র মর্ম্মে প্রবেশ করিতে অক্ষমতা প্রযুক্ত আসিয়া প্রদেশস্থ প্রজাবর্গ রাজাকর্তৃক অনুষ্ঠিত পাপকে পাপ বলিয়া গ্রাহ্য করেন না, অথবা সে পাপের প্রতিবিধানে পরাঙ্মুখ হয়। এই হেতু উক্ত আদালতের কর্ম্মচারীগণ কিম্মাই রাজাকে বিচার নিষ্পত্তি দ্বারা দোষী স্থির করিতে শঙ্কিত ও কুণ্ঠিত হইতেন। এই ভয় তাঁহাদিগের আশানুযায়ী কর্ত্তব্যতার বিশেষ প্রতিবন্ধক হইয়াছিল। সুতরাং উক্ত অনায়ানুযায়ী কার্য্য পর্য্যন্ত

[illegible] পড়িল। সেই সময়ে মিষ্টার ইডেনের ভিক্টরিয়া পয়েন্ট ষ্টেটের স্মরণ হইল। তাঁহারা দেখিলেন যে, মিষ্টার ইডেনের সংস্পর্শ ভিন্ন জিমরাই প্রদেশের সহিত কোন বন্দোবস্ত করিবার অন্য কোন উপায় নাই। অবশেষে তাঁহারা মিষ্টার ইডেনের পরামর্শ গ্রহণ করিয়া তদনুরূপ কার্য্য করিতে বাধ্য হইলেন। মিষ্টার ইডেন জানিতেন জিমরাই সাময়িক শ্যামের অধীন। তখন শ্যামদেশীয় গবর্ণমেণ্টের সহিত সন্ধিস্থাপন করিলে জিমরাই শাসনকর্ত্তার তাহাতে সম্মতি না থাকিলেও আপত্তি করিতে পারে না। এ নিমিত্ত জিমরাই শাসনকর্ত্তার কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ নিমিত্ত এক জন কৌন্সল নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য। আর স্থানে স্থানে পুলিশ নিযুক্ত করিলে সালবীন নদীর তীরস্থ দস্যুভয় নিবারিত হইতে পারে এবং তাহা হইলেই ঐ নদীতে যে সকল ব্যক্তি বাহাদুরী কাষ্ঠের ব্যবসা করে, তাহারা দস্যুর লুণ্ঠন ও [illegible] হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে।

১৮৭১ খ্রীঃ অব্দে পাশ্চাত্য চীনের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশের অধিপতি সুলতান সলিমান কর্ত্তৃক একটী দৌত্যকার্য্য সম্পন্ন হয়। সুলতানের পুত্র হাসন ও তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র এবং এক জন নানা ভাষী এই দৌত্যকার্য্য সংসাধন করিবার নিমিত্ত আসিয়াছিলেন। ভামো ও মোমিন এই দুই প্রদেশের মধ্যে বাণিজ্য করিবার পথ উন্মুক্ত করার প্রস্তাব গবর্ণমেণ্টের নিকট উপস্থিত

করায় ১৮৩৮ খ্রীঃ অব্দে যখন মেজর স্লেডন্ ঐ উদ্দেশ্য সম্পন্নের নিমিত্ত মোমিনে গমন করেন, তখন সুলতান সলিমানের মন্ত্রীর প্রতি তথাকার শাসন ভার ন্যস্ত ছিল। তিনি স্লেডন্‌কে বিশেষ সম্ভ্রমের সহিত গ্রহণ করিলেন; আর ঐ বাণিজ্য পথ বিস্তারের নিমিত্ত তিনি বিশেষ সহায়তা করিবেন তাহাও অঙ্গীকার করিলেন। মেজর স্লেডন্ এই ব্যক্তি কর্ত্তৃক যেরূপ অতিথিজনোচিত সৎকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে তিনি ইহার ভদ্রতা নিমিত্ত ইহাঁকে যথেষ্ট ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। ইংরাজদিগের অনুকরণে তালিফুমবাব এই দৌত্যকার্য্য সম্পাদন করেন। পান্থের দূতগণ প্রথমে রেঙ্গুন হইতে কলিকাতা ও পরে ইংলণ্ড পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিল।

মিষ্টার ইডেনের শাসন সময়ে আর একটী মহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। এই সময় ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট পশ্চিম চীনা ভিমুখে একটী বাণিজ্য পথ বিস্তারের অভিপ্রায় করেন, কিন্তু কার্য্যে তাহা পরিণত হয় নাই। এ নিমিত্ত বিস্তর চেষ্টা ও যত্ন করা হইয়াছিল। ইহাতে নিঃসংশয়রূপে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ব্রিটিস ব্রহ্ম ও চীন এই দুই প্রদেশের মধ্যে একটী বাণিজ্য করণোপযোগী ও বাণিজ্য দ্রব্য গতায়াতোপযোগী সুগম পথের আবিষ্কার করা কাল সাপেক্ষ। কারণ ঐ সমস্ত পথে বিস্তর বিঘ্ন হইবার সম্ভাবনা। ঐ সমস্ত বিঘ্ন দূরীভূত না হইলে নিরা

পথে বাণিজ্য ব্যবসায় চলিবার আশা করা যাইতে পারে না।
[illegible] খ্রীঃ অব্দের "এ্যাড্‌মিনিষ্ট্রেসন রিপোর্ট" পুস্তকে তৎ-
কালীন বাণিজ্যপথ ও তাহার অবস্থার বিষয় যাহা লিখিত আছে,
তাহার মর্ম্ম এই—"ব্রিটিস ব্রহ্মদেশে যে অসংখ্য বাণিজ্য
কার্য্যোপযোগী সুন্দর বন্দর আছে, তাহাতে অসাধারণ বাণিজ্য
সুগমতা প্রযুক্ত বঙ্গোপসাগরের তীরস্থ অপরাপর স্থানাপেক্ষা ঐ
সমস্ত স্থানে নির্ব্বিঘ্নে ও অল্প কষ্টে যাতায়াত করিতে পারা যায়।
কিন্তু ব্রহ্মদেশ হইতে ইওচীনে যাইবার একটী ভিন্ন পথ নাই।
সকল সময়ে ঐ প্রদেশস্থ ঐরাবতী নদী দিয়া বাষ্পীয় জাহাজ
সাতশত ক্রোশ পর্য্যন্ত গমনাগমন করিতে পারে। যদ্যপি বাণিজ্য
দ্রব্য ভামো নামক স্থান পৌঁছে, তবে তথা হইতে চীনদেশের
বাণিজ্যের নিমিত্ত ঐ সমস্ত দ্রব্য সহজে প্রেরিত হইতে পারে।
চীন দেশের সীমা হইতে এই [illegible]স্থান ১৫০ মাইল অন্তরে
অবস্থিত; আর ভামো হইতে চীন সাম্রাজ্যের শান প্রভৃতি
করদ ও মিত্র রাজ্য ৭৫ মাইল অন্তরে অবস্থিত। ইতিহাস
পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, পশ্চিম চীনাভিমুখের বাণিজ্যপথ
বহুকালাবধি প্রচলিত আছে। যখন ব্রহ্মদেশের নিম্নস্থ প্রদেশ
সমূহ দেশীয় শাসনাধীন ছিল, তখন চীনের সহিত ব্রহ্মদেশের
শাসনাধীন ছিল, তখন চীনের সহিত ব্রহ্মদেশের বাণিজ্য
উন্নতরূপে চলিত; কলতঃ ঐ বাণিজ্যপথ কোন ব্যক্তি

বিশেষ দ্বারা প্রস্তুত হয় নাই। বর্ত্তমান ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট ঐ পথ দিয়া নিরাপদে বাণিজ্য দ্রব্যাদি গমনাগমনের নিমিত্ত বিস্তর চেষ্টা করিয়া ঐ পথে নিরাপদে যাতায়াতের বিস্তর সুবিধা করিয়া দিয়াছেন এবং বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত ঐ পথের প্রতি সযত্ন থাকিয়া তাহার তত্ত্বাবধান করিতে ক্রটী করিতেছেন না। ইতিপূর্ব্বে ঐ পথে বাণিজ্য দ্রব্যাদি যাতায়াতে যে সকল বিঘ্ন উপস্থিত হইত, তাহার অধিকাংশ এইরূপে এই মহাপুরুষগণের যত্নে দূরীভূত হইয়াছে। বণিকগণের সুখ বসায় ও বত্ন এবং গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব দায়ে সমুদ্র তীর হইতে মণ্ডলয় ও ভামো পর্য্যন্ত বাষ্পীয় পোত সর্ব্বদা গমনাগমন করিতেছে। পূর্ব্বে ঐ পথে বাণিজ্য দ্রব্যের শুল্ক আদায় হইত, তাহা অত্যন্ত ন্যূন করা হইয়াছে, ঐ শুল্ক দিতে হয় না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কারণ উহার পরিমাণ এত সামান্য যে, বাণিজ্যব্যবসায়ীগণ তাহা প্রদান করিতে কিছুমাত্র কাতর হয় না। ভামো নগরে বেঙ্গুনের চীন বণিকেরা কুঠির শাখা ও প্রশাখা স্থাপন করিয়াছেন। মণ্ডলয় ও ভামোর মধ্য দিয়া বাষ্পীয় পোত যাতায়াত করিবার বিষয়ে ব্রহ্মরাজের অমত নাই। বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে উপলব্ধি হইবে যে, চীনদেশে যাইবার পথ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে সুগম হইয়াছে। আর ঐ

দিগের অবস্থার পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তরোত্তর উন্নতি সম্পাদিত হই-তেছে। সমুদ্রতীর হইতে অন্তঃপ্রদেশীয় বিপণিসমূহে দ্রুত বাণিজ্য কার্য্যের সুবিধার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট এক প্রকার যত্নশীল হইয়াছেন। তাহা রেঙ্গুন ও ঐরাবতী ষ্টেট (রাজ-কীয়) রেলওয়ে নির্ম্মাণ বিষয়ক ষ্টেট সেক্রেটারীর অনুমতি দান বিশেষ প্রমাণীকৃত হইয়াছে।

১৮৬৮ খ্রীঃ অব্দে মেজর স্লেডন ভামোর বাণিজ্যপথের অনুসন্ধানে ও কোন্ পথ দিয়া বাণিজ্য দ্রব্য যাতায়াত করিলে বিশেষ সুবিধা হইতে পারে, তাহার বৈজ্ঞানিক পর্য্যবেক্ষণ নিমিত্ত তিনি নিযুক্ত হইলেন। মেজর স্লেডন তৎপরে অন্যতর অনুসন্ধানার্থে যেদিকে যাইয়া উপস্থিত হন, তত্র পরিশেষে সিদ্ধান্ত করেন যে এমন একটী আভিযানিক ব্যাপার এইরূপ আয়োজনের সহিত সুসজ্জিত করিতে হইবে যে ইহার উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই সিদ্ধ হইবে তদ্বিষয়ে স্থিরতা থাকিবে। পাশ্চাত্য চীন প্রদেশের অপরিচিত ভূভাগের মধ্য দিয়া গমন করিয়া প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে উপস্থিত হইতে হইলে যে যে উপকরণ দ্রব্যাদির প্রয়োজন, তৎ-সমুদয় সংগৃহীত থাকিবে; এবং তাহা হইলেই আভি-যানিক ব্যক্তিগণ জনতাসহ নিরাপদে চীন সীমা পর্য্যন্ত গমন করিতে পারে। এ বিষয়ে ব্রহ্মরাজের সহিত একটী সন্ধি-

পত্রের মতানুসারে স্থিরীকৃত হইয়াছে। পিকিনে যে ব্রিটিস কনশলার আছেন, তাঁহার সহিত এরূপ বন্দোবস্ত হইল যে, অভিযানোদ্যত ব্যক্তিবর্গের গমন করিবার অগ্রে চীন রাজ্যের কনশলার সার্ব্বিস বিভাগ হইতে লোক নির্ব্বাচিত হইয়া ১৮৭৮ খৃীঃ অব্দে সংঘাই পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্থলপথে ভামো পৌঁছিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিবেন। মার্গারী সাহেব এই দুরূহ ব্যাপারে ব্রতী হইয়া অবিশ্রান্ত পরিভ্রমণ করিয়া ১৮৭৫ খৃীঃ অব্দে ভামো যাইয়া উপনীত হন। এই আতি-যানিক ব্যাপারের শোচনীয় পরিণাম, ও মার্গারী সাহেবের দশা-বিপর্য্যয় বোধ হয় কাহারও অবিদিত নাই। এই রূপ পরিণামের পর ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট স্বীয় উদ্দেশ্য শীঘ্র সাধনে প্রবৃত্ত হইবার নিমিত্ত কৃতসঙ্কল্প হন। ভবিষ্যতে এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হইবেন তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ব্রিটিস ব্রহ্ম ও চীন ইহাদিগের মধ্যে পরস্পর অন্তর্বাণিজ্য স্রোত প্রবাহিত করিবার পক্ষে এই সুবিধা জনক পথ ব্যতীত ইং চীন উপদ্বীপের অন্যান্য অংশ হইতে ব্রহ্মদেশের বাণিজ্যস্থানে গমনাগমনের অনেক পথ আছে। রেঙ্গুন ও মৌলমীনের যে সকল পথ আছে তদ্দ্বারা শান প্রদেশের উৎপন্ন দ্রব্য প্রেরিত হয় ও শিল্পজাত ইংরাজী দ্রব্যাদি আনীত হয়। এই সমস্ত পথ ব্রিটিস ব্রহ্মার উত্তর পূর্ব্ব সীমান্তঃবর্ত্তী তঙ্গ নগরে যাইয়

সম্বন্ধিত হইয়াছে। রেঙ্গুন ও তঙ্গ গমনাগমনের পথ অসম্পূর্ণাবস্থায় থাকাতে মিষ্টার ইডেন উহাদিগকে পরস্পর সংযোজিত করিবার প্রস্তাব করেন। এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইলে বর্ত্তমান সময়ে ব্রিটিশ ব্রহ্মের বাণিজ্য কার্য্যের যথেষ্ট উন্নতি হইত।

মিষ্টার ইডেন কর্ত্তৃক ব্রহ্মদেশের আভ্যন্তরিক সংস্কার সাধনার্থ যে যে বিষয়ের অনুষ্ঠান হয়, তাহা আমরা নিম্নে প্রকটিত করিলাম। সর্ব্বাগ্রে পার্ব্বত্য জাতি কর্ত্তৃক ব্রিটিশ সীমা আক্রমণ করিবার আশঙ্কা দূর করিবার বিষয় বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলাম। মিষ্টার ইডেন ব্রহ্মদেশের শাসনকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া সর্ব্বপ্রথমে পার্ব্বত্য ভূভাগের শোচনীয় অবস্থার প্রতিকার বিধানার্থ সচেষ্ট হইলেন। এই সকল স্থানের পুলিশ কর্ম্মচারীগণের ক্ষমতা অধিক পরিমাণে বৰ্দ্ধিত হওয়াতে তাহাদের একটি সুসংবদ্ধ দল হইল। তথাকার প্রজাবর্গের অভাবানুরূপ একটী সরল ব্যবস্থাবলীও প্রবর্ত্তিত হইল। আরাকানের পার্ব্বত্য প্রদেশের যিনি তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হইলেন, তাঁহাকে আদেশ করা হইল যে, তিনি পার্ব্বত্য জাতির দলপতিগণের সহিত সৌহার্দ্দ সংস্থাপন করিবেন। পূর্ব্বে ব্রিটিশ রাজ্যের অন্তঃভাগে এই পার্ব্বতীয়গণের অত্যাচারের বিষয় যাহা শুনা যাইত তাহা প্রায় একেবারে তিরোহিত হইল। এইরূপে সুশৃঙ্খল ও ধন সম্পত্তির সংরক্ষণ

প্রতিষ্ঠাপিত হওয়াতে আরাকানের পার্ব্বত্য প্রদেশের কৃষক-গণের উত্তরোত্তর উন্নতি হইতে লাগিল। প্রজাগণের প্রতি রাজার যত প্রকার কর্ত্তব্য কর্ম্ম আছে তন্মধ্যে প্রজাগণের শিক্ষা প্রদানই সর্ব্বপ্রধান। কি ধনী, কি নির্ধনী, কি উচ্চ, কি নীচ, কি ভদ্র, কি অভদ্র, সকলেই যাহাতে বিদ্যাভ্যাস করিয়া জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হয়, রাজার তৎপক্ষে বিশেষ মনোযোগ করা কর্ত্তব্য। এই কর্ত্তব্য জ্ঞান মিষ্টার ইডেনের মনে বিশেষ জাগরূক ছিল। তাঁহার কার্য্য প্রণালীর এই এক প্রধান বিষয় ছিল যে, তিনি যে সকল বিষয়ে অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে চাহিতেন না। যে সমস্ত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলে দেশের বিশেষ উপকার হইবে তাহার উন্নতির নিমিত্ত একান্ত মনে চেষ্টা করিতেন। যে সকল বিষয়সংশয় শূন্য তাহা-তেই তাঁহার মন অধিক পরিমাণে আকৃষ্ট হইত। তাঁহার এই সকল গুণ থাকাতেই তিনি একজন সুদক্ষ শাসনকর্ত্তা বলিয়া পরি-গণিত হইয়াছেন।

মিষ্টার ইডেন দেখিয়াছেন যে, ব্রহ্মবাসীগণের শিক্ষা সম্বন্ধে দুইটী সুবিধা আছে। ১ম—বৌদ্ধ চতুষ্পাঠিতে অবৈতনিক শিক্ষা প্রবর্ত্তিত করা। ২য়—ব্রহ্মমহিলাগণের সামাজিক স্বাধী-নাবস্থা। বৌদ্ধ চতুষ্পাঠি যেই সমস্তকার প্রধান বিদ্যালয় ছিল, কথিত আছে মিষ্টার ইডেন এই সকল চতুষ্পাঠির এরূপ উন্নতি

করিয়াছিলেন যে, তাহাতে প্রায় ৫০০০০ বালক শিক্ষা প্রাপ্ত হইত। শিক্ষা সম্বন্ধে ঐ সকল বিদ্যালয় কতদূর উন্নতি লাভ করিয়াছিল তাহা ছাত্রসংখ্যা দেখিলে অনুমিত হইবে। কিন্তু ঐ সকল বিদ্যালয়ে যে নিয়মের বশীভূত হইয়া শিক্ষা প্রদত্ত হইত তাহা বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালীর মতানুবর্ত্তী নহে, সুতরাং ঐ শিক্ষার আবশ্যকতা বর্ত্তমান সময়ের অনুপযোগী; কিন্তু মিষ্টার ইডেন এই সকল বিদ্যালয় বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালী প্রচলিত করিবার নিমিত্ত ও ব্রহ্মবাসীগণকে উচ্চশিক্ষা প্রদান জন্য ও তত্রত্য বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণকে কি নিয়মে উপদেশ প্রদান করিলে তাঁহার অভীষ্টানুযায়ী কার্য্য হয় তজ্জন্য সর্ব্বদা চেষ্টা করিতেন। ব্রহ্মবাসীগণকে উচ্চ শিক্ষার তিনি প্রবর্ত্তক এবং সার আর্থার ফেয়ার তাহার সংস্কারক, এই দুই মহাশয়ের যত্নেই ঐ অসভ্যজনগণের বাস ভূমিতে ইংরাজী ভাষা প্রচলিত হইতে আরম্ভ হয়। বর্ত্তমান সময়ে ব্রহ্মবাসীগণ বিশেষ আদরের সহিত ইংরাজী ভাষা অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইয়াছে। ১৮৭৩ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত যে কয়েকটী সামান্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত ছিল তাহার ছাত্রগণের মধ্যে কেহ কেহ তথায় অধিক পরিমাণে জ্ঞানোপার্জ্জনের আশা নাই দেখিয়া বিস্তর অর্থ ব্যয় ও বহু কষ্ট স্বীকার করিয়া ভারতবর্ষে আগমন ও অবস্থান করত আপনার শিক্ষোন্নতি করিতে প্রবৃত্ত হয়। ঐ সমস্ত অভাব

ফলীভূত করিবার জন্য মিষ্টার ইডেন পশ্চাল্লিখিত কার্য্য পরম্পরার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। প্রথম—বিদ্যালয় সমূহের তত্ত্বাবধারণ নিমিত্ত কতিপয় ইনস্পেক্টরের সৃষ্টি করেন। দ্বিতীয়—তাঁহার যত্নে মধ্যম শ্রেণীর অতিরিক্ত গবর্ণমেণ্ট পাঠশালা সকল সংস্থাপিত হয়। তৃতীয়—কতকগুলি স্কুলে সাহায্য বিতরিত হয়। চতুর্থ—রেঙ্গুনে একটী হাই-স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। পঞ্চম—তাঁহাদ্বারা বৌদ্ধ চতুষ্পাঠির অনেক উন্নতি হয়। এই সকল বিধি ব্যবস্থা দ্বারা সার আর্থার ফেয়ারের বৌদ্ধ স্কুলে উন্নতি বিষয়ক প্রস্তাবগুলি কার্য্যে পরিণত হয়। এইরূপ বিদ্যালয় সংস্থাপন দ্বারা শিক্ষার্থী ব্রহ্মবাসী যুবকগণের বিশেষ সুবিধা হইল। মিষ্টার ইডেনের মতানুসারে ব্রহ্মদেশীয় শিক্ষা প্রণালী যে অধিক পরিমাণে অপহৃত হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বাস্তবিক পক্ষে ব্রহ্মদেশের দিন দিন যেরূপ উন্নতি লক্ষিত হইতেছে তাহাতে ইহাকে অন্যান্য দেশাপেক্ষা ন্যূন বলা যায় না। এই উন্নতির জন্য ব্রহ্মবাসীগণ মিষ্টার ইডেনের নিকট চিরকালে ঋণী হইয়া রহিয়াছে।

ব্রহ্মদেশীয় স্থায়ী উন্নতি বিষয়ক নিয়মাবলীর বিষয় বর্ণন করিবার অগ্রে আমরা উক্ত প্রদেশের ভূম্যাধিকার সম্বন্ধে মিষ্টার ইডেন কৃত পরিবর্ত্তন গুলির বিষয় যৎকিঞ্চিৎ বর্ণনা করিতেছি। যে নিয়মে পূর্ব্বাপর লোকে কার্য্য করিয়া আসিতেছে সে

নিয়ম তাহাদিগের চির অভ্যস্ত। এজন্য তাহার কখন কোন অংশ পরিবর্ত্তিত হইলে মনঃক্ষোভের কারণ হয়। অর্থাৎ যাহা পূর্ব্বাপর চলিয়া আসিতেছে, তাহা অনিষ্টকর হইলেও লোকে তাহাতে সন্তুষ্ট থাকে। ব্রহ্মদেশীয় ব্যক্তিগণ পুরাতন অনুকরণে বিলক্ষণ পটু, কিন্তু কোন নূতন বিষয় হইলে তাহাতে তাহারা বিরক্তি প্রকাশ করে এবং অসন্তুষ্ট হয়। বঙ্গদেশে জমীদারগণ যেমন ১০ সালে বন্দোবস্তের পর হইতে আপনা-দিগের অধীনস্থ ভূমির চিরস্থায়ী অধিকারী এবং ঐ ভূমি ব্রিটিশ-গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলে তাহাদিগকে বঞ্চিত করিয়া স্বয়ং গ্রহণ করিতে পারেন না। ব্রহ্মদেশের জমীদারগণের জমীতে সেরূপ স্বত্ব নাই। তাহারা আপনারাই জমি চাষ করে ও উৎপন্ন শস্য বিক্রয় করিয়া গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব প্রদান করে। বঃ আপার ব্রহ্মে রাজা ও প্রজা উভয়ের মধ্যে অলঙ্ঘ্য ব্যবধান নাই। এখানে মধ্যশ্রেণীর ভূস্বামী নাই। একজন কৃষক ভূম্যধিকারীর ভূমির আয়তন সচরাচর পাঁচ একর (১৫ বিঘা)। ব্রহ্মদেশে অতি সহজেই লোক জীবিকা নির্ব্বাহিত করিতে পারে। উত্তমরূপে কৃষিকার্য্য করিলে সচ্ছন্দে জীবনের সমস্ত অভাব দূরীকৃত হয়। ১৮৭২ খ্রীঃ অব্দের পূর্ব্বে রাজস্ব পর্য্যবেক্ষণ বিভাগ ছিল না। উত্তরকালে এই অভাব মোচন জন্য কোনরূপ চেষ্টাও করা হয় নাই। এই অসুবিধা

নিবারণ ও দেশের মঙ্গলোদ্দেশে মিষ্টার ইডেন এই সংসদ একটী সভা স্থাপন করেন এবং তাঁহার অধীনস্থ বহুদর্শী কর্ম্মচারীরা এই সভার সভ্য মনোনীত হন। তাঁহারা ভূমির বন্দোবস্ত বিষয়ক প্রস্তাব সমুদায় অতি যত্ন সহকারে আলোচনা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা জমীর বন্দোবস্ত সম্বন্ধে যে অনুরোধ করিতে লাগিলেন, তদনুসারেই কার্য্য চলিতে লাগিল। জমীর অবস্থা ও উচ্চতাভেদে এক নিয়মে রাজস্বের হার নিরূপিত হইল। যদিও খাজনার হার নিরূপণের ভার প্রতিনিধি কমিসনরের হস্তে রহিল; কিন্তু তিনি কমিসনরের অনুমতি ব্যতীত কিছুই করিতে পারিবেন না। পূর্ব্ব প্রচলিত সমস্ত প্রণালীতে ভূমি প্রজাবিলি করিবার ব্যবস্থা রহিত হইয়া তৎপরিবর্ত্তে প্রত্যেক প্রজার সহিত স্বতন্ত্র প্রজাপত্তন করিবার অভিনব পদ্ধতি প্রচলিত হইল। বাস্তবিক বলিতে গেলে সমস্ত প্রণালীতে ভূমির প্রজাবিলি করা রীতি প্রজার পক্ষে অত্যন্ত ক্লেশদায়ক হয় এবং বর্ত্তমান এই প্রণালী প্রবর্ত্তিত করা অনুচিত। নব প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থানুসারে প্রজা আপনার জমাই জমী খণ্ড খণ্ড বিভক্ত করিয়া অপর কাহাকেও বিলি করিতে পারিত না। যে সকল ভূমি পতিত থাকিত তাহা যদি প্রজার জমাই জমীর পরিমাণের চতুর্থাংশের একাংশ অপেক্ষা পরিমাণে অধিক হয়, তাহা হইলে ঐ পতিত জমীর কর হইতে তাহাকে

নিষ্কৃতি দেওয়া যাইত। প্রথমতঃ সমস্ত জমী ৫ বৎসর হইতে ১০ বৎসরের জন্য ইজারা দিবার নিয়ম প্রচলিত ছিল, তৎপরে প্রত্যেক জমী কোন নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য এক হারে ইজারা দিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। ইতিপূর্ব্বে ভূমির পরিমাণ ও কর নির্ণয় সম্বন্ধে মার্কিণী রীতি প্রচলিত হয়। পূর্ব্বপ্রচলিত রীতি প্রজার পক্ষে ও অনিষ্টজনক, ক্লেশদায়ক হইলেও কৃষকেরা ঐ রীতি সংশোধন জন্য অনেক দিবস পর্য্যন্ত অসন্তুষ্ট ছিল। এই সময়ের মধ্যে গবর্ণমেণ্ট ভূমির খাজনা বৃদ্ধি করিতে, অথবা খাজনা প্রদানে ব্যতিক্রম না ঘটিলে প্রজাকে জমাচ্যুত করিয়া ঐ জমী খাস দখলে আনিতে পারিতেন না। কিন্তু প্রজা ইচ্ছা করিলে আপনার জমাই জমি খারিজ করিতে পারিত। প্রত্যেক গ্রামে গোচরণাদি কার্য্যের নিমিত্ত ভূমি বাদ রাখিবার বন্দোবস্ত হইল। কোন প্রজার জমাই জমির সন্নিহিত পতিত জমি থাকিলে ঐ প্রজার ঐ পতিত জমিতে অধিকার জন্মিবে।

বঙ্গদেশীয় কৃষকগণের ভূমির উপর যে স্থায়ী স্বত্ব আছে তাহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। জমি কোন নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য ইজারা দেওয়া হইত বটে, কিন্তু তথাকার প্রজা নিজ জমের সম্পূর্ণ অধিকারী। গবর্ণমেণ্টের খাজনা দিবার ব্যতিক্রম না করিলে সেই স্বত্ব হইতে কেহই তাহাকে

রক্ষণ করিতে পারিত না। প্রজা নিজ জমি বিক্রয় অথবা অন্য প্রকারে হস্তান্তরিত করিতে সক্ষম। তাহারা স্বত্ব সংখ্যানুসারে উপভোগ, বন্ধক ও বিক্রয় করিতে পারে। ইজারা স্বত্বে নিশ্চয়তা রাজকরের লাঘবতা প্রভৃতি গুণে এদেশের কৃষি কার্য্যের এত উন্নতি দেখিতে পাওয়া যায়। এদেশের কৃষিজীবিরা নিজ হস্তে কৃষিকার্য্য করিয়া শস্য উৎপাদন পূর্ব্বক তাহা বিক্রয় করিয়া রাজস্ব প্রদান করে, খাজানা কর প্রদান করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই তাহার ভোগ্য হয়। কৃষির উপস্বত্ব ভোগী প্রজা শোষক জমীদারগণ ঐ প্রজাগণের যথা সর্ব্বস্ব হরণ করিতে পারেন না।

ইতিপূর্ব্বে আমরা যে সকল পতিত ভূমির উল্লেখ করিয়াছি স্বল্প ধন ব্যয়ে তাহাদিগকে কর্ষণ করণোপযোগী করিবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় লোকদিগকে ঐ সকল ভূমি দান করিতেন। এইক্ষণে মিষ্টার ইডেন ঐ সমস্ত পতিত ভূমির নূতন ভূম্যাধিকারী সংস্থাপনের আবশ্যকতা বিষয়ে সবিশেষ আন্দোলন করেন। তিনি এই কূট প্রশ্নের মীমাংসার জন্য বিশেষ মনঃসংযোগ সহকারে অনেক অনুসন্ধান দ্বারা অবগত হইলেন যে, প্রস্তাবিত বিষয়ে বর্ত্তমানাবস্থা অতি ভয়ানক। যে উপলক্ষে ঐ সমস্ত ভূমি প্রদত্ত হইত, সে বিষয়ে কিছুমাত্র মনোযোগ না করিয়া ভূম্যাধিকারীরা শুদ্ধ অর্থো

পাঞ্জনালয়ে উহা গ্রহণ করিত। যাহাদিগের উপর ঐ সদর ভূমি প্রদানের ভার ন্যস্ত ছিল, তাঁহারা বিশেষ দৃঢ়দর্শিতা সহিত কার্য্য করিতেন না। এজন্য নিকটস্থ গ্রাম বাসীদিগকে অত্যন্ত মন্দ অবস্থায় পতিত হইতে হইয়াছিল। শুল্ক ব্যতিরেকে ঐ পতিত ভূমির অধিকারীরা উহা হইতে কাষ্ঠাহরণ প্রভৃতি কার্য্য করিতে দিত না। এইরূপে পীড়িত হওয়াতে দরিদ্র কৃষকেরা তাঁহাদিগের গৃহ পরিত্যাগ করিয়া অপর গ্রামে পলায়ন করিত। এ জন্য তাহাদের দুর্দ্দশার একশেষ হইয়াছিল। যখন রাজপুরুষগণের মধ্যে কর্ত্তব্যসাধন বিষয়ে এরূপ অমনোযোগ দৃষ্ট হয়, তখন ঐ সকল ভূমির অধিকারীদিগের দ্বারা অনেক অসদাচরণ যে অবাধে অনুষ্ঠিত হইবে তাহা আশ্চর্য্য নহে। উহারা পতিত ভূমির উৎকর্ষ সাধনার্থ এক কপর্দ্দকও ব্যয় করিতেন না। অথচ গ্রামবাসী দরিদ্র প্রজাগণের নিকট হইতে পীড়ন করিয়া অন্যায় শুল্ক গ্রহণপূর্ব্বক বিস্তর অর্থোপার্জ্জন করিতেন। এই সমস্ত অত্যাচারের হস্ত হইতে দরিদ্রগণকে উদ্ধার করিবার জন্য সার আসলি ইডেন ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের নিকট এক রিপোর্ট প্রেরণ করেন। এই রিপোর্ট প্রাপ্ত হইয়া গবর্ণমেণ্ট ঐ সমস্ত পতিত জমির পুনর্ব্বার ভূমি পরিমাণ স্থির করিবার জন্য জরিপ করিতে আদেশ দেন। এই জরিপ করিতে বিলক্ষণ কর্ম্মঠ লোক নিযুক্ত হইল। জরিপদ্বারা

অল্প দিনের মধ্যেই জানিতে পারা গেল যে, অতি সামান্য খরি-
দ্দারের জমিতেই কৃষিকার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। পতিত ভূমির
অধিকারীগণকে তাহাদিগের প্রতিশ্রুত মত কার্য্য করাইবার
জন্য কঠোর উপায় অবলম্বিত হইয়াছিল। যে জমির যথোপযুক্ত
আবাদ হয় নাই তাহা উহার অধিকারীর নিকট হইতে ছাড়াইয়া
লওয়া হইল। এইরূপ করাতে ব্রিটিস ব্রহ্মের ভূমিসম্বন্ধীয় দুর-
বস্থা অপনীত হইল।

সার, আস্‌লি ইডেন ভারতবর্ষীয় মন্ত্রীসভার সভ্যপদে মনো-
নীত হইয়া যে সকল মহৎ কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন, তাহার
বিষয় কিঞ্চিৎ বর্ণনা করা কর্ত্তব্য। তিনি ১৮৭৫ খ্রীঃ অব্দে ভারত-
বর্ষীয় মন্ত্রীসভার সভ্যপদে মনোনীত হন। যিনি বঙ্গদেশের
লেপ্টেনেন্ট গবর্ণরের সেক্রেটারির কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া অনেক
বিষয়ে বহুদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন, যিনি রাজনীতি সম্বন্ধীয়
গোল সন্দেহের মীমাংসার জন্য সন্নিহিত রাজাদিগের নিকট দূত-
স্বরূপ প্রেরিত হইয়াছিলেন, যাঁহার হস্তে ব্রহ্মরাজ্যের শাসন ভার
ন্যস্ত ছিল, ঈদৃশ লোকের ভারতবর্ষীয় মন্ত্রীসভার সভ্য হওয়া
নিতান্ত কর্ত্তব্য ও আনন্দপ্রদ তাহাতে সন্দেহ নাই। ভারত-
বর্ষের গবর্ণর জেনেরল লর্ড নর্থব্রুক এরূপ উপযুক্ত ব্যক্তিকে
তাঁহার সভার সভ্যের পদে নিযুক্ত করাতে সকলেই তাঁহাকে
ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছিল। সার আস্‌লি ইডেন এই সভার

সুতরাং পদে নিযুক্ত হইয়াও আবশ্যক মত গবর্ণমেন্ট বিপক্ষে স্বাধীন মত প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। তৎকালে [illegible]দেশ সম্বন্ধে যে সকল বিধি এই সভা হইতে নির্দ্ধারিত হইয়াছিল মিষ্টার আস্লি ইডেনই তাঁহার জন্মদাতা ছিলেন।

বঙ্গদেশের জলকর জমা দ্বারা বিস্তর অর্থ সংগৃহীত হইত। ইতিপূর্ব্বে দেশীয় রাজাগণ দ্বারা যে উহা কি নিয়মে আদায় হইত তাহা বলা যায় না। কিন্তু বঙ্গদেশ ব্রিটিশাধিকার ভুক্ত হইলে ঐ জলকরের বার্ষিক জমা নির্দিষ্ট হইল। এই সমস্ত জলকরের ইজারা দিবার ভার গবর্ণমেন্টের নিম্নস্থ কর্ম্মচারীগণের প্রতি অর্পিত হওয়াতে, তাহাদিগের মধ্যে উৎকোচ গ্রহণ প্রভৃতি নানা প্রকার অহিতকর সূত্রপাত হইল। উৎকোচ প্রদানের হস্ত হইতে যাহাতে জলকর ইজারদারগণ মুক্ত হন, মিষ্টার ইডেন তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টিত হইলেন এবং অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া শেষে জলকর জমির ইজারা, নীলাম দ্বারা বিক্রয় করিয়া বিলি করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে প্রজারা যে টাকা জলকর ইজারা গ্রহণ সময়ে উৎকোচ দিত, এইক্ষণে তদ্দ্বারা অক্লেশে আপন আপন ইজারা স্বত্ব ক্রয় করিতে লাগিল। এইরূপ নীলাম দ্বারা ইজারার বন্দোবস্ত করাতে সরকারি রাজস্বের বৃদ্ধি হইতে লাগিল। এই সম্বন্ধে কতিপয় সুনিয়ম সংস্থাপিত হইল। মিষ্টার ইডেন পূর্ব্ব প্রচলিত জলকর জমা সংক্রান্ত নিয়মাবলী পরিবর্ত্তন

ও সংশোধন করেন ঐ সকল নিয়ম বিধিবদ্ধ হইয়া একটী নূতন আইন প্রস্তুত হয়, ইহাতে তাঁহার একান্ত ইচ্ছা ছিল। ১৮.. খ্রীঃ অব্দে যখন এই সম্বন্ধে একটী বিল ভারতবর্ষীয় মন্ত্রি সভায় উপস্থিত করা হয়, তখন মিষ্টার ইডেন তাহার পক্ষ সমর্থন করিয়া তৎপক্ষে যাহা কর্ত্তব্য, তদনুষ্ঠানের নিমিত্ত রিপোর্ট প্রদান করেন। পরিশেষে এই বিল বিধিবদ্ধ হইয়া একটী নূতন আইনে পরিণত হয়।

ভারতবর্ষীয় মন্ত্রি সভার সভ্য পদে নিযুক্ত হইয়া মিষ্টার ইডেন যে সমস্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন তন্মধ্যে উক্ত আইনটী ও রাজস্ব আদায় সম্বন্ধীয় ব্যবস্থা গুলির বর্ণন করা কর্ত্তব্য। ব্রহ্মদেশীয় ভূস্বামীগণের অধিকারস্থ ভূমির বিষয় যাহা উল্লেখ করা গিয়াছে তাহাতে দেখা যাইতেছে যে, ব্রহ্মদেশে বোম্বাই প্রদেশের ন্যায় প্রত্যেক প্রজাকেই জমি বন্দোবস্ত করিয়া দিবার রীতি নাই। অর্থাৎ বাঙ্গালার সেখানকার ভূস্বামী রাজাই জমিদার তাঁহার যাহাকে ইচ্ছা তাঁহাকে ভূমি দান করিতে পারেন। ভূম্যাধিকারীরা আপনারাই কৃষি ব্যবসা করিয়া থাকেন, ইংরাজগণের এদেশ অধিকার করিবার সময়ে এদেশে অন্য কোন প্রকার নিয়মের অভাব হেতু কৃষকের হল ও বলদের উপর খাজানা সংস্থাপন করিয়াছিল, ইহা অতি প্রাচীন অসভ্য প্রথা। উত্তর কালে ঐ খাজানার নিয়মিত নিয়মে আদায় করিবার জন্য

সময় সময় নানা প্রকার উপায় উদ্ভাবিত হয়। অবশেষে পেগু ইংরাজ দিগের হস্তগত হইবার অনেক পরে ১৮৫৩ খৃঃ অব্দে গবর্ণর জন্‌ ক্রেথার রাজস্ব সংগ্রহ ও ইহার হার নিরূপণ সংক্রান্ত একটী ব্যবস্থা প্রণালী প্রকটিত করেন। তিনাসারিম প্রদেশের কমিসনার মিষ্টার জন্‌ কলভিন্‌ সর্ব্বাগ্রে এতৎ সম্বন্ধে যে নূতন প্রণালী আবিষ্কার করেন তাহা ক্রেথার সাহেবের ব্যবস্থার প্রতিবিম্ব মাত্র মিষ্টার ইডেনের শাসন সময়ে এই বিধি গুলি প্রয়োজনানুসারে পরিবর্ত্তিত ও সংশোধিত হইয়া ব্রহ্ম রাজ্যে প্রচলিত হইয়াছিল। এই ব্যবস্থা গুলির দোষ গুণ বিচারের প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে ব্রহ্মদেশের পুরাতন রাজস্ব সম্বন্ধীয় কার্য্য প্রণালী কিরূপ ছিল, তাহা সংক্ষেপে বর্ণন করা যাইতেছে। নিয়ম গুলি অতি সরল, রাজস্ব আদায়ের সুবিধার জন্য সমুদায় ভূমি কয়েকটী ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল। এক একটী অংশে এক একজন রেভিনিউ কমিসনার নিযুক্ত ছিলেন। ঐ প্রত্যেক বিভাগ আবার কতিপয় ডিষ্ট্রিক্টে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক ডিষ্ট্রিক্ট আবার কয়েক অংশে বিভক্ত ছিল, উহার এক এক অংশকে টাউনসিপ বলিত, প্রত্যেক টাউনসিপের অন্তর্গত কতকগুলি রেভিনিউ সারকেল ছিল। এক একটী সারকেলে এক একটী করসংগ্রাহক ছিল, তাহাদিগকে তাঙ্গাই বলিত। ইনি রাজস্ব আদায়ের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্য সকল

সম্পন্ন করিতেন। ইহা ব্যতীত প্রত্যেক রায়তের ভূমির পরি-
মাণ খাজানার সংখ্যা লিখিয়া একটী তালিকা প্রস্তুত করা
ইহাদের আর একটী কার্য্য ছিল। ঐ তালিকা আদা-
লতে উপস্থিত হইলে তাহা দৃষ্টে ডেপুটী কমিশনার এক খানি
রসিদ প্রস্তুত করিতেন। তাহাই প্রজাদিগের নিকট উপ-
স্থিত হইয়া রীতিমত উহার পৃষ্ঠে রসিদ প্রদান করিয়া
তাহাদিগের নিকট খাজনা আদায় করিতেন। যদ্যপি কেহ
খাজনা দিতে ব্যতিক্রম করিত, তবে তাহার নামে ডেপুটী
কমিশনরের নিকট অভিযোগ উপস্থিত হইত। তিনি তাহার
বিচার করিয়া ঐ খাজানা আদায় সম্বন্ধে আদেশ প্রদান
করিতেন। এই সমস্ত নিয়মের অধিকাংশ ভাগ একেবারে নিষিদ্ধ
হইয়া যায়। সমাজের প্রয়োজনানুসারে সময়ে সময়ে ইহার
অবয়বের যে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল, তাহা রাজাজ্ঞায় পরিণত
করা ও পূর্ব্বপ্রচলিত প্রথার খণ্ডন ও অবস্থান্তর করা আব-
শ্যক হইয়া পড়ে। এ কারণ ১৮৭৫ খ্রীঃ অব্দের ২৫এ ফেব্রু-
য়ারি মিষ্টার ইডেন ঐ সম্বন্ধে একটী বিল মন্ত্রিসভায়
প্রদান করেন। যে সময় তিনি ব্রিটিস ব্রহ্মের প্রধানতম কমি-
সনরের পদে অভিষিক্ত ছিলেন, তখন এ বিষয়ে একটী
আইন প্রস্তুত করিতে গবর্ণমেণ্টকে পরামর্শ দিয়াছিলেন।
কিন্তু এক্ষণে ঈশ্বরানুগ্রহে স্বয়ং সেই বিল উপস্থিত করিবার

ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় মনস্থ সিদ্ধ করিতে শক্ত হইলেন; ব্রহ্মদেশীয় প্রজাগণ কোন সময়ে কোন স্থান পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়া পুনর্ব্বার সেই স্থানে প্রত্যাগমন করত আপনার পূর্ব্ব ভূসম্পত্তি প্রাপ্ত হইত; এই নিয়মটি কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন হইল। প্রজার অবর্ত্তমানে জমির উৎকর্ষ সাধনের জন্য যাহা ব্যয় হইবে, তাহার [illegible] তাহাকে দিতে হইবে। এবং জমি ছাড়িয়া দিবার পর দ্বাদশ বর্ষ অধিককাল গত হইলে প্রজা আর তাহা পুনঃ প্রাপ্ত হইবে না। মিষ্টার ইডেন এই প্রস্তাবিত বিলের উপর রিপোর্ট প্রদান করিলে ইহা অবশেষে আইন বলিয়া পরিগণিত হইল।

ভারতবর্ষের মন্ত্রিসভার অপরাপর যে সকল কার্য্যে মিষ্টার ইডেন হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ব্রহ্মদেশীয় আদালত সমূহের সংশোধন ও লেবর (পরিশ্রম) কণ্ট্রাক্ট আইন প্রধান। ব্রহ্মদেশীয় আদালত সমূহকে সুশৃঙ্খল বদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে ১৮৭২ খ্রীঃ অব্দে যে আইন প্রচারিত হয়, তাহার কিয়দংশ ১৮৭৩ খ্রীঃ অব্দে পরিবর্ত্তিত ও সংশোধিত হয়। কিন্তু ইহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবস্থা কয়েকটী অসম্পূর্ণাবস্থা প্রযুক্ত উক্ত আইনকে কার্য্যে পরিণত করিতে গেলে বিশেষ গোলযোগ উপস্থিত হয়। এই নিমিত্ত ১৮৭৪ খ্রীঃ অব্দে একটী নূতন বিল উপ-

স্থাপিত করা হইল। মিষ্টার ইডেন তাঁহার প্রগাঢ় জ্ঞান, বহুদর্শিতা, ইহার কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে যেরূপ সাহায্য করিয়াছিল, তাহা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে সম্মান লাভের বিষয় বোধ হয় না। আদালত সকলের ব্যবস্থা প্রণালীর সুশৃঙ্খল করিতে হইলে যেরূপ অত্র ক্ষুদ্র বিষয়ে মনোযোগ করা বিশেষ আবশ্যক তাহাতে একার্য্য বিশেষ দুরূহ বলিয়া বোধ হয়। এতদ্ভিন্ন ব্রহ্মদেশে নানাবিধ ভিন্ন ভিন্ন অধিকার ও ক্ষমতাবিশিষ্ট আদালত থাকাতে তথাকার আদালতের কার্য্য সমূহ বিধিবদ্ধ করা অত্যন্ত দুরূহ ও কঠিন হইয়া উঠিল। এ অবস্থায় মিষ্টার ইডেনের বৈষয়িক বুদ্ধি ও স্থানীয় অবস্থায় বিশেষ জ্ঞান থাকাতে অত্যন্ত উপকার হইয়াছিল। ১৮৭৫ খ্রীঃ অব্দে ঐ বিল মঞ্জুর হইয়া একটী আইনে পরিণত হয়। এই আইন দ্বারা ব্রহ্মদেশীয় আদালত সমূহের কার্য্যপ্রণালী সরল হইয়া আইসে। ১৮৭৬ খ্রীঃ অব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে মিষ্টার আস্লি ইডেনের সহিত ভারতবর্ষীয় মন্ত্রিসভার সম্বন্ধ শেষ হয়। এই মাসের শেষভাগে তিনি ইংলণ্ডে যাত্রা করেন। গ্রীষ্ম প্রধান দেশের জলবায়ু তাহার পক্ষে অস্বাস্থ্যকর হওয়াতে তাঁহাকে অগত্যা বাধ্য হইয়া বিলাতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইয়াছিল। তিনি স্বদেশে পৌঁছিয়া স্বাস্থ্যলাভান্তর ১৮৭৬ খ্রীঃ অব্দের ডিসেম্বর মাসে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক বঙ্গ-

দেশের লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের পদে অভিষিক্ত হন। ১৮৮২ খ্রীঃ অব্দে এদেশীয় ব্যক্তিগণকে স্বাধীন চিত্ত করিবার জন্য সার্ আস্লি ইডেনের একান্ত ইচ্ছা। উত্তরোত্তর এদেশীয় ব্যক্তিগণ অধিক পরিমাণে শিক্ষিত হইয়া চাকরির চেষ্টায় প্রবৃত্ত হন। শিক্ষিতের সংখ্যা অধিক চাকরির সংখ্যা অল্প হওয়ায় সকলের ভাগ্যে তাহা জুটিয়া উঠে না। যাহাদিগের চাকরি জোটে না তাঁহারা হা চাকরি যো চাকরি [illegible] উমেদারি সাজিয়া দলে দলে পরিভ্রমণ করিতে থাকেন, যে স্থানে একটী সংবাদপত্রে বেতনের কার্য্য উপস্থিত হয় সে স্থানে এত লোক প্রার্থী হইয়া উপস্থিত হন যে, তাহাদিগের দ্বারা উৎপীড়িত হইয়া যাহার লোকের প্রয়োজন ছিল, তাঁহাকে লোক নির্ব্বাচন করিবার পূর্ব্বেই বলিতে হয় যে কোন কর্ম্ম খালি নাই। এই কর্ম্ম খালির সংবাদ তিনি প্রচার করিয়াছেন বলিয়া সেই অপরাধে তাহাকে কয়েক দিবস বিস্তর বাক্য ব্যয় করিয়া ক্লান্ত হইতে হয়, যিনি নিতান্ত বিরক্ত হন তিনি তাঁহার বাসস্থানের বাহিরে "আর লোকের প্রয়োজন নাই" এই কথাটী লিখিয়া দিতে বাধ্য হন। সার আস্লি ইডেন শিক্ষিত দলের ও অন্যান্য কর্ম্মপ্রার্থিগণের দুঃখ দর্শনে তাহা দূর করিতে কৃতসঙ্কল্প হন এবং উহাদিগের স্বাধীন ভাবে জীবন অতিবাহিত করিবার জন্য হাওড়াতে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপন করিয়া

বঙ্গবাসীগণের স্বাধীন বৃত্তির শিক্ষা প্রদান করিতে প্রস্তুত হন এই বিদ্যালয়ে শিক্ষিত হইয়া তাহারা স্বাধীন ভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারিলে, আর সামান্য অর্থের জন্য লালায়িত হইয়া দ্বারে দ্বারে যাচ্ঞা করিয়া বেড়াইবে না। সার আস্‌লি ইডেন এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়া যে কি মহৎ উপকার করিয়াছেন তাহা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন।

ইতিপূর্ব্বে কলিকাতা টাইমস্ নামক সংবাদপত্রে কলিকাতার কোর্ট অফ ওয়ার্ডের অধীনস্থ ওয়ার্ড ইনষ্টিটিউসনের বালকগণের অত্যাচারের বিষয় ১৮৭৮ খ্রীঃ অব্দের ২৩এ মে, যে প্রস্তাব লিখিত হইয়াছিল তাহা পাঠ করিয়া সার আস্‌লি ইডেন এই অত্যাচারের বিষয় বিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা কিয়ৎ পরিমাণে অবগত হইয়া অকুতোভয় সহকারে বিশেষ যুক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক, কলিকাতার ওয়ার্ড ইনষ্টিটিউসন্ রাখাতে কোন ফল নাই ইহা স্থির করিয়া ১৮৮১ খ্রীঃ অব্দের সেপ্টেম্বর মাসে উহা উঠাইয়া দেন। সর আস্‌লি ইডেন এদেশীয়গণের আভ্যন্তরিক অবস্থার বিষয় এতদূর আলোচনা করিতেন যে, তাঁহার আলোচিত বিষয় লইয়া এদেশীয়গণ সর্ব্বদা তাহার গুণ গরিমার অবগাহী, পুরস্কার স্বরূপ তাহার নিকট চিরকৃতজ্ঞতা ঋণে বদ্ধ আছেন।

ঢাকার জমিদার নবাব খাজে আবদুল গণির বৈমাত্রেয়

তাঁহার সহিত সুহৃবিচ্ছেদ হয়। এই সমাচার সার আস্‌লি ইডেন অবগত হইয়া উক্ত বিবাদ ভঞ্জন করিয়াদেন. এইরূপে টিকারির মহারাণীর মকদ্দমার নিষ্পত্তি করেন। এই সকল কারণে তিনি বঙ্গবাসিগণের প্রীতির পাত্র হইয়াছেন। তাঁহার অমায়িকতা ও কার্য্য পরম্পরার বিষয় বঙ্গবাসীগণের মনে চিরকাল জাগরূক থাকিবে। ইনি আমাদিগের আভ্যন্তরিক অবস্থা সবিশেষ অবগত ছিলেন বলিয়া ইহার সহিত বঙ্গবাসী প্রজা মাত্রেই ঘনিষ্টতা করিয়া সুখী হইয়াছেন।

দানশীল দরিদ্র প্রতিপালক বঙ্গের মস্তক স্বরূপ বর্দ্ধমানাধিপতির রাজটিকা হইবার কালে তিনি বর্দ্ধমানে উপস্থিত হইয়া কয়েক দিবস আনন্দ উপভোগ করিয়া তৃপ্তিলাভ করিয়াছেন। এইরূপ বর্ত্তমান ডোমরাউন রাজের রাজ পদাভিষেক দিবসেও তথায় থাকিয়া বিশেষ আমোদ বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। এরূপ সমাজপ্রিয় প্রধানতম রাজকর্ম্মচারী কখন ভারতবর্ষে আইসেন নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সর আস্‌লি ইডেন বঙ্গদেশের লেপ্টনান্ট গবর্ণরের পদে নিযুক্ত হইয়া যে সকল কর্ম্মের উন্নতিতে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহার বিষয় যৎকিঞ্চিৎ বর্ণনে আমরা প্রবৃত্ত হইলাম।

সার আস্‌লি ইডেন বাঙ্গালী জমীদার ও প্রজা সম্বন্ধে যে আইন প্রস্তুত করেন, এরূপ কার্য্যকর ও সুন্দর

প্রকৃতির আইন বঙ্গদেশের প্রজাবর্গের হিতের জন্য আর প্রচলিত হয় নাই। ইতিপূর্ব্বে জমিদারগণ আপনার অধীনস্থ জমিতে যে সকল প্রজা বাস করিত তাহাদিগকে স্বেচ্ছায় তাহার বাসস্থান হইতে দূর করিয়া দিতে পারিতেন। এই বিপদ হইতে প্রজাগণকে উদ্ধার করিবার জন্য তৎকালোচিত কোন আইনই কার্য্যকর হইত না। সার আস্‌লি ইডেন জমিদার ও প্রজাগণের মধ্যে যাহাতে চিরসখ্য বিরাজ করে এই নিমিত্ত রেণ্টবিল নামক এই আইনের অবতারণা করেন। এই আইন প্রচারিত হইবামাত্র জমিদারগণ একেবারে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠেন। সার আস্‌লি ইডেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও একান্তমনাঃ কাহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া জমিদার ও প্রজাগণের হিতার্থ এই আইনের ব্যবস্থাগুলি বিধিবদ্ধ করেন ইহা যে শুভ ফলপ্রদ ও বঙ্গবাসী দরিদ্র কৃষকগণের অবস্থা উন্নত কারক হইবে তাহা বলা বাহুল্য।

জমিদারগণের অধীনস্থ ভূমি কোন প্রজা চিরকাল বাস করিব বলিয়া ঐ জমিতে সেই প্রজা গৃহাদি নির্ম্মাণ পূর্ব্বক বাস করিতে প্রবৃত্ত হইলে জমিদারগণের অনুগ্রহের উপর ইতিপূর্ব্বে তাহাদিগের এই বাসস্থান থাকা না থাকা নির্ভর করিত। কিন্তু ১৮৮১খ্রীঃঅব্দে এই রেণ্টবিল পাশ হওয়াতে জমীদারগণের পূর্ব্বোক্ত ক্ষমতা দূরীভূত হইয়াছে; যদি কোন প্রজা কোন জমীতে

১ বৎসরের অধিক কাল বাস করে বা চাষাদি করে তবে তাহাতে তাহার চিরস্থায়ী স্বত্ব জন্মিবে, এই জমী হইতে জমিদার তাহাকে আর তাহার বংশ পরম্পরা পর্য্যন্ত ভোগ দখল করিতে না দিয়া থাকিতে পারিবেন না। এই বন্দোবস্তের সময় হিন্দুপেট্রিয়ট সম্পাদক ইহা শুনিয়া ক্ষিপ্ত হইয়া উঠেন, তিনি বলিয়া উঠেন যে অন্ততঃ ১০ বৎসর কোন প্রজা কোন জমী অধিকার করিয়া থাকিলে তাহাকে চিরস্থায়ী স্বত্বে স্বত্ববান্ হইতে দেওয়া কর্ত্তব্য। ইতিপূর্ব্বে এই নিয়ম ছিল যে কোন লোক ১২ বৎসরের অধিক কাল কোন জমিতে ভোগ দখল করিতে থাকিলে এই জমিতে তাহার চিরস্থায়ী স্বত্ব হইত। কি হেতু যে উক্ত প্রসিদ্ধ নামা সম্পাদক এরূপ লিখিয়াছেন তাহা আমরা সামান্য বুদ্ধি প্রযুক্ত বুঝিতে পারিলাম না। সার আস্লি ইডেনও তৎসাময়িক অপর কতিপয় অপক্ষপাতী, সত্যনিষ্ঠ, ন্যায়পরায়ণ সূক্ষ্মদর্শি বিচারকগণের মতে হিন্দুপেট্রিয়ট সম্পাদকের মত অযৌক্তিক বলিয়া বোধ হওয়াতে তাঁহারা তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই। যে অভিপ্রায়ে এই আইনের প্রচার হয় হিন্দুপেট্রিয়টের মতের পোষকতা করিলে সেই উদ্দেশ্য সম্পন্ন হইত না। এই আইন প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে জমিদারগণ তাঁহাদিগের অধীনস্থ প্রজাগণের নিকট হইতে খাজনার হার বৃদ্ধি করিয়া আদায় করিয়া লইতে পারিতেন,

কোন প্রজার প্রতি বিরক্ত হইলে তাহাকে দূর করিয়া দিতে পারিতেন, কিন্তু এই আইন দ্বারা তাঁহাদিগের সেই ক্ষমতা দূরীভূত হয়। জমিদারগণের এই ক্ষমতা অপহৃত হওয়াতে প্রজাগণের যে কি মহৎ উপকার সংসাধিত হইয়াছে তাহা বর্ণনাতীত। মনে করুন কোন প্রজা জমীদারের নিকট হইতে কোন জমি জমা করিয়া লইয়া তাহার উন্নতি সাধনার্থ বিস্তর পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় করিয়া তাহার উন্নতি সম্পাদন করিয়া ঐ ভূমি হইতে যথেষ্ট শস্য উৎপাদন করিতে লাগিল। এই সম্বাদ জমীদারের কর্ণগোচর হওয়াতে তিনি তৎক্ষণাৎ ঐ প্রজার খাজনার হার বৃদ্ধি করিতে কৃতসংকল্প হইয়া তাহার খাজনা বর্দ্ধিত করিয়া আদায় করিতে লাগিলেন। এইরূপে ঐ প্রজার নিকট হইতে উত্তরোত্তর খাজনার হার বর্দ্ধিত করিয়া লওয়াতে তাহাদিগের অবস্থা উন্নত হওয়া দূরে থাকুক অবনত হইবারই বিশেষ সম্ভাবনা। এরূপ অবস্থায় কোন প্রজা জমিদারের উক্ত খাজনা বর্দ্ধিত প্রস্তাবে অসম্মত হইলে তাহার বহু পরিশ্রমের ঐ ভূমি পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরিত হইতে হইত। আর যদ্যপি তাহাতে সম্মত হইত, তাহা হইলে তাহাদের চিরদিন যেমন দুরবস্থা তেমনই থাকিয়া যাইত। কোন বৎসর ন্যূন পরিমাণে শস্য জন্মিলে তাহাদিগের মধ্যে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইত ও তাহারা ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া

দেশান্তরিত হইত। আহা! কি দুঃখের বিষয় যাহাদিগের রক্ত শোষণ করিয়া জমিদারগণের উদর পূর্ণ হয়, যাহাদিগের পরিশ্রমের উপর নির্ভর করিয়া তাহাদিগের সুখ স্বচ্ছন্দে বাস করে, সেই ব্যক্তিগণকে পীড়িত করিতে কি তাঁহাদিগের মনে কিছুমাত্র দয়ার সঞ্চার হয় না? যে সকল জমিদার খাজনার হার সর্ব্বদা বর্দ্ধিত ও পরিবর্ত্তিত করিতেন না, তাঁহারাই চিরসুখ্যাতির সহিত প্রজাগণের ভক্তির ভাজন হইয়া আছেন। এমন কি তাঁহাদিগের এই সকল প্রজারা মুক্তকণ্ঠে বলিয়া থাকে, "রামের রাজত্বের সময় যেমন প্রজাগণ সুখে সচ্ছন্দে বাস করিয়াছিল, আমরাও তেমনি সুখে আছি, আমাদিগের সোণার মনিব চিরকাল বাঁচিয়া থাকুন।" বর্ত্তমান আইনের গুণেও সকল জমিদারই প্রজাগণের এইরূপ প্রীতির পাত্র হইবেন। এই আইনে ইহাও নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে যদ্যপি কোন প্রজার জমিতে উত্তরোত্তর অধিকতর শস্য জন্মে আর সেই জমির খাজনার হার অল্প থাকে তবে এই জমির অধিকারী জমিদার, উক্ত প্রজার নিকট হইতে সম্ভবতঃ কিছু চাহিতে পারেন এবং এরূপ অবস্থায় ঐ প্রজাও তাঁহাকে বঞ্চিত করিতে পারিবে না। যদ্যপি সে চতুরতা দ্বারা তাহা প্রদানে অস্বীকার করে, তবে তাহা এই ব্যবস্থাবলীর বল অনুসারে আদায় হইবে। এই আইন প্রবর্ত্তন দ্বারা সার

আস্‌লি ইডেন জমিদার ও প্রজা উভয়েরই ভক্তির পাত্র হইয়াছেন।

যশোহরে ও ময়মনসিংহে গমন করিতে হইলে বা তত্রত্য কোন বাণিজ্য দ্রব্য কলিকাতায় আনিতে হইলে বিশেষ অসুবিধা হয়। এই অসুবিধা দূর করণার্থ মিষ্টার ইডেন এই দুই স্থানে রেলওয়ের সৃষ্টি করিতে সংকল্প করিয়াছেন। এই রেলওয়ের সৃষ্টি হইলে যাতায়াতের বিশেষ সুবিধা হইবে, আর এই সকল দেশোৎপন্ন দ্রব্যাদি বাণিজ্যার্থে রেলওয়ে যোগে নানা স্থানে প্রেরিত হইয়া তত্রত্য অধিবাসীগণকে পীড়িত করিবে। যদি যাতায়াতের সুবিধার সহিত এই জেলাদ্বয়ের অধিবাসী সকল আপনাদিগের উন্নতির ইচ্ছা করে, তবে তাহাদিগকে এই রেলওয়ে চলিবার পূর্ব্ব হইতেই কথঞ্চিৎ সাবধান হইয়া চলিলে ভবিষ্যতে তাহারা বাণিজ্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে সক্ষম হইবে। বর্ত্তমান সময়ে ময়মনসিংহ যাইতে হইলে যে কি কষ্ট উপস্থিত হয় তাহা বর্ণনাতীত। ঐ স্থানে গমন করিবার জন্য আবশ্যকীয় পথ বা নদী নাই যে, তদ্দ্বারা তথায় গমন করা যায়। রেলওয়ের সৃষ্টি হইলে এই অভাব দূর হইয়া বাণিজ্যের উন্নতি হইবে এই আনন্দে ময়মনসিংহবাসীগণ সার আস্‌লি ইডেনকে ধন্যবাদ প্রদান পূর্ব্বক নৃত্য করিতেছেন।

১৮৮২খ্রীঃঅব্দে সার আস্‌লি ইডেন প্রাইমারি শিক্ষার উন্নতির

জন্য অতিরিক্ত এক লক্ষ টাকা প্রদানে আদেশ করিয়া নিম্ন-শ্রেণীর শিক্ষার যথেষ্ট পুষ্টিসাধন করিলেন বলিয়া তিনি নিম্ন শ্রেণীস্থ ব্যক্তিবর্গের নিকট চিরকৃতজ্ঞ হইয়া রহিলেন। কলিকাতা ও হাওড়া ব্যতীত বঙ্গদেশের সমস্ত প্রদেশে শান্তিরক্ষার জন্য মিউনিসিপ্যাল কমিটির নিকট হইতে পুলিশের ব্যয়ের নিমিত্ত ৪৪৩৯১৯ টাকা গৃহীত হইত। সার আস্লি ইডেন এই টাকা অতঃপর গবর্ণমেণ্ট দিবেন স্থির করিয়া উহা রহিত করিয়াছেন। এই টাকা হইতে সাধারণের উপকারার্থ স্থানে স্থানে ডিস্পেন্সরি স্থানে স্থানে ঔষধালয় সংস্থাপিত হইবে। এই সকল উপকারের কথা স্মরণ করিয়া কে এমন ব্যক্তি আছে যে তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারে।

সার আসলি ইডেন এদেশের কৃষিকার্য্যের উন্নতির জন্য বাৎসরিক দুই সহস্র টাকা বৃত্তি দানে দুই জন উৎকৃষ্ট বালককে বিলাতের ক্রিঙ্কেষ্টারের কৃষি বিদ্যালয়ে পাঠার্থ প্রেরণ করিয়াছেন।

শিল্পের উন্নতির জন্য তিনি চেষ্টা করিতে ত্রুটি করেন নাই। যে সকল দরিদ্রগণ প্রসিদ্ধ শিল্পকরগণের অনুকরণে প্রবৃত্ত হইয়া শিল্পকার্য্য শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিবেন, তাহাদিগের কৃত শিল্প দ্রব্য যথোপযুক্ত মূল্য প্রদানে গবর্ণমেণ্ট ক্রয় করিয়া রাখিবেন এবং সাধারণের দর্শনার্থ উহা শিল্প প্রদর্শনী মেলার

প্রদত্ত হইবে। ১৮৮২ খ্রীঃঅব্দের (ফাইন আর্ট এক্জিবিশনে) শিল্প প্রদর্শনী মেলা উপলক্ষে আমাদিগের শ্রদ্ধাস্পদ শাস্তশীল গবর্ণর জেনারেল লর্ড রিপণ মহোদয় বলিয়াছিলেন যে আমি শিল্প বিদ্যালয়ের অবৈতনিক সম্পাদক হাইকোর্টের জজ প্রেক্ষেপ সাহেবের নিকট একটী বিষয় অবগত হইয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছি। মিষ্টার ইডেনের হাতুড়ী এদেশের সর্ব্ব বিষয়ে আঘাত করিয়া তাহাদিগের দৃঢ়তা অনুমানে সক্ষম, ও যেটী এই হাতুড়ির আঘাতে দুর্ব্বল বলিয়া বোধ হয় তিনি সেইটীকে তৎক্ষণাৎ সংস্কার করিয়া এদেশে তাহার চিরকীর্ত্তি সংস্থাপিত করিয়া গেলেন।

আমরা সার আস্‌লির কার্য্যপরম্পরা দর্শনে এককালে মুগ্ধ হইয়াছি। তিনিই প্রথমে বাঙ্গালীকে চিহ্নিত কর্ম্মচারীর পদে উন্নত করিয়া তাহাদিগের গৌরব বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন। তিনি বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তার কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া এদেশীয় এক ব্যক্তিকে আপনার সহকারী সম্পাদকের (আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটরীর) কার্য্যে নিযুক্ত করেন। ইতিপূর্ব্বে ইয়ুরোপীয় কর্ম্মচারী ভিন্ন কেহ এই পদে উন্নত হন নাই।

১৮৮২ খ্রীঃ অব্দের ২১এ এপ্রেল তারিখের ইণ্ডিয়ান্ মিরার নামক প্রসিদ্ধ সংবাদপত্রে লিখিত হইয়াছে, " সার আস্‌লি ইডেন সাহেবকে বঙ্গবাসী সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলী কলি-